তারা মাঝে মাঝে কৌতুক করে থাকে। প্রেম, রাজা, বাদশা, ইত্যাদি যে কোন বিষয় নিয়ে ছোক্‌রা নাচা গান হতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গানের নাম 'বেনা কুশাইন'। 'বেনা' এক ধরণের বাদ্য-যন্ত্রের নাম। এই বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গীত হয় বলেই একে 'বেনা কুশাইন' পালাগান বলা হয়।

জমি নিড়ানোর সময় গাওয়া হয় ভূঁই নিড়ানী পালাগান। এতে এক-জন গীতাল থাকে এবং বাকী সবাই সুর ধরে গীতালকে সাহায্য করে। জমি নিড়ানোর সময় বিশেষ আয়োজন হিসেবেই এ গান গাওয়া হয়। সাধারণ পালাগান ও বইটকেলী পালাগানের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ পালাগান গাইবার সময় অনেক লোকের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বইটকেলী পালাগানে তিন ধরণের লোকের প্রয়োজন পড়ে—একজন গীতাল, একজন দোহার এবং দুই তিন জন 'ছুক্‌রী'। বইট-কেলী পালার কোন দিশা নেই, কাজেই দিশা গাইবার জন্য পৃথক কোন লোকের প্রয়োজন হয় না।

বইটকেলী পালাগানের সুর সাধারণ পালাগানের সুর থেকে ভিন্ন। এই গান গাওয়ার সময় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে দোতরা ব্যবহৃত হয়। এ গানের কাহিনী বেশ দীর্ঘ হয়ে থাকে, নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

সময় স্বল্পতার জন্যে রংপুরের পালাগানের (প্রথম খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত পালা-গুলো সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হলো না। পরবর্তী খণ্ডগুলোতে পাঠকদের সেই চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবো।

মফিজুল ইসলাম

সূচীপত্র

চাঁদমণি কইন্যা

সংগ্রাহক
এম, সামীয়ুল ইসলাম
গ্রাম—বেল্‌কা
ডাকঘর—বেল্‌কা
জিলা—রংপুর।

যার কাছ থেকে সংগৃহীত
নওশের আলী
গ্রাম—শান্তিরাম
ডাকঘর—বেল্‌কা
জিলা—রংপুর।

চাঁদমণি কইন্যা

কাহিনী সংক্ষেপ

চাঁদমণি কন্যার রূপ সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানালো আকাশের চাঁদ। আল্লাহ্‌ চাঁদমণি কন্যাকে পাতালপুরে আশ্রয় দেন। তারপর চাঁদের সাথে চাঁদমণি কন্যার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো ধীরে ধীরে। চাঁদমণি কন্যা প্রায়ই চাঁদে বেড়াতে যায়। একদিন চাঁদ থেকে ফেরার সময় চাঁদমণি কন্যা যখন ইরান কুমারের কাছ দিয়া যাচ্ছিল তখন চাঁদমণি কন্যার অপূর্ব রূপ দর্শনে ইরান কুমার মুগ্ধ হয় এবং তাকে পাবার জন্যে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে।

বহু সাধ্য-সাধনার পর ইরান কুমার পাতালপুরীতে পৌঁছুলে পাতাল পুরের বসমতি বুড়ী তাকে যাদু দিয়ে নাকের সোনা করে রাখে। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ইরান কুমার বসমতি বুড়ীর হাত থেকে মুক্তিলাভ করলো। এদিকে ইরান কুমারকে না পেয়ে চাঁদমণি কন্যা দেওয়ানা হয়ে যায়, তার পিতা তাকে লোহার ঘরে বন্দী করে রাখে।

চাঁদমণি কন্যার সন্ধানে বের হলে ইরান কুমার আবার বসমতির হাতে ধরা পড়লো। ইরান কুমারকে দেখে বসমতির হৃদয়ে প্রেম-তৃষ্ণা জেগে উঠলো। সমস্ত সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে বসমতি দেবপুরের কন্যা ইন্দ্রজালকে দিয়ে ইরান কুমারকে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। ইন্দ্রজাল নিজেই ইরান কুমারের প্রেমে পড়ে গেল এবং তার প্রেম ভিক্ষা করলো। অতঃপর একদিন ইন্দ্রজাল গোপনে ইরানকুমারকে নিয়ে দেবপুরে চলে গেল।

ইরান বসমতি বুড়ীকে মা বলে ডাকে। সে তাকে চাঁদমণি কন্যাকে এনে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করে। বুড়ী তাকে অভয় দেয় ও ইরানকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে ছত্রিশ হাজার ডাগর ডাগর যুবতীকে উত্তমরূপে সাজিয়ে ইরানের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু ইরান এই মেয়েদের একটিও পছন্দ করে না। অতঃপর দেবনগর গিয়ে বুড়ী চাঁদমণি কন্যাকে

অনুরোধ করলে চাঁদমণি কন্যা বুড়ীর বাড়ীতে আসে। চাঁদমণি কন্যা বুড়ীর বাড়ীতে এসে ইরানের রূপ দেখে পাগল হয় ও তার প্রেমে পড়ে। তাই সে ইরান কুমারকে সঙ্গে নিয়ে দেবপুরে যায় ও একটি নিরালা গৃহে দু'জন বসবাস করতে থাকে। এই গৃহে হঠাৎ একদিন চাঁদমণির পিতা মণি-রাজ রাজা এসে ইরান কুমারকে দেখে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। রাগের মাথায় তিনি ইরান কুমারকে ছুঁড়ে মারেন। ইরান কুমার গিয়ে পড়ে এক দরিয়ায়। এদিকে চাঁদমণি কন্যা স্বামীর শোকে বেহুঁশ হয় ও হরি-তালের ফুল ও তার ফটো পানিতে ভাসিয়ে দেয়। কিছুদূর গিয়ে এই ফুল ঘোড়ার রূপ ধরে। নীল দরিয়ার নীলমতি কন্যা এই ঘোড়ায় সোয়ার হলে ঘোড়া তাকে নিয়ে ডাকিনীর দেশ এসে পৌঁছে। এই ডাকিনীর দেশে নীলমতি কন্যার সাথে ইরান কুমারের দেখা হয়। প্রথম সাক্ষাতেই নীলমতি কন্যা ইরান কুমারের প্রেমে পড়ে। কিন্তু নীলমতি কন্যা ডাকিনীদের ঘর ছেড়ে ইরান কুমারের কাছে যাবার সুযোগ পায় না। তাই সে বাধ্য হয়ে ডাকিনীদের কাছে কায়া বদলের মন্ত্র শিক্ষা করে। অতঃপর একদিন কায়া বদল করে সে ইরানকুমারকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে আসে। এরপর বহু ঘটনার অবতারণা হয়। শেষ পর্যন্ত বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ইরান-কুমার চাঁদমণি কন্যাসহ অন্যান্য সাতটি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের দেশে এসে পৌঁছে ও সুখে সংসার করতে থাকে।

পালা শুরু

চাঁদমণি নামে রে কইন্যা
খোরাশান শহরে,
ওরে বাপের নামটি আর বাহাদুর
বড়ো ত্যাজো[1] ধরে—ও ।।

যিদিন জন্মিল[2] কইন্যা
মায়েরো ওন্দোরে,
চাঁদের সোমান কইন্যা
ঝলমল করে রে—ও ।।

ভুমিতে পড়িয়া রে[3] কইন্যা
চাঁদের নাহান জ্বলে,
দ্যাকিয়া চাঁদ-সুরুজে
হায় হায় যে করে—ও ।।

ওরে ছোট কালে মাও জনোনী
শোতাইলো[4] বাইরা ঘরে,
ওরে চাঁদ আসিয়া ছাওয়াক্
পাইলো দ্যাকিবারে—ও ।।

হায় রে কইন্যা—
এ্যাতো উপ দিছে কইন্যা
তোমারো শরীলে—ও ।।

সউগ সোমে[5] জননী তাক
আকেন বোগোলে,[6]
নিশা আইতে আসি চাঁদো
কতই খ্যালা খ্যালে—ও ।।

এই না ভাবে এ্যাকদিন জনোনী
পাইলো দ্যাকিবারে,

চাঁদোমণি বুলিয়া নামো গো মোর আনী
ক্যাবোল আকিলো কইন্যারে—ও ।।

(হায় রে হায়) এ্যাকো দুই করিয়া রে কইন্যা
বারো বচ্চোর ধরে,
সুরুজের থাকিয়া উপ গো ও মোর কইন্যা
নাইগ্‌চে জ্বলিবারে গো—ও ।।

ওরে এ্যাকোদিনো গ্যালো কইন্যা
অই না ফুলের বাগানে,
ওরে দক্কিনালী বাতাসে কইন্যার
কতো আরাম নাগে—ও ।।

কাপড়ার আচোল বিচিয়ারে কইন্যা
শুতিয়া নিঁদ বা গ্যালো,
ওরে হ্যানকালে[৮] দ্যাকো চাঁদ
ম্যাগে ঢাকিয়া নিলো—ও ।।

কইন্যার উপোতে জগোত্
আলো হয়া গ্যালো—ও ।।

ওরে যকনে পড়িলো আলো
তামান জাহানে,[৯]
ওরে সরগো হাতে চাঁদ দ্যাকো
ফরিয়াদ করেন—ও ।।

শোন আল্লা মাবুদ মওলা
এঁই ক্যামোন তোমার খ্যালা,
বেটি ছাওয়ার উপোতে[১০] জগোত্
করিলে উজলা—ও ।।

ওরে মোকে দিয়া না হইলো
ওরে জগোত্ উজলা,

ওরে শরম পানু[১১] মুই মওলা
এঁই ক্যামোন তোমার খ্যালা—ও ॥

এই না কতা শুনিয়া আল্লা
বিচার যে করিলো,
সেইদিন হাতে[১২] চাঁদমণি
পাতালোতে গেল—ও ॥

ওরে যাইবার সোমে[১৩] কইন্যা
দুই হাতো তুলিয়া,
এলাহির আগোত্ কয়
কান্দিয়া কান্দিয়া—ও ॥

(হায় হায় রে) চাঁদমণির কান্দোন আল্লা
না পায় সহিবারে,
সমোন্দো করিয়া দিলো ও মোর আল্লা
চাঁদের সাতে—ও ॥

এ্যাখোন দ্যাকো এইগলা কতা
অইলো ভালে ভালে
ওরে ইরান কুমারের কতা
শুনিয়া ন্যাও সকলে—ও ॥

ওরে জনমো নিলো ইরান কুমার
মা জনোনীর কোলে,
সুরোজেরো মোতোন কুমার
দিনে আইতে জ্বলে—ও ॥

মেহের করি বাপো মায়ে
পড়িবারে দিলো,
দিনে আইতে[১৪] ইরান কুমার
পড়িতে নাগিলো—ও ॥

এ্যাকদিন দ্যাকো ইরান কুমার
পড়িবারে গ্যালো,
ওরে ঝড়ি বাতাসের জন্যে
আইতো হয়া গ্যালো—ও।।

আইত শ্যাষে ইরান কুমার
বাড়ীতে ফিরিলো,
সাতের সাতী নাই এ্যাকজোনো
এ্যাকলায় চলিলো—ও।।

(হায় হায় রে) হ্যান সোমে চাঁদমণি
সাজোন করিয়া,
যাবার নাগিলো কইন্যা গো
সরগো মুক বুলিয়া—ও।।

নানা ধেরান অলোংকার
ঝুম ঝুম করিয়া বাজে,
আগুনের নাহান[১৫] কইন্যা
নাইগচে জ্বলিবারে—ও।।

ওরে দুনিয়া করিয়া উজালা
নাইগচে যাহিবারে—ও।।

(হায় হায় রে) এইদ্যান উপ অই না কইন্যার
ইরানে পাইলো দ্যাকিবারে,
অচৈতন হয়া কুমার গো ও মোর কুমার
জইমনোতে[১৬] পড়ে—ও।।

কইন্যাকে দ্যাকিয়া ইরান
ব্যাহুশেতে থাকে,
হ্যানকালে চাঁদমণি
পাইলো দ্যাকিবারে—ও।।

ওরে দ্যাকিয়া ইরান কুমারোক
কইন্যা না পারে থাকিতে,
ওরে যৈবোনের জ্বালা ক্যাবোল
দাউ দাউ করিয়া জ্বলে—ও।।

পাওয়োত্ হাত দিয়া কইন্যা
ডাকায় ঘনো ঘনো,
উটিয়া আসি সোনার বন্দ,
বইসো মোর কোলে—ও ।।

এ্যাক ডাকো দুই ডাকো
তিন ডাকো দিলো,
চাইর ডাকের কালে বাচা
উটিয়ায় বসিল—ও ।।

যকোন উটিলো কুমার
চাঁদমণিক দ্যাকিয়া,
শরোমেতে আপন মুক
নিলে তাই ঢাকিয়া—ও ।।

ওরে দ্যাকিয়া ইরান কুমার
হাসিয়া হাসিয়া বলে,
ডাক দিয়া ক্যানে কইন্যা
বসলু[১৭] যায়া তুই দূরে—ও ।।

হ্যানকালে দ্যাকে রে কইন্যা
খেয়াল যে করিয়া,
নিজের সোমায় যায়
অতীত হইয়া—ও ।।

ও মোর কইন্যা বালি
কান্দে কইন্যা ক্যাবোল
দুই চোউক ভিজিয়া—ও ।।

ছাড়িয়া যাইতে না পায়
কইন্যারো ছাড়িয়া,
ওরে ছাড়িয়া গেইলে হামি
মরিমো কানদিয়া—ও ।।

বিদ্যায় হইয়া যায় কইন্যা সরগোপুরে
চাঁদোক ডাকেয়া কতা নাইগচে বলিবারে—ও ।।

বিদ্যায় করো চাঁদমণি
বিদ্যায় করো মোরে,
এ্যালা মুই চলিয়া যাও
আপনার মুল্লুকে—ও ॥

(হায় রে হায়) ব্যাজার দ্যাকিয়া চাঁদ
ভাবে মোনে মোনে,
আইজ্জা ক্যানে[১৮] কইন্যার মন মোর
উদেসিনী হইচে—ও ॥

ওরে মোন চোরায় কইরচে চুরি
ভাবোতে গ্যালো জানা,
তাহার নাগিয়া কইন্যা
হইচে দেওয়ানা—ও ॥

চাতুরি করিয়া চাঁদ
কইন্যার আগোত্ বলে,
ক্যানে তোমার মোন চোরাক
সাতে না আনিলে—ও ॥

নারী তো শেমোলের ফুল[১৯]
সউগ মানুষে[২০] জানে,
নারীর যৈবোন ফুরি গেইলে
কাইবেন আদোর করে—ও ॥

কিসের জন্য কান্দেন কইন্যা
অঝোর নয়নে,
কনটই আচে মোনচোরা
কওতো আমারে—ও ॥

ওরে তোমার বাপ দয়াবান
কতা মানে মোরে (কইন্যা হে),
জোড় হাতে কয়া কথা
আনিয়া দিবে তারে—ও ॥

এই কথা শুনিয়া কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে,
ছাড়িলো দ্যাকো নিকাশ[২১] এ্যাক
বৈবোনেরো ভারে—ও ॥

নিকাশ দ্যাকিয়া চাঁদ
পাইলো বুঝিবারে,
কোন বা চোরায় খাইচে মদু[২২]
পান্ বুজিবারে—ও ॥

হ্যানকালে দ্যাকো বাপে
কোন বা কামো করে
চাঁদমণি বুলিয়া বাপে
নাইগচে ডাকাইবারে—ও ॥

যকনে ডাকাইলে পিতা
পাতালো নগোরে,
কইন্যারো মাতাত্ মুকুট গো (দারুণ বিদি)
পড়িলো জমিনে—ও ॥

জাইনবার পাইলে[২৩] কইন্যা
যতো বিবোরণ,
নিজের মুখে অইনা রে বাপে
কইরচে সরোন—ও ॥

বিদ্যায় হইলো চান্দোমণি
কান্দিয়া কান্দিয়া,
ওরে দ্যাকে কুমার পড়ি আচে
দুই চোউক মুজিয়া[২৪]—ও ॥

বোগলোত্ বসিয়া কইন্যা
পত্রো এ্যাকে এ্যাকে,
কাগজ কলম নাই সাথে
কি দিয়া পত্রো নেইকুপে[২৫]—ও ॥

এই বুলিয়া দ্যাকো কইন্যা
চোউকের পানি মোচে,
চিরিয়া শাড়ীর আচোগ
এই না কাগোজ করে—ও ॥

কইলজা ফাড়িয়া অক্তো[২৬]
কালি না বানাইয়া,
আপন হাতের নোউক[২৭]
কলোম করিয়া—ও ॥

ওরে ন্যাকিতে নাগিল পত্রো
বিনোয় রে করিয়া—ও ॥

শোনেক শোনেক পানের পিয়া
শোনেক পানের সই,
মোর দুক্কের কতা গুলা
তোমার আগোত কই[২৮]—ও ॥

পাতাল নগোরোত ঘর
চাঁদমণি নামে মোর,
আয় বাহাদুর[২৯] বাপের নামটি
দিন্ মুই খবোর—ও ॥

ওরে আইজ আইতে তোমার পেমে
ভাসাইন্ মাতা,
ওরে বিচ্ছেদ পেমের তীর
বুকোত্ অইলো মোর গাতা—ও ॥

ওরে সেই না তীরের গোড়া দিয়া
এই না অক্তো পড়ে,
সেই অক্তের কালি বানে[৩০]
ন্যাকিয়া দিন্ তারে—ও ॥

ওরে খালি ধড় নিয়া যাই
পাতালো নগোরে,

মোন পান অইলো এতেই
তোমারো ভেতোরে—ও ।।

যদিকেল তুমি পানের নাত
পাতালোতে যাইবে,
ওরে নেশ্চয় জানিবে তুমি
আমারে যে পাইবে—ও ।।

যদিকেল নাহি যাহো নাত
অহোংকার করিয়া,
তোমার লাগিয়া আমি
মরিমোঁ কান্‌দিয়া—ও ।।

তোমার লাগিয়া যদিকেল
আমি যাই মরি,
জেবোন বদের যতো পাপ
হইবে তোমারে—ও ।।

এইদ্যান ভাবে[৩১] ন্যাকিয়া পত্‌রো
পত্‌রের কল্লে খাম,
ওরে নীচোতে ন্যাকিয়া দিলো গো
ও মোর দারুণ বিদাতা
চাঁদোমণির নামো গো ।।

যায় যায় চাঁদমণি
ক্যাবোল ঘুরিয়া ঘুরিয়া চায়,
পিঁজরার পাকীর নাহান
ঘুরিয়া ব্যাড়ায়—ও ।।

যদিকেল চাঁদমণি মোর
এ্যাক পাও আগোত্‌ দ্যায়,
দুই পাও কইন্যা মোর
পাওচিয়া[৩২] যায়—ও ।।

চোউকের পানিতে কইন্যার
বুক ভিজিয়া যায়—ও ॥

কি কইরবে কান্দে কইন্যা
পান নাত বুলি,
ওটো ওটো ওটো নাত
দ্যাকো চক্ষু ম্যালি—ও ॥
তোরে ছাড়িয়া আমি
যাবারে না পারি—ও ॥

ভিজিল দ্যাকো পে'দনের শাড়ী
দুই চউকেরো জলে,
ওরে গলিয়া গ্যালো মুকতার মালা
পেমেরো আগুনে—ও ॥

ওরে এ্যাতো দুক্কো হইলো কইন্যা রে
তাতো নাহি ছাড়ে,
ওটো ওটো মোনচোরা
হাটো আমার সাতে—ও ॥

(হায় হায় হায় রে) সারা আইতে কান্দে কইন্যা
আশে আরো পাশে,
পুবোতে ডাকিল কুকিল গো (দারুণ বিদি)
আইত পোয়াও পোয়াও বুলি—ও ॥

শুনিয়া কুকিলের ডাক
কইন্যা ব্যাহুশেতে পড়ে,
আহা মোর পানের নাত
অইলেন ব্যাহুশে—ও ॥

মুই যদিকেল চলিয়া যাও' ৩৩
পাতালো নগোরে,
ঘাটা না পাইবে৩৪ বন্দু
যাইবেন কোন বা পতে—ও ॥

ওরে তবে দ্যাকো চাঁদমণি
ভাবে মোনে মোনে,
মুই যদিকেল চলি যাও বন্দ,
তুমি যাইবে ক্যামোনে—ও ॥

(হায় রে) বন্দর পাওতে
শাড়ীর সুতা যে বান্দিয়া,
ওরে যাবার নাগিলো কইন্যা
পাতালো বুলিয়া—ও ॥

ওরে আচিল দ্যাকো সেই না শাড়ী
এ্যাক সুতার তইয়ারী,
ওরে যতো দুরোত্ যায় কইন্যা
সুতা কোনা না যায় ছিড়ি—ও ॥

(হায় হায় রে) ওগোনীত হইলো রে কইন্যা
আপনার মহোলে,
পে'দনের কাপড়া কোনা
শ্যাষ হয়া গ্যালো—ও ॥

ওরে ওলোংগো[৩৫] হয়া কইন্যা
মন্দিরোতে গ্যালো,
দ্যাকিয়া দাসী বান্দীগণ
হাইস্পারে নাগিল—ও ॥

পে'দনের কাপড়া কোনা মা
কাঁইবেন হোস্কেয়া নিলো[৩৬],
চাঁদে বুজিকেল তোমার শাড়ী
হোসকেরায় আকিলো[৩৭]—ও ॥

এই কতা শুনিয়া কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে,
দাসীর ঘরে আগোত্ কতা
নাইগছে বলিবারে—ও ॥

শোনেক মা মোর পনচোদাসী
কয়া বুজাও তোরে,
আইজা আইতোত চলিয়া গেনু মা
চাঁদোক দ্যাকিবারে—ও ॥

ওরে চাঁদের অই ঠাকার[৩৮] নাচনীরা
ওপোহাস করিয়া,
মোর পেঁদনের কাপোড় কোন
আউটালো[৩৯] দিলো যে ফ্যালেয়া—ও ।

যাও যাও যাও দাসী
জনোনী মাওয়ের আগে,
নকো ট্যাকার শাড়ী দাসী
আনিয়া দেও বা মোকে—ও ॥

যকোন দাসী এই না কতা
আনীকো বলিলো,
মোনে মোনে অইনা রে আনী
ভাবিতে নাগিলো—ও ॥

আনান দিনো[৪০] খ্যালায় কইন্যা
আতারে পাতারে,
আইজ ক্যান বা নকো টাকার শাড়ী
চায় পিন্দিবারে—ও ॥

নউতোন শাড়ী পেন্দে চাঁদে
আরো অষ্টো অলোংকার,
ঘাটার দিকি চায়া অইলো
করিয়া শিংগার—ও ॥

কতোদিনে আইসপে দ্যাকো
যৈবোনের কান্ডারী,
ওরে নিজ হাতে তুলিয়া পানি
যৈবোনোত দিবে ঢালি—ও ॥

এই না পত্তে আইসপে রে মোর
এনা পানো রে সয়া,
তারে জইন্যে আইকচোঁ ভরি
নয়া গাচের গয়া—ও।।

ওরে পায় বা দিয়া দিচোঁরে ম্ুই
নিজের পেঁদনের শাড়ী,
কোনদিনে আসিয়া নাতো
ডালিম নিবে পাড়ি—ও।।

গাচের ডালিম মোর
ডগো মগো করে,
আসিয়া বন্দ্ পাড়ো ডালিম
মোনের আনোন্দে—ও।।

নয়া গাচের পানের আগা
হলপল হলপল[৪১] করে,
অই ধেয়ান নারীর যৈবোন
দিনে দিনে বাড়ে—ও।।

এই না ঘাটা দিয়া আইস্পে মোর
পানের পতি,
তোমার জন্যে আইকচোঁ মদ্
এ বোতোল ভরি—ও।।

দিনে আইতে কান্দে কইন্যা
ঘাটার দিকি তাকেয়া,
ওরে খাওয়া দাওয়া আরাম বিরাম
সউগে ছাড়িয়া—ও।।

সেঁদুর বয়োন[৪২] আছিল কইন্যা
হইল্দা বয়োন হইলো,

শরীল শ্রকিয়া কইন্যার
কাটের খেরান হইলো— ও ॥

ওরে তাতো দ্যাকো না ছাড়ে কইন্যা
ইরানেরো আশা,
বাপো মায়ে দ্যাকিয়া ক্যাবোল
হইলো উতেলা— ও ॥

কতোমোতে কয় কইন্যাক
ভাই না কয় কোন বাণী
ভোকোতে না খায় ভাত
টিয়াসোতে[৪৩] না খায় পানি— ও ॥

দ্রই চোউক হইলো কইন্যার
ঘোলা রে বরোন,
কানে না শোনে কইন্যা
পাগলীগ্রলার মোতোন— ও ॥

মাতার চ্রল হইলো
আউলা ঝাউলা কইন্যার
কোন গয়না না পেন্দে,
দাসীর ঘরোক ধরিয়া কইন্যায়
দিনে আইতে মারে— ও ॥

এ্যালা দ্যাকো এইগ্রলা কতা
অইলো ভালে ভালে,
দ্যাকো যে ইরান কুমারে
কোন বা কামো করে— ও ॥

ওরে শ্রতি অইলো ইরান কুমার
ব্যাহ্রশোতে পড়িয়া
আইলো গর্রর আকেয়াল[৪৪]
গর্রর পাল ধরিয়া— ও ॥

যকোন কালে আইলো আকোয়াল
গয়ুর পাল ধরিয়া,
দ্যাকে তামরা[৪৫] ইরান কুমার
ব্যাহুশোতে পড়িয়া—ও ॥

(হায় রে হায়) পাওয়োতে অইনা রে সুতা
আকোয়ালে ছিড়িয়া ফ্যালাইলো,
পেশ্চিত করিয়া আকোয়াল
ও আকোয়াল ক্যাবোল গোচাইতে নাগিল—ও ॥

যকোনে টানিলো সুতা
আকোয়াল সকলে
পাতাল হাতে চাঁদমণি কইন্যা
তাক পাইলো জানিবারে—ও ॥

ওরে আইসপার নাইগচে বন্দু আমার
এই সুতা ধরিয়া,
টাইনবার নাইগচে সেই জন্যে সুতা
আইসপার বুলিয়া[৪৬] ॥

যতো টানে ততই কইন্যা
ঢিলা ভালা দিলো,
এ্যাকে এ্যাকে সউগ সুতা
আকোয়ালে গোচাইলো—ও ॥

(হায় রে হায়) বিদ্যায় হইয়া গ্যালো আকোয়াল
আপোনারো ঘরে,
হ্যান সোমে উটিয়া ইরান গো
ও মোর বাচা ডাইনে বাঁয়ে দ্যাকে—ও ॥

না দ্যাকিয়া কইন্যাক তাই
ভাবিতে নাগিলো—ও ॥

হ্যান কালে পত্রো এ্যাক
সামনোতে দ্যাকিলো,

তখনে তকনে সেই না পত্‌রো
হাতোত্‌ তুলিয়া নিলো—ও ।।

ওরে চউকের পানি মুছিয়া ইরান
পড়ে মোনে মোনে,
পাতাল নগোরোত্‌ কইন্যা
চাঁদমণি নাম ধরে—ও ।।

ক্যামোন করি যাইম মুই
পাতালো নগরে,
কোন্‌ বা পত্‌ দিয়া কইন্যা
যাওয়া আইসা করে—ও ।।

ওরে যকোনে দ্যাকিলো কুমার
আসমানের ওই পতে
ওরে আইতের ব্যালা চাঁদ দ্যাকি
হায় হায় হায় হায় করে—ও ।।

আহা রে মোর চাঁদমণি কইন্যা
নিদয় হইয়া,
আসমানোতে গেইলেন কইন্যা
আমারে ছাড়িয়া—ও ।।

নইক্কো[৪১] করি চাঁদের মাজোত্‌
ছবি এ্যাকো দ্যাকে,
সেই ছবি দ্যাকিয়া ইরান
মোনে মোনে ভাবে—ও ।।

জষ্টিক আষাঢ় মাসে
আইত দোপর কালে,
দেওয়াতে করিয়া ম্যাগ
নাইগচে ডাকিবারে—ও ।।

আছিলো শুতিয়া ইরান
মহেলেরো মাঝে,

শুনিয়া দেওয়ার ডাক
বাইর হয়া আইসে—ও ॥

ক্যানে কইন্যা ডাকান তুমি
আউটালোত্[৪৮] থাকিয়া,
বিদ্যায় দ্যাহো মা জনোনী
যাঁও মুই চলিয়া—ও ॥

মাও জনোনী ডাকিয়া কয়
শোন বাচাধন,
দেওয়ার ডাক শুনিয়া ক্যাবোল
হইলে উচাটন—ও ॥

কোন কইন্যায় ডাকায় তোমাক
কোন বা নামো ধরে,
সরগো পুরোত্ থাকে কইন্যা
কোন্ বা মাইনষে বলে—ও ॥

ওরে কতো মোতে বুজায় জনোনী
ওরে বুজ নাহি মানে,
ওরে বিদ্যায় করো যাঁও মুই
অই না সরগোপুরে—ও ॥

(হায় হায় রে) খানিক বাদে দেওয়া যকোন
চেলোক মারিলো,
ওরে তাক দ্যাকি ইয়ান কুমার
হাইস্পারে[৪৯] নাগিলো—ও ॥

ওরে দোন হাত চোকিয়া কইন্যাক
আইসো আইসো বলে,
ওরে দয়া করি ওই জাগাতে
তুলিয়া ন্যাও মোকে—ও ॥

এ্যাতো শয়োম হইলো কইন্যা
কি কইম বা তোকে,

এ্যাকবার দ্যাকা দিয়া কইন্যা
কনটই অলু[৪০] পলে[৪১] —ও ।

দ্যাকো দ্যাকো মাও জনোনী
আসমানের দিকি চায়া,
দ্যাকা দিয়া তোমার বউ অইলো
শরোমো করিয়া—ও ॥

ঝুপ ঝুপ করে পড়ে ঝরি
কুল কুল করিয়া,
ইয়ানে কয় কইন্যা আইস্‌পার নাইগ্‌চে
দরোদ করিয়া—ও ॥

পাও ধোয়া দিবার নাইগচে কইন্যায়
আসমানোত্‌ থাকিয়া,
সেই পানি পইড়বার নাইগচে মাগো
দ্যাকেক দুই চোউক ম্যালিয়া—ও ॥

এইদ্যান করি আইত গ্যালো
উটিল সুজ্জোমণি,
ওরে না দেইকপার পায়া কইন্যাকে তাই
কান্‌দে যে ভকোনি—ও ॥

বিদ্যায় দ্যাহো মাও জনোনী গো
বিদ্যায় দ্যাহো মোরে,
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

এই দ্যাকা শ্যাষ দ্যাকা মা
দ্যাকা হইলো মায় আর ব্যাটাতে ॥
(হায় হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

হায়াতে যদিকেল বাঁচি থাকো মা
দ্যাকা এ্যাকদিন পাইবে,
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

এ্যালা মুই যাবার চাঁও মা
অই না সরগোপুরে ।।
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

থাকেন থাকেন মাও জনোনী গো
বুক্কোত্ পাষাণ দিয়া,
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

মুই মইলে ক্যামোন করি মা
থাকপু তুই ভুলিয়া ।।
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

কান্দি কান্দি মা দুক্কিনী
বাচার আগোত্ বলে,
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

আশ পশ্শী বুজায় তারে
ব.সয়া বোগোলে রে ।।
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

এইদ্যান ছাওয়া মরে যদি মা
চউকেরো সামোনে,
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

ক্যামোন করি বাইচপেন তুমি
এই না ব্যাটার শোকে ।।
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

বিদ্যাশোতে গেইলে বাচা
এনা আশা থাকে,
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

আইজ আইসপে কাইল আইসপে মা
দিন বা খাটিরায় যাবে ।।
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

এইদ্যান ভাবে কানদিয়া আনী
বিদ্যায় ভাজা দিলো,
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)

সরগোপুরোত্ বাবার জন্যে বাচা
সাজিরায় তইয়ার হইলো ।।
(রে আরে হায়)

ওরে দিনে আইতে কার বাচা
আরাম নাই যে করে,
(রে আরে হায়)

ওরে ভোক নাইগলে গাছের পাতা
চাবেয়া যে খায় ।।
(রে আরে হায়)

ওরে দিনে আইতে আরাম ছাড়িয়া
হাঁটিয়া না যায় রে
(রে আরে হায়)

ওপোনীত্ হইলো রে বাচা
কল দরিয়ার ধারে রে ।।
(রে আরে হায়)

ওরে যকোন কালে[১১] কলের দরিয়া
পাইলো দ্যাকিবারে,
চাঁদমণি বুলিয়া রে ইয়ান
নাগিলো কান্দিতে রে ।।
(রে আরে হায়)
আহা রে মোর
উপের চাঁদমণি কইন্যা গো ।।

ওরে পেম করিয়া অইলেন কইন্যা
আসমানোত্ ভুলিয়া,
তোমার জন্যে ব্যাড়াও[১] মুই
কান্দিয়া কান্দিয়া রে ।।

ওরে এ্যাকে তো কলের দরিয়া
মউজম নাই তার ঘাটে,
হাজার হাজার হাংগোর কুমির
জস্‌লাত জস্‌লাত করি ভাসে রে ।।

ওরে পীরিতি করিয়া কইন্যা,
ছাড়িয়া গেইলেন মোরে,
আকিয়া গেইলেন অইনা রে কইন্যা
দারুণ যমের হাতে রে ।।

আইসো আইসো আইসো রে কইন্যা
উদ্ধের করো মোরে,
তুমি বিনে এই জগোতোত
কাইবেন আর মোর আচে রে ।।

ওরে চাষী নোকে য্যামোন আবাদ করে
ওরে জ্যাট মাসে কইন্যা নয়া রে মাড়ে,
নয়া ধানের ভাত কইন্যা
খায় বা আনোন্দেতে রে ।।

নদীর বাতার ওরায় কইন্যা
নোলা শীষ ধরে,
পলোকোতে ভাংগে নদী
শীষে কি করে রে ।।

ওরে যতো আশা আচিল মোনোত্
কিচু না হইলো,
ওরে কলের দরিয়াত্ বুজিকেল
মরোণ হইবো রে ।।

এই না ভাবে গান কয় রে
কিনারোত্ বসিয়া,
সদোয় হইলো খোদা
ইরানের নাগিয়া রে ।
না কান্দেন না কান্দেন
মোর ইরান রে ।।

ওরে এলাহি কয় শোন জিবরিল
মুই বা বলো তোরে,

দুই ভাগ করিয়া দ্যাহো
অই না দরিয়ার পানি রে ।।

পাতাল নগোরোত্ নিবেন
চাঁদো কে সাজাইয়া,
পদ্মা দেখীক্ ন্যান তোমরা
সাজোন করিয়া রে ।।

দুনিয়া সাজে দ্যান খোয়াজ
দরিয়ারো নীচে,
যেন্ ইরান কুমার তাক্
না পারে ধরিতে রে ।।

দরিয়ার পানি অইনা রে খোয়াজ
নিলে সউগ টানিয়া,
ওরে ঘাটা এ্যাক সাজাইলো খোয়াজ
কলের দরিয়ায় রে ।
না কাইনদো না কাইনদো মোর ইরান রে ।।

সেই ঘাটা দিয়া ইরান
যায় রে চলিয়া,
ওরে মইদা নদীত্ যায়া দ্যাকে
খেয়াল করিয়া রে ।
না কাইনদো না কাইনদো মোর ইরান রে ।।

সোনার তক্তো উপার পায়া
সোনার ডালি শান,
তার ওপরোতে বসি আছে কইন্যা
করিয়া শিংগার রে ।
আহা রে মোর চাঁদমণি কইন্যা রে ।।

ওরে যকোনে গেইলেন কুমার
কইন্যারো সামোনে,
চাঁদমণির উপ ধরিয়া কইন্যা

ছাপায় ভালা করে রে।
শোন শোন মোর পানের বন্‌দু রে।।

ক্যানে তুমি অইলেন বন্‌দু
পাতালো নগোরে,
না দ্যাকিয়া তোমার মুক
কান্‌দি জারে জারে রে।
শোন শোন মোর পানের বন্‌দু রে।।

এই না কতা শুনিয়ারে ইরান
হাসিয়া গালা ধরে,
নরোম মুকোতে কইন্যার
কতো চুমা খায়ো রে।
আহা রে মোর চাঁদমণি কইন্যা রে।।

পদ্মা দেবী কয় বা কতা
ইরানের আগোতে,
না দিবে পাওয়োত হাত মোর
কও' যে তোমারে—ও।।

ওরে যাহো যা'হা পানের বন্‌দু
দ্যাশোতে ফিরিয়া,
তোমার জন্যে কান্‌দো মুই
ঘাটাতে বসিয়া—ও।।

বাপো মাও আচে মোর
পাতালো নগোরে,
কাইলে তোমরা যাইবেন বন্‌দু
অভাগিনীর কোলে—ও।।

এই কতা কয়া পদ্মা
বিদ্যায় ভালা হইলো,
তাবাদে** দ্যাকো ইরান
ফিরিয়া চলিলো—ও।।

না যান না যান কইন্যা
এ্যাকলায় ফ্যালেয়া মোরে,
ওরে তুমি কইন্যা ছাড়িয়া গেইলে
কাই ভাকাইবে মোরে—ও ॥

ফিরিয়া যাবার নাগিলো ইরান
কান্দিয়া কান্দিয়া,
নিজের মন্দিরোত্ ইরান
পঁচিলো আসিয়া—ও ॥

আমাবইস্যা আইত ভাই
আছিল অন্দোকার,
তিনদিন ভক নাহি হয়
চাঁদের ওদোয়**—ও ॥

জাইনবার পাইলে ইরান কুমার
আপনারো মোনে,
নেশ্চয় গেইচে কইন্যা
পাতালো নগোরে—ও ॥

আন্‌চিল কিস্মতি এ্যাক
গালার চন্দ্রহার,
সেই হার হাতোত্ নিয়া ইরান
উট্‌কিয়া ব্যাড়ায়—ও ॥

(ওকি ইরান হায় রে হায়)
এই বলিয়া ঘোরে ইরান
জংগোলে জংগোলে রে ॥

এ্যালা দ্যাকো ইরান কুমার
কোন বা কামো করে,
কইন্যা কইন্যা বলিয়া ইরান
নাইগ্‌চে কান্দিবারে—ও ॥

এইদ্যান ভাবে কত্‌পাদিন°°
গতো হয়া গ্যালো,
দ্যাকোনা তায়োশা পরদা
এলাহি করিলো—ও ॥

ওরে এ্যাকদিন দ্যাকো ইরান কুমার
জংগোলোতে গ্যালো,
ওরে কইন্যার কতা মোনোত্‌ তুলিয়া ইরান
ভাবিতে নাগিলো—ও ॥

হাতে মালা নিয়া রে ইরান
ভাবে মোনে মোনে,
ওপোরোত আচিলো চিলা
পাইলো দ্যাকিবারে—ও ॥

ঝলমল করে মালা
দ্যাকিতে বাহার,
ছোঁ মারি নিলো তাই মালা
কি কেন বলিবো—ও ॥

(হায় হায় রে) বকোনে নিলো মালা
চিলায় যে কাড়িয়া,
হায় হায় করিয়া ইরান গো
ও ইরান পড়িলো টলিয়া—ও ॥

আর কতেকদ্যুর হাতে ইরান
আর কতেকদ্যুর গ্যালো,
চিলায় পাওতে ইরান
নজোরে দ্যাকিলো—ও ॥

কনটেই হাতে এ্যাক চিল আসিয়া
জড়াজড়ি করে,
নীচোতে আসি পড়িল সেই মালা
কাই দ্যরিবার পারে—ও ॥

যে জাগাত্ পড়িলো মালা
জইম্‌নের ওপোরে,
সেই জাগাতে দ্যাকো মালায়
কিবা কামো করে—ও॥

(হায় হায় রে) দশো গজ মুক এ্যাকো
খাইল রে করিয়া,
এ্যাক দোমে গ্যালো মালা
পাতালো বুলিয়া—ও॥
এ্যাক দোমে গ্যালো মালা গো॥

পাগলাগুলার নাহান হয়া ইরান গো
ক্যাবোল যায় ধেরে ধেরে,
দ্যাকিতে পাইলে ইরান গো
ক্যাবোল খাইলো যে আগে।
দ্যাকিতে পাইলো ইরান গো॥

আচিলো কেশ্মোতি মালা
বিজলি আছিল তার সাতে,
ওরে খাইল দিয়া বারায় উপ গো
ক্যাবোল পাইল দ্যাকিবারে।
গাইল[৩৬] দিয়া বারায় উপ গো॥

তাকে দ্যাকিয়া ইরান কুমার
ভাবে মোনে মোনে,
এই খাইলোতে আচে মালা গো
ক্যাবোল পান্ জানিবারে।
এই খাইলোতে আচে মালা গো॥

বিচমিল্লা বুলিয়া ইরান
পাও বা বাড়েয়া দিলো,
চাঁদমণি বুলি কুমার গো
ক্যাবোল যাবারে নাগিলো।
চাঁদমণি বুলিয়া কুমার গো॥

খানিক যায়া ইরান কুমারের
মালুম যে হইলো,
জইম্‌নোতে পাও তার গো
ক্যাবোল ঠেকিয়ায় না প্যালো।
জইম্‌নোতে পাও তার গো ॥

নজোর করিয়া ইরান
ক্যাবোল দ্যাকে চাইরো পাকে,
পোরকাণ্ড ময়দান এ্যাকো গো
ক্যাবোল ঝলমল ঝলমল করে।
পোরকাণ্ড ময়দান এ্যাকো গো ॥

ওরে খুশী হয়া যায় দ্যাকো ইরান
চাঁদোমণি বুলিয়া,
অচম্বিতে উঠিলো ধুমা গো
ক্যাবোল দ্যাকে তাঁই চাহিয়া।
অচম্বিতে উটিলো ধুমা গো ॥

ওরে দ্যাকিয়া ময়দানের ধুমা
ইরান ভাবে মোনে মোনে,
হইলো আঁদার ক্যাবোল গো
চউকে নাহি দ্যাকে।
হইলো আঁদার ক্যাবোল গো ॥

পায়ের ঠারে যাবার নাগিলো ইরান
কইন্যা কইন্যা বুলে,
আহা রে মোর চাঁদমণি কইন্যা রে ॥

ওরে দিনে আইতে যায় ইরান
আরাম নাই যে করে,
কতোক্ষেণে পাবো কইন্যা গো
ক্যাবোল বসিবো তার কাচে।
কতোক্ষেণে পাবো কইন্যা গো ॥

হ্যান কালে দ্যাকে ইরাম
　　নজোর করিয়া,
দুই বাগ আছে ক্যাবোল গো
　　পন্ড থিয়াও দিয়া,
দুই বাগ্ আছে ক্যাবোল গো ॥

ওরে বাগ দ্যাকি দ্যাকো ইরান
　　মোনোতে পায় রে ভয়,
কমোর হাতে[৫৭] হিরার ধার গো
　　ক্যাবোল খুলিয়া হাতোত্ ন্যায় ।
কমোর হাতে হিরার ধার গো ॥

ওরে হা করিয়া আইসে বাগ
　　কুমারোক খাইতে
হাতের ছোরা ফ্যালে দিয়া গো
　　ক্যাবোল বইসে তারো মুকে,
　　হাতের ছোরা ফ্যালে দিয়া গো ॥

আহা রে চাঁদমণি কইন্যা
　　তোমারো নাগিয়া,
পাতালোত্ আসিয়া মরোঁ মুই গো
　　দ্যাকোনা আসিয়া,
পাতালোত্ আসিয়া মরোঁ মুই গো ॥

চাঁদমণির নাম বাগ
　　মকোনে শুনিলো,
না খায়া বাগে ক্যাবোল গো
　　ক্যাবোল ভাবিতে নাগিলো,
　　না খায়া বাগে ক্যাবোল গো ॥

আচিলো বাদুর বাগ
　　কইন্যারো পহোরা,
মাইনষের পেয়ে ক্যাবোল গো

হইচে তাই উতলা,
মাইন্‌ষের পেমে ক্যাবোল গো ।।

আগোতে জানিলো বাগে
কইন্যার ইশারা,
ওরে ইয়াকে মারিলো ক্যাবোল গো
কইন্যা জেবনে যাইবে মারা,
ওরে ইয়াকে মারিলো ক্যাবোল গো ।।

এই না ভাবে দ্যাকো বাগ
বেলোম নাই যে করে,
হাজ্‌র করি দেমোঁ বাগোগ গো
বসোমতির আগে,
হাজ্‌র করি দেমোঁ বাগোগ গো ।।

ওরে এই না ভাবে দ্যাকো বাগ
গন্ডিজয়ায় ওটে,
তিনোঁ নাপে[৫৮] গ্যালো বাগ গো
বসোমতির আগে,
তিনোঁ নাপে গ্যালো বাগ গো ।।

ওরে বসি আচিল বসোমতি
সোনারো আসনে,
ওরে ডাইনে বাঁয়ে কতো দাসী
হাওয়া কইর্‌বার নাইগ্‌চে—ও ।।

শোনেক্‌ শোনেক্‌ বসোমতি মা গো
কয়া বুজাও' তোরে,
এই নাগোরোক নিয়া যাইম
চাঁদোমণির আগোত্‌ গো ।।

যক্‌নে দ্যাকিলো বসোমতি
ইরানেরো তরে,

এস্কের আইগ্নোতে বুড়ী গো
ক্যাবোল নাইগ্চে জ্বলিবারে—ও ॥

(হায় হায় হায় রে) ক্যানে যে আনিলে নাগোর
আমারো যে আগে,
এ্যাকবার দেইক্লে নাগোরোক্
গাও এস্কের আইগনোত্ জ্বলে—ও ॥

তিন কাল গেইচে মোর
হাসিয়া হাসিয়া,
শ্যাষ কালোত্ পেমের আগুন
ওটে যে জ্বলিয়া—ও ॥

ওরে আইসো রে অসিক নাগোর
হও মোর ফুলের ভোমোর,
ফুলের মদ্ খাও তুমি
ফুলের মাজে বসি—ও ॥

না দেইম তোক চাঁদমণির আগে
সোয়ামী করিম তোরে,
না দেইক্লে তোমার মুক
বাঁচিবো ক্যামোনে—ও ॥

এই কতা যকোন দাসী
শুনিতে পাইলো,
নজ্জা পায়া সগলে দ্যাকো
মুক যে ঢাকিলো—ও ॥

নিয়া গ্যালো তকনে তারে
মহলেরো মাজে,
কাইদব্যার নাগলো ইরান হায় হায় করে
আহা দারুণ বিদাতা এই আচিলো কপালে—ও ॥

তবে দ্যাকো বসো রে মতি
কোন বা কামো করে,
(আরে বল)

ওরে নানা ধেরান কাপড়া পিন্দিয়া
শিংগার ভালা করে।।
(আরে বল)

ওরে আগে পেন্‌দে ঢাকাই রে শাড়ী
মাতাত্‌ বান্‌দে ফিতা,
(আরে বল

ছ্যান্ডো জুতা পাওয়োত্‌ দিয়া
বুড়ী গয়না ভালা পেনে্‌দে রে।।
(আরে বল)

গোলাপী পানের খিলি ক্যাবোল
সাজোন করিয়া নিলো রে,
(আরে বল)

ডাইন হাতোত্‌ পানের বাটা
বাঁও হাতোত্‌ হুকা নিলো রে।।
(আরে বল)

নাইচ্‌তে নাইচ্‌তে খাবার নাগিলো বুড়ী
ইরানেরো আগোত করে,
(আরে বল)

পানের বাটা হাতে পান
ইরানের মুকোত তুলিয়া দিলো রে।।
(আরে বল)

ইরানে না খায় পান
ব্যাজার হয়া অইলো রে।
(আরে বল)

তাক দ্যাকিয়া নাটকি বুড়ি
কবার যে নাগিলো রে॥
(আরে বল)

বুজিকেল তুমি ওহে নাগোর
মোকে ভালো না বাসিলে রে,
(আরে বল)

মোর ধরোন সোন্দরী বেটি ছাওয়া
পিতিম কাইবেন আচে রে[১২]॥
(আরে বল)

এই কতা শুনিয়া ইরান
ভাবে মোনে মোনে,
বুজিকেল বুড়ী সতীয়ানা
না আকিবে মোরে রে॥
(আরে বল)

চাঁদমণি কাচোত্ না পাইলে
কারো গায়োত্ না দেবো হাতো রে,
(আরে বল)

এই কতা খেলাপ করিয়া
বুড়ির সাতে মজিমো ক্যামোনে রে॥
(আরে বল)

পাওয়োত পড়িয়া কান্দে ইরান
তুমি মোক ছাড়ো রে,
(আরে বল)

কিড়া কাড়িয়া হইচো বাইর
কও যে তোমারে রে॥
(আরে বল)

চাঁদমণিক পাইলে কাচে
তোমাক সাতে নিয়া যামো রে,
(আরে বল)

এই কতা শ্ুনিয়া ব্ুড়ী
গজ্জিয়ায় উটিলো রে।।
(আরে বল)

ধরিয়া ইরানের হাতো
ব্ুড়ী এ যাদ্ু করিলো রে,
(আরে বল)

মোহোনী করিয়া নাকের সোনা
বানেয়া নিলো রে।
(আরে বল)

মোন্তোরো পড়িয়া ফুকোরো দিলো
ইরান কাইপ্তে নাগলো রে।
(আরে বল)

কাইপ্তে কাইপ্তে দ্যাকো ইরান
নাকের সোনা হইলো রে।।
(আরে বল)

সেই না সোনা নিয়া রে ব্ুড়ী
নাকোত্ তুলিয়া নিলো রে।
(আরে বল)

দিনোতে আকে রে সোনা
নাকোতে ভরিয়া রে।
(আরে বল)

আইতোতে মান্ুষ করিয়া রে
ব্ুজায় পাওয়ো ধরিয়া রে।
(আরে বল)

এই না ভাবে কান্দে ইরান রে
অই না বুড়ীর নাকে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

বাপ ছাড়িনু মাও ছাড়িনু রে
আল্লা ছাড়িনু মাও ভাই।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

আর কতোদিন থাকিম মুই রে
আল্লা অই না বুড়ীর নাকে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

দয়া করো মাবুদ মওলা গো
ও আল্লা এই অদমের তরে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

য্যামোন করিলেন দয়া গো
যাকেরিয়া নবীর তরে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

ওরে বিনা দোষে চিরলেন আল্লা গো
এনা করাটে ফ্যালেয়া।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

ওরে তাতো নাই ভুলি যায় তাই
আল্লা তোমারো নাম নিতে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

অইদ্যান করি করো অউক্কা গো
ও আল্লা ইরানেরো তরে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

কন্‌টেই অইলো চাঁদমণি কইন্যা গো
কইন্যা আমারে ভুলিয়া
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

ওরে ঢুলবার কতা তোমার গালাত্‌ গো
এ্যালা ঢোলো বুড়ীর নাকে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

এইদ্যান করি কান্‌দে ইরান
সোনা উপা হয়া।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

আল্লা কয় শোন রে জিবরিল
যাও বা বুড়ীর ঘরে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

ওরে কাইদব্যার নাইগ্‌চে ইরান কুমার
না পাও' সহিবারে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

হুকুম পায়া যায় জিবরিল রে
অই না বুড়ীর ঘরে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

ওরে সোন্‌দোর এ্যাক ময়না পাখীর উপরে
জিবরিল ধারোন করিয়ায় নিলে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

এই বুলিয়া দ্যাকো জিবরিল
ময়নার উপো ধরে।
বাও ভরে যায় ময়না
অই না বুড়ীর আগে—ও।।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

মধুর সুরে কয় কথা
যেন মধু মাকারে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

শোনো শোনো অই না রে বুড়ী
জবান শোনো মোরে রে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

এ্যাক আজায় পালিচেলো দ্যাকো
হতোভাগার তরে রে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

আল্লারো হুকুমে না আজা
মরিয়ায় না গ্যালো রে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

সেইদিন হাতে মোরো খোরাক
কমিয়ায় না গেল রে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

প্যাটের ভোকোতে বাইর হয়া
ঘোরো দ্যাশে দ্যাশেরে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

আইজ হাতে থাকিম মাগো
তোমারো না ঘরে রে।
(ও কি হায় মোর আল্লা হায় হায়)

হায় হায় রে মোর দীননাত
দীনোনাতের মহিমা মুই
না পাঁও বুজিবারে—ও।।

পাকীটি পালেন বুড়ী
আদরেরো সাতে,

দিনে আইতে ভাবে পাকী গো
ক্যাবোল ইরানেরো শোকে,
দিনে আইতে ভাবে পাকী গো ।।

যকোন শোতে বুড়ী
ইরানোক যে নিয়া,
দুইজোনের বুক দিয়া ময়না
ব্যাড়ায় হাঁটিয়া—ও ।।

এক আইতে শুতিল বুড়ী
ইরানোক মানুষ করিয়া,
ওরে অদ্দেক আইতোত্ নিঁদ আইসে বুড়ী
কান্দিয়া কান্দিয়া—ও ।।

ওরে আইত শ্যাষে ন্যাকো ময়না
উটিলো জাগিয়া,
ইরানেরো তরে কয়
বিনয় করিয়া—ও ।।

যাও যাও ওরে ইরান
এই দ্যাশ ছাড়িয়া,
যেটেই আচে চাঁদোমণি কইন্যা
ন্যাহোনা উটকিয়া—ও ।।

তোর বদলে থাকোঁ মুই
তোর উপ ধারোন করিয়া,
বাইচপার যদিকেল চাও বাবা
যাহোনা পলেয়া—ও ।।

এই কতা কয় ময়না
বেলোম নাই যে করে,
ইরানের উপ ধরি পাকী গো
শোতে বুড়ী কাচে—ও ।।

তা দ্যাকিয়া ইরান কুমার
কান্দে জারে জারে,
দুই পাও দ্যাকো ইরানে
ব্যাড়িয়ায় না ধরে—ও ॥

ওরে কাঁইবেন হও তুমি
পরিচয় দ্যাহো মোরে,
ক্যানে বা এ্যামোন দয়া
কইরলেন আমারে গো ॥

এ্যাকে তো কইন্যার শোকোতে
কইলজা যায় ফাটিয়া,
কনটই অইলেন চাঁদমণি কইন্যা
দ্যাকা দেও আসিয়া—ও ॥

ওরে জিবরিল হইলো মোর নাম
কনু যে তোমারে,
তিন মাস বাদে পাইবেন কইন্যা
পচ্ছিমো মুল্লুকে—ও ॥

এই কতা শুনিয়া ইরান
ভাবে মোনে মোনে,
না ছাড়িম জিবরিলোক মুই
যা আচে কপালে—ও ॥

তুমি কও ছাড়ো ছাড়ো
আমি না ছাড়িবো,
দুই পায়ের নেপুর হয়া
পড়িয়া থাকিমো—ও ॥

ওরে এই কতা শুনিয়া জিবরিলের
দয়া হইলো মোনে,
ধরিয়া ইরানের হাত
বায় বা উড়ান দিয়া—ও ॥

ওপোনীত হইল রে জিবরিল
খোরশান শওরে,
দ্যাকিয়া শওরের ঠাট
ক্যাবোল হায় হায় করে—ও ।।

থাকো তুমি এই জাগাত্ ইরান
ম্ুই বা যাও চলিয়া,
এলাহির হ্ুকুম নাই
শোন মোন দিয়া—ও ।।

কি বেন করে ইরান কুমারে
কান্দিয়া কান্দিয়া,
দ্ুই পাওয়োত্ চুমা খায়া
দিলো বিদ্যায় করিয়া—ও ।।

(হায় রে) দিনে আইতে হাঁটে ইরান
বেলোম নাই যে করে,
চাঁদমণি কইন্যার কতা
শ্ুনি ন্যাও সক্কলে—ও ।।

পাগলী হইচে কইন্যা
ইরানের নাগিয়া,
নোহার মোণ্ডব** ঘরোত আইক্চে
বন্দো যে করিয়া—ও ।।

দানাপানি না খায় কইন্যা
ইরানেরো শোকে,
মোন পান আছে মোর
ইরানের ভেতোরে—ও ।।

তাকে না ছাড়িয়া এ্যাকলায়
দানাপানি না খাবো,
না পাও যদিকেল সেই জোনোক
কান্দিয়া মরিবো—ও ।।

কি কইরবে মোর বাপো মাও
কি কইরবে ভাই বইনে,
ভামরা[৬১] কি আমার জেবোনে
শান্তি দিবার পারে—ও ॥

ওরে দ্যাকি দ্যাকি মোনে নাগে
একি ওগ্ হইলো,
সপ্নোতে দ্যাকো তারে
জাগাত্ ক্যানে না আইলো—ও ॥

ওরে তার দিকি দেইক্তে দেইক্তে
মোর দুই চউক হইল ঘোলা,
কোনদিন আসিয়া মোর
যৈবোনোত্ কইরবে ম্যালা—ও ॥

এই বুলিয়া কান্দে কইন্যা
বন্দো খ্যানা ঘরে,
দ্যাকো ইতি দুষ্টা বাপে
কোন বা কামো করে—ও ॥

ওরে শোনেক শোনেক পানের দেওয়ান
মুই বলো তোমারে,
যে জনে পাইবে কইন্যা
ভালো করিয়া দিতে—ও ॥

ওরে আইজ্জের অদ্দেক দেইম তাক
আরো দেইম সিংগাসন,
তাই হইবে তক্তের আজা
মুই হইম তার দেওয়ান—ও ॥

এই না কতা বকোন আজা
সগ্গইর কানোত্ দিলো,

কয়াদ খ্যানাত থাকিয়া কইনা
সউগ শুনিবের পাইলো—ও ॥

আহা রে এস্‌কেরো জোর
কাই বুজিবের পারে,
ওরে ইরান ইরান বুলিয়া কইন্যা
নাইগ্‌চে কান্‌দিবারে—ও ॥

ওরে অদিক যে হইলো পাগলী
বাপের কতা রে শুনিয়া,
ওরে হুকুম দিলো আয় বাহাদুর
গোস্বাতে জ্বলিয়া রে।
(আরে বল)

যেটেই পাইবেন ইরান কুমারোক
সাত খন্‌ডো করি কাটোরে !
(আরে বল)

এই না হুকুম শুনিয়া রে কইন্যা
জ্বলিয়ায় উঠিলো,
ধরিয়া নোহার জিন্‌জির
ছিড়িয়া ফ্যালাইলো – ও।
(আরে বল)

ইরানেরো মহোব্‌বোতে
কইল্‌জা হুস্‌কিয়া গ্যালো রে !
(আরে বল)

হাত পাওয়োত্‌ আছিল যতো বাঁদোন
ছিড়িয়া ফ্যালাইলা রে
(আরে বল)

ইরানেরো নামো নিয়া
কপালোত্‌ হাতো দিলো,

ছিড়িয়া নোহার কপাট
দুয়োত ফ্যালেয়া দিলো।
(আরে বল)

ওরে পাগলীগুলোর ভ্যাসে রে কইন্যা
বাইর হয়া গ্যালো রে।
(আরে বল)

ঘাটায় ঘাটায় ব্যাড়ায় রে কইন্যা
হুশহারা হয়া রে।
(আরে বল)

ওরে পাগলীর ভ্যাসে কইন্যা
বাহির হয়া গেল রে—।
(আরে বল)

হাটে ঘাটে ব্যাড়াবার নাগিল কইন্যা
মাতোয়ালা হয়া রে।
(আরে বল)

এইদ্যান দ্যাকিয়া[৬২] আয় বাহাদুর
বাড়ীতে আনিল রে।
(আরে বল)

বিশজোন সুয়ো[৬৩] দিনে আইতে
পহোরাত আকিল রে।
(আরে বল)

কাচারী ঘরোত আকে[৬৪] কইন্যাক্
আজার চোউকেরো সামনোতে রে।
(আরে বল)

দিনে দিনে দ্যাকো সোনার শরীল[৬৫]
শুকপারে[৬৬] নাগিল রে।
(আরে বল)

বেটির ভাব দ্যাকিয়া রে আজা
গোস্বাতে জ্বলিয়া উটিল রে।
(আরে বল)

ওরে দেওয়ানোক ডাকেয়া।[৬৭] কতা
কবারো নাগিল রে।[৬৮]
(আরে বল)

যাও যাও পানের দেওয়ান
ময়দানের ওপোরে রে।
(আরে বল)

যেটেই[৬৯] পাইবেন ইরান রে কুমার
তার মাতা কাটিয়া আনো রে।
(আরে বল)

এই কতা শুনিয়া দেওয়ান
বেলোম না করিল রে।
(আরে বল)

শওরে শওরে ঢোলাই
নাইগ্‌ছে করিবারে রে।
(আরে বল)

এই না কতা যকোন রে কইন্যা
পাইলো শুনিবারে রে।
(আরে বল)

সোয়ামী সোয়ামী বুলিয়ারে[৭০] কইন্যা
বেলোম নাই যে করে রে।
(আরে বল)

বাপের সামোন হাতে রে কইন্যা
নাইগ্‌ছে দউড়াইবারে রে।
(আরে বল)

ম্যালা মাইনষে[১১] ধরে কইন্যা
এ্যাকজে নেও না পায় তাক আটকাইতে রে !
(আরে বল)

পাগলীওলার ভ্যাসে কইন্যা
ক্যারোল দউড়ায় দিনে আইতে রে।
(আরে বল)

তার পাচে দ্যাকো চাঁদমণি কইন্যা
কোন বা কান্নী করে রে।
(আরে বল)

ঝাড় জংগোল নদীরে নালা
নাইগচে উটকাইবারে[১২] রে।
(আরে বল)

খাড়া হয়া আচে ইরান রে কুমার
ময়দানো ওপোরে রে।
(আরে বল)

কাইদবার নাগিল কইন্যা ইরানের আগোত,
ধুলাতে নুটিয়া রে।
(আরে বল)

নিদয়া হইচে[১৩] বাপ মাও মোর
তোমাক মারিয়া ফ্যালাইবে রে।
(আরে বল)

এই না বুলিয়া হাতের আংগুট
কুমারের হাতোত্ দিলো রে।
(আরে বল)

সিংয়ের মইদোত্ হাজার বচোর
বস যারো হয়ো রে।
(আরে বল)

তারো না নাইয়োতে জল্মো
এই মহোরের হয়ো রে।
(আরে বল)

সেই মহোর ভাংগিয়া আংওট
বানেয়া ভালা নিচ রে।
(আরে বল)

দেও বা দানোব মানুষ জন্সে তোমাক
কেউ মাইরব্যারে না পাইবে রে।
(আরে বল)

অমোর হয়া সেই জন দ্যাকো
এই পৃথিমীত্[৭৪] থাইক্পো রে।
(আরে বল)

হাতোত্ নিয়া এই বা আংওট
আকো যতন করি রে।
(আরে বল)

এইগলা কয়া চাঁদমণি কইন্যা
বিদ্যায় ভালা হইলো রে।
(আরে বল)

দ্যাগদ্যাগিতে[৭৫] অসের কইন্যা
বিদ্যায় ভালা হইলো রে।
(আরে বল)

কইন্যার জন্যে অইনা রে ইরান
কাইদ্বারে নাগিল রে।
(আরে বল)

কাইদ্বার নাইগ্ছে ইরান কুমার গো
ক্যাবোল ময়দানো ওপোরে।
আহা রে চাঁদমণি কইন্যা গো
ও কইন্যা ছাড়িয়া গেইলেন মোরে।

না দ্যাকিয়া তোমার চাঁদমুক গো
ও কইন্যা না বাঁচিম জেবোনে।
কন্টই অইলেন[৭৬] অসের কইন্যা গো
কইন্যা দ্যাকা দ্যাও গো মোরে।

দ্যাকা দিয়া চলিয়া গেইলেন গো
ও কইন্যা না দ্যাকি তোমারে,
যমের হাতোত্ তুলিয়া দিলেন গো
ও কইন্যা কুনদিন বেন মোক ধরে।।

তোমার বাপো কালো জমো গো
ও কইন্যা আজরাইল হইল মোরে,
জেবোন থাইকতে[৭৭] এ্যাকবার কইন্যা গো
ও কইন্যা দ্যাকা দ্যাহো মোরে।।

এইদ্যান করিয়া কান্দে বা ইরান গো
তাই ব্যাহ্শেরো হালে,
বসিয়া আছিল[৭৮] বসো বা মতি গো
ও আল্লা পাইলো দ্যাকিবারে।।

সকা হইলো বসোমতি বুড়ী গো
ও বুড়ী যায় বা ধেরে ধেরে,
হাত ধরিয়া ইরান কুমারোক্ গো
বুড়ী তুলিয়া নিলো কোলে।।

না কাঁইদো না কাঁইদো বাচা গো
তোমার দুক্কো গ্যালো দূরে,
এ্যালায় সাজিয়া আইসো বা বাচা রে
ও বা দক্কিনদুরী ঘরে ॥

এই কতা শুনিয়া বা ইরান গো
বুড়ীর পাও বা ধরে,
মাও বা বুলি[৭৯] ডাকনু তোমাক
ব্যাটা হও' তোমারে ॥

দয়া করিয়া চাঁদমণি কইন্যার সাতে গো
হামাক দ্যাকা করিয়া দাও,
দ্যাকা করিয়া না দিলে কইন্যার সাতে গো
হামাক মারিয়া ফ্যালাও ॥

হাত ধরিয়া বসোমতি গো
কয় বা ধেরে ধেরে,
নিদয়া হইছে চাঁদমণির বাপ
তার দয়া নাই শরীলে ॥

তোমাকে মারি ফ্যালবার জন্যে বাচা গো
শওরত ঢোলাই করিয়া দিনো,
শওরর ভেতুরত যতো মানুষ গো
বাচা জাগিয়ায় উটিলো ॥

য্যামোন করিয়া মারিতে ইমেমোক গো
যাদু জাগাতু জাগিয়া ছিলো;
সেইদ্যান করিয়া মারিতে তোমাক গো
ও যাদু সপ্পাই[৮০] যে আসিলো ॥

তুমি যদিকেল মরেন যাদু গো
পাহালো নগোরে,

তোমার শোকোতে মাও বাপ তোমার গো
ও যাদু কান্দিয়া মরিবে॥

কিছুদিনো থাকো বা বাচা গো
ও বাচা অবাগিনীর ঘরে,
ঘরোত বসিয়া পাবু সেই কইন্যা
বাচা বলিনু তোমারে॥

এইদ্যান করিয়া বুড়ায় বুড়ী গো
ইরানেরো তরে,
না যান না যান দয়ার বাপধন গো
ও বাপধন বাড়ীরো বাহিরে॥

আল্লা চাহে আনিম কইন্যা গো
কিসের ভাবনা যেন তোমারে,
বাড়ীতে আকিয়া বুড়ী গো
বুড়ী যায় ইন্দ্রেরো শওরে।

আছিলো ছত্রিশ হাজার বেটি ছাওয়া
ক্যাবোল অই না বুড়ীর তাবে,
ব্যাটা ছাওয়া ভোলপার পায় তোমরা
চউকের ইশারাতে॥

এ্যাক্কেবারে ছত্রিশ হাজার বেটি ছাওয়া
ত্যানে সাজোন করে,
ইরানোক ঘিরিয়া সগলে
ক্যাবোল এনা নাচোন নাচে॥

কাতো ধেরান[৮১] কতো গানো গো
ক্যাবোল করে বা অংগে ঢংগে,
শরীর ধেরান উপ[৮২] হইলো সগলের
ক্যাবোল ঝলমল ঝলমল করে॥

এইদ্যান দ্যাকিয়া ইয়ান কুমার গো
চউক বা বন্দো করে,
চাঁদমণি ছাড়া এমারগুলার কাকো
সেদ্যান[৮৩] ভালো নাই রে লাগে।।

এইদ্যান দ্যাকিয়া কবার নাগল বুড়ী
এই নাগোরোক্ ভোলা নাইরে যারে,
তার পাচোতে সাজিল বুড়ী গো
ক্যাবোল যাবারে দ্যাবপুরে।।

দ্যাবপুরোত আচে বা কইন্যা এ্যাকো গো
এন্দ্রোজাল নামোঁ তারে,
মোহোনী করিয়া সেই কইন্যা গো
তাই ফেরেস্তা ভোলাবার পারে।।

অতোতে করিয়া ভর বুড়ী গো
ক্যাবোল যায় বা দ্যাবপুরে,
কতোদিনে গ্যালো বা বুড়ী গো
ক্যাবোল দ্যাবপুর শওরে।।

বসিয়া আচে এন্দ্রোজাল সোনদোরী গো
ক্যাবোল পাইলো দ্যাকিবারে,
ওরে এ্যাকবার যদিকেল হাসে সেই কইন্যা গো
ক্যাবোল দুগুদের বাপ্লোক ভোলে।।

দুইবের হাইসলে[৮৪] সেই কইন্যা গো
আশি বচ্চরের বুড়ী ভোলে,
ওরে তিনবের হাইসলে সেই কইন্যা গো
যুবোকের পরান ফাটে।।

চাঁদ সুরুজের নাহান সেই কইন্যা গো
খালি ঝলমল ঝলমল করে,

সরিষা পাটির শাড়ী বা কইন্যা গো
কইন্যা পরোনেতে পেন্‌দে ॥

সেই কইন্যার আগোত্‌ বা বুড়ী গো
বুড়ী কয় বা ধেরে ধেরে,
করিম মুই তোমার গোলামী গো
এই না বুড়া বয়সে ॥
ইরান বুলিয়া এ্যাক নাগোরোক্‌ গো
ভুলিয়া দ্যাওয়া নাইগুবে ॥

এই কথা বুলিয়া এন্‌দ্রোজাল গো
ক্যাবোল ভাবে মনে মনে,
বেটি ছাওয়া হয়া ব্যাটা ছাওয়াক ভোলা
কতো বড় কাম হবে ॥

ক্যামোন ব্যাটা ছাওয়া দ্যাকিয়া বুড়ীর গো
এই বয়সোত্‌ মোন ভোলে,
সাইজবের নাগিল[৮৫] এন্‌দ্রোজাল গো
দ্যাকো অন্তপুরের মাজে ॥

সরিষার পাটির শাড়ী কইন্যা গো
ক্যাবোল কমোর কষিয়া পেন্দে,
কোচ করিয়া শাড়ী দ্যাকো গো
ক্যাবোল কমোর জোকায় পেন্দে।
আঁচল এ্যাকখ্যান এশমি ফিতা গো
ওরে তার ওপরোতে বান্দে ॥

হীরার চুরি মোতির মালা গো
মাতাত্‌ সিতি পাটি দিলো,
পায় বা নেপুর দাতোত্‌ মিশি গো
চউকোত্‌ জোড়া ভুরু দিলো ॥

সাজ করিয়া এনদ্রোজাল পরী গো
হাতোত উমাল নিলো,
অতোত চড়িয়া এনদ্রোজাল দ্যাকো গো
বুড়ীর বাড়ীত আইলো ।।

নেরালা মনদির করিয়া গো
সেই বা ঘরোত গ্যালো,
সোনার তকতের ওপোরোত এনদ্রোজাল গো
চাপিয়ায় বসিলো।

হাসি মুক্কে দ্যাকো বা কইন্যা গো
চায়া সে আইলো,
গোন্দভর'[৮৬] পানের খিলি গো
বাটা ভরেয়া নিলো ।।

তার পাচোতে অই না বুড়ী গো
ঘরের দোরোত গ্যালো,
দ্যাকিয়া এনদ্রোজাল বুড়ীক গো
বুড়ী আকুল হয়া গ্যালো ।।

এইবার বুজিকেল মোনের স্বাদ গো
ও আল্লা পুরিয়া ভালা গ্যালো ।।

হাইসতে হাইসতে[৮৭] দ্যাকো বুড়ী গো
ইরানের আগোত গ্যালো,
বাও এ্যালা ইরান কুমার গো
দক্কিন দুয়ারী ঘরোত ।।

তোমার জন্যে তুলার খাট পালোং গো
ও দাদু সাজন করিয়া থুইলো,
সেই পালোংগোত শুতিয়া গো
ও দাদা আরাম ভালা করো ।।

এই কতা শুনিয়া বা ইরান গো
হাইসতে হাইসতে গ্যালো,
বকোনে দ্যাকো ঘরের দোয়োত গো
পাও বা তুলিয়া দিলো।
ইয়ানোক দ্যাকিয়া এনদ্রোজাল ক্যাবোল
টলিয়ায় পড়িলো।।

প্রেমের জবালাতে তকোন দ্যাকো কইন্যা গো
ক্যাবোল জবালিয়ায় উটিলো,
ইরানোক দ্যাকিয়া এনদ্রোজাল
পাগলী হয়া গ্যালো।।

বাইর হাতে তকোন রসোমতি গো
ঘরের কপাট বনদো করিয়া দিলো,
খানিক বাদে এনদ্রোজাল ক্যাবোল
কাইদবারে নাগিলো।।

এ্যাতো উপ বার এলাহী গো
আদোমের গাওয়োত দিলো,
কি করো৮৮ এল্যা বুড়ীর কাম গো
ও মোর জেবোন বাচা ভার হইলো।।

ধরিয়া ইরানের হাত গো
ও কইন্যা কবার যে নাগিলো,
বুড়ীর এ জাগাত থাকিয়া নাগর গো
ও নাগোর মোর বা বাড়ীত চলো।।

তোমার ধেয়ান অসিক নাগর গো
মোর মোনোত নাইগছে ভালো,
তোমরা হইবেন নাওয়ের কাণ্ডারী গো
ও নাও ধেয়ে ধেয়ে বইয়ো।।

দুইজনে করিয়া বুদ্দি গো
ও বুদ্দি ঠিক করিয়া নিলো,

বুড়ীকে ডাকিয়া কন্তা গো
ও এন্দ্রোজাল কবার যে নাগিল ।।

নয়া চুড়ায় এক ঝ্যারি পানি গো
ও বুড়ী মা আনিয়া মোরে দ্যাহো,
হুকুম পায়া নিবোদা বুড়ী গো
বিদ্যায় ভালা হইলো ।।

এন্দ্রোজালের চাতুরালী বুড়ী গো
ক্যাবোল বুজবারে না পাইলো,
বুড়ীর অতোত্ চড়ি এন্দ্রোজাল গো
দ্যাবপুরোতে গ্যালো ।।

সুকোতে থাকে এন্দ্রোজাল গো
ইরানোক সুন্দায় ঘরে ।।

খানিক বাদে আসিয়া বুড়ী গো
ও বুড়ী ঘর খালি দ্যাকে,
কপালোত্ মারিয়া বা চড় গো
বুড়ী খালি হায় হায় করিয়া কান্দে ।।

পাইচনু[৮৯] মুই যেই ধন গো
ও আল্লা তাইয়ে যায় তাক সুখে,
নিজের ঘরোত্ আগুন গো আল্লা
ও আল্লা মুই নিজে দিনু নাগে ।।

এ্যালা দ্যাকো কানদে বুড়ী গো
ও বুড়ী ইরান ইরান বুলে,
অত্তই দ্যাকো অই না ইরান গো
ও ইরান কোন বা কামো করে ।।

এ্যাকদিন দ্যাকো ইরান কুমার গো
ও ইরান শুতিয়া নিন্দ বা গ্যালো,

হোস্‌কা আছিল ঘরের দুয়ার গো
এন্‌দ্রোজাল ইরানের মুড়িত্‌ যায়া শুতিল ॥

সেই সোমে মণিরাজ আজা গো
ক্যাবোল মহোলেতে আসিল,
খিড়কি দিয়া দ্যাকে মণিরাজ
বেটির মহোল ঘরে ॥

কাইবেন[১০] ঘরোত্‌ শুতিয়া আছে গো
বেটির গাওয়োত্‌ হাত বা দিয়া,
তাক্‌ দ্যাকিয়া আউগায় আজা গো
ক্যাবোল দ্যাকে খিড়কি দিয়া ॥

দ্যাকিয়া আদোমের ব্যাটাক গো
গোস্বাতে তাই জ্বলে,
ধরিয়া আদোমের হাতো গো
ক্যাবোল এনা ফিকো মারে ॥

সাতোদিনে পড়ে যায়া ইরান গো
ক্যাবোল সপ্তম নদীর পাড়ে,
সাত নদীর ওপরোত আছে দ্যাশ গো
ডাকিনীর আইস্তো বলে ।।

সেই না দ্যাশোত্‌ ব্যাটা ছাওয়া নাই রে
বেটি ছাওয়া জাতি সউগে,
সেই জাগাতে পড়ি থাকে ইরান গো
ও আল্লা বেহুশেরো হালে ॥

আইত দোপোরে[১১] চ্যাতোন পায়া এন্‌দ্রোজাল গো
ক্যাবোল দ্যাকে আশে পাশে,
কাইবেন তার পান নাতোক
এ্যালায় নিয়া গ্যালো ॥

কপালোত্ মারিয়া চড় কইন্যা
        ক্যাবোল কান্দে হায় হায় করি,
মোর গালার গজোমতি হার
        কাইবেন নিয়া গেইচে চুরি করি ॥

বইশেগ[১২] আর জ্যাট[১৩] মাসে নাতো গো
        ও নাতো অই না দেওয়া ডাকে,
সেই না দেওয়ার ডাকোতে নাতো গো
        ক্যাবোল ম্যাগে চাঁদো ঢাকে।
অই ধেয়ান[১৪] শোন নাতো গো
        কাইবেন তোমাক ঢাকে ॥

আষাঢ় শাওন মাসোতে নাতো গো
        ও নাতো নদীর কাচাড় ভাংগে,
অই মোতোন যুবোতির বুক্কে
        ও নাতো কাইবেন গ্যালো ভাংগে ॥

ভাদ্দোর আশ্বিন মাসোতে নাতো গো
        ও নাতো ধানের গোড় কাটে,
অইদ্যান[১৫] মোর জোড়া পীরিত নাতো
        ও নাতো গো কাইবেন আসি কাটে ॥

আগোন্ পউষ মাসে নাতো গো
        ও নাতো পাকী এনা ডাকে,
নউতোন পাকীর নউতোন বুলি নাতো
        ও নাতো যোবোতির পরান ফাটে ॥

মাগ আর ফাল্গুন মাসে নাতো গো
        ও নাতো নদী যায় শুকিয়া,
মোর নদীর জোয়ার নাতো
        ও নাতো ওটে উভার দিয়া।

চইত আর বইশেগ্ মাসে নাতো গো
ও নাতো অইদের ত্যাজো ধরে,
অইদ্যান যৈবোনের জ্বালাতে গা
ও নাতো উজান ধরি চলে।।

কনটই[১৬] অইলেন[১৭] পানের বা পতি গো
ও নাতো আইসো মোর ঘরে,
এইদ্যান করিয়া কানদিয়া এনদ্রোজাল গো
ক্যাবোল গোম্বাতে জ্বলিয়া গ্যালো।।

মহাব্যাগে তলোয়ার হাতে গো
দউরাইতে নাগিলো,
ধরিয়া বুড়ীর চুলের খোঁপা গো
ক্যাবোল গালাত্ ছুরি দিলো।।

কনটই আকলু[১৮] পানের বা স্বামী গো
ও বুড়ী ঝলদি করিয়া কহো,
সেই না কথা শুনিয়া বুড়ী গো
ও বুড়ী কান্দিতে নাগিলো।।

নাই ন্যাও তোমার পানের পতিক গো
ও এনদ্রোজাল ক'ও বা সইত্তো করি,
তুমি না নিয়া গেইচেন তাক
করিয়া চাতোরি।।
তক্নে দ্যাকো অই না এনদ্রোজাল
বুড়ীক বা নিলো বান্দি।।

সপ্তম পাতালোত্ এক চুয়া গো
জেন্দান নামো ধরে,
সেই চুয়াতে আকিল বুড়ীক গো
ও বুড়ী কান্দে জারে জারে।।

ডাকিনীর দ্যাশোত্ ইয়ান গো
ইয়ান কোন বা কামো করে।।

হ্বশ হয়া ইরান দ্যাকো গো
এন্‌দ্রোজাল ব্বলিয়া ডাকে,
সেই বা ডাকো তপাত্‌ হাতে ডাকিনী গো
ব্যাবোল পাইলো শ্বনিবারে ॥

হাজারে হাজারে বেটি ছাওয়া আসিয়া গো
ও হায় রে ইরানোকো ঘরে,
এ্যাকশোজোন মিলিয়া ডাকিনী গো
ইরানোক নিলো ধরে ॥

উতি দ্যাকো[৯৯] মোনের দ্বক্ষোতে এন্‌দ্রোজাল গো
কান্‌দে জারে জারে,
ভোকোতে[১০০] না খায় দ্যাকো ভাত
পানি না খায় টিয়াসোতে ॥

দিনে আইতে কান্‌দে এন্‌দ্রোজাল গো
ও হায় ব্বলিয়া সোয়ামী সোয়ামী,
অল্‌পো বয়সোতে কল্ল, মোক আল্লা গো
ও আল্লা কান্‌চা চ্বলের আড়ী ॥

মোনোত্‌ উটলে তার কতা গো
ও আল্লা গালাতে দিবে দড়ি ॥

এই ব্বলিয়া এন্‌দ্রোজাল দ্যাকো গো
যায় বা কালীর আগে।
কওতো দ্যাকো[১০১] কালী মাও গো
মোর সোয়ামী কোন বা দ্যাশে ॥

কালী কয় শোনেক এন্‌দ্রোজাল
কওঁ বা ধেরে ধেরে,
তোমার সোয়ামী আছে মাও গো
অই যে ডাকিনীরো ঘরে ॥

কালীর মুখোত খবর পায়া কইন্যা গো
ও কইন্যা যায় বা ধেয়ে ধেয়ে,
ছিঁড়িয়া এ্যাক হরিতালের ফুল গো
কইন্যা যায় বা নদীর ধারে।।

পানিতে ছিড়িয়া দিলো সেই ফুল গো
ক্যাবোল পানের পাতি বুলি,
সইন্তের যদিকেল ফুল হব, তুই গো
যাব, তুই ডাকিনীর দ্যাশ বুলি।।

মোর ফটোক তুলিয়া দিন, গো
ও ফুল তোমারো না সাতে,
দ্যাকিয়া মোর ফটোক কোনা ফুল গো
সোয়ামী আইসে যেন মোর ঘরে।।

পিটিত নিয়া[১০২] সেই ফটোক গো
ফুল যাবার নাগিল দক্ষিন দ্যাশে,
সামোনেতে যায়া ধোপার দ্যাশ গো
ও ফুল পাইলো দ্যাকিবারে।।

কালুয়া ঘোড়ার উপ দ্যাকো ফুলে গো
ক্যাবোল ধারোন করিয়া নিচে,
ঘোড়ার নাহান[১০৩] হয়া ফুল গো
যায় বা ডাকিনীর দ্যাশে।।

সামনোত যায়া দ্যাকে বা ঘোড়া গো
নীল দরিয়া আচে,
নীলমতি বুলিয়া এক কইন্যা গো
ও কইন্যার ঘর বা নদীর ধারে।।

সেই কইন্যার দ্যাকিয়া বা ঘোড়ায় গো
ও কইন্যা দাসীর ঘরোক বলে,

কালুয়া ঘোড়ার পিটিতে চইড়তে
ও দাসী স্বাদ ভালা মোর হইচে।।

ফাঁদ পাতেয়া ধরিল দাসী গো
ক্যাবোল কালুয়া ঘোড়ার তরে,
পিটিত্ চড়িয়া অই না ঘোড়ার গো
নীলমতি ক্যাবল চাবুক মারে।

যাও যা ভরে কইন্যাক নিয়া ঘোড়া গো
ঘোড়া ক্যাবোল যায় বা দকিন দ্যাশে,
হায় হায় করি খালি কাইদবের নাগিল নীলমতি
সেই ঘোড়ার পিটিরো ওপোরে।।

কালুয়া ঘোড়ায় কয় বা কথা গো
কইন্যা মুই বলো তোমারে,
তোমার সোয়ামী ইরান কুমার গো
ক্যাবোল ডাকিনীরো ঘরে।
বেটি ছাওয়া হয়া চলিয়া যাও কইন্যা গো
ক্যাবোল ডাকিনীরো ঘরে।।

বেটি ছাওয়াক্ না করে মানা গো
ক্যাবোল যাইতে সহোলে,
ফুল হয়া থাকি এ্যালা গো
ক্যাবোল তোমারো আচোলে।।

এই না ফুল দিয়া দ্যাকাইবেন কইন্যা
ইরানেরো আগে,
কোনমোতে বাইর করো ইরানোক গো
ও কইন্যা ময়দানের ওপোরে।।

এই কথা বলিয়া কালুয়া গো
ও আল্লা ফুল বা মস্তি ধরে
সেই বা ফুলো নিয়া ফুলমতি গো
যায় বা ডাকিনীর ঘরে।।

কনটাই অইলেন অসের কইন্যা গো,
কইন্যা দ্যাকা দেও মোরে,
দ্যাকা দিয়া বলিয়া গেইলেন গো
ও কইন্যা না দ্যাকি তোমারে ।।
(আরে বল)

যমের হাতোত তুলিয়া দিলেন গো
ও কইন্যা তাই কুনদিন বেন মোক ধরে
তোমার বাপ কালো যম গো,
ও কইন্যা তাই আজরাইল হইল মোরে ।।
(আরে বল)

জেবোন থাইকতে শোনেক কইন্যা গো
ও কইন্যা দ্যাকা দেহ মোরে,
এইদ্যান করিয়া কান্দে বা ইরান গো
ব্যাহুশোরো হালে ।।
(আরে বল)

বসিয়া আচিল বসোমতি গো
ও আল্লা পাইলো শুনিবারে,
কমোর হালেয়া অইনা বুড়ী গো
ও বুড়ী যাবার নাগিল ধেরে ধেরে ।।
(আরে বল)

হাত বা ধরিয়া ইরান কুমারোক গো
ও বুড়ী তুলিয়া নিলো কোলে,
না কান্দেন না কান্দেন বাচা গো
তোমার দুক্কো গ্যালো দুরে ।।
(আরে বল)

চলিয়া তোমরা আইসো বা বাচারে
ও বাচা এই দুক্কিনীরো ঘরে,

এই বা কথা শুনিয়া ইরান গো
ও ইরান বুড়ীর পাও বা সাপটে ধরে ॥
(আরে বল)

মাও বুলিয়া ডাকিন, বাচারে
মুই ব্যাটা হ'ও তোমারে,
দয়া করি চাঁদমণি কইন্যা গো
আনিয়া বা দেও মোকে ॥
(আরে বল)

না পাও' যদিকেল সেই কইন্যা গো
তে হইলে কান্দিয়া মরিবো।
(আরে বল)

হাত বা ধরিয়া বসোমতি গো
ক্যারোবা ন কয় বা ধেরে ধেরে,
নিদয়া হইচে আজ্ঞা গো
বাচা দয়া নাই শরীলে ॥
(আরে বল)

তোমাকে মারিবে বুলিয়া বাচা গো
সউগ জাগাত্ ঢোলাই করিয়া দিলো,
শওরের ভেতরোত্ যত লোকজন গো
বাচা তামরা জানিয়া উটিলো ॥
(আরে বল)

ব্যামোন করিয়া মারিবার বুলি ইমমাক গো
বাদ, জগাতোত সাড়া পইলো,
সেইদ্যান মারিতে তোমাকে গো
বাদু সগ্গই যে আসিলো ॥
(আরে বল)

তুমি যদিকেনা মরেন বাদু গো
এই পাতালো নগোরে,
তোমার শোকে বাপ মাও তোমার গো
বাদু কান্দিয়া মরিবে ॥
(আরে বল)

কিছুদিন থাকো তোমরা গো
বাচা মোর বা নারীর ঘরে,
মোর ঘরোত্ থাকিয়া বাপু সেই কইন্যা গো
বাচা খুলিয়া ক'ও তোমারে ॥

এইদ্যান করিয়া বুজব্যার নাগিল বুড়ী গো
বুড়ী ইয়ানেয়ো তরে,
না যান না যান দয়ার বাপধন গো
ও বাপধন বাড়ীয়ো বাহিরে ॥
(আরে বল)

আল্লার ফজলে আইনমো কইন্যা গো
বাচা চিন্তা নাই তোমারে,
বাড়ীতে আকিয়া বুড়ী গো
বুড়ী যায় এন্দ্রেরো শহরে ॥
(আরে বল)

আছিল দ্যাকো ছত্তিশ হাজার বেটি ছাওয়া
ক্যাবোল অই না বুড়ীর তাবে
ব্যাটা ছাওয়াক ভোলবার পারে তামরা
ভুরু চটকা চটকী করে ॥
(হায় হায় হায় ওহে)

এ্যাকেবারে অই না বুড়ী তামার গুলাক
সাজোন করিয়া আনে,
বুক ফুলিয়া তামরা গুলা দ্যাকো
কতো ধেয়ান নাচ নাচে ॥
(হায় হায় হায় ওহে)

কতো ধেরান কতো বা গান গো
তামরা ক্যাবোল করে অংগে ঢংগে,
শরীর ধেরান উপ সংগাইরে
খালি ঝলমল ঝলমল করে।।
(হায় হায় হায় ওহে)

এইদ্যান দ্যাকিয়া ইরান কুমার গো
চউক বা বন্দো করে,
চাঁদমণি ছাড়া ইরানের
এমারগুলাক ভালো নাই যে নাগে।।
(হায় হায় হায় ওহে)

শ্যাষোক্ যকোন দ্যাকে বুড়ী গো
ইয়াক্ ভোলা নাই রে যাবে
তার পাচোত্ সাজিল দ্যাকো বুড়ী গো
ক্যাবোল যাইতে বা দ্যাবপুরে।।
(হায় হায় হায় ওহে)

কতোদিনে গ্যালো বা বুড়ী গো
দ্যাবপুর শওরে,
বসিয়া আচে এনদ্রোজাল সোনদরী গো
ক্যাবোল পাইলো দ্যাকিবারে।।
(হায় হায় হায় ওহে)

এ্যাকবার যদিকেল হাসে সেই কইন্যা গো
ক্যাবোল টিপিল হাওয়া ভোলে,
দুইব্যার হাইসলে সেই বা কইন্যা গো
আশি বচ্চরের বুড়া ভোলে।।
(হায় হায় হায় ওহে)

ওরে তিনব্যার হাইসলে সেই কইন্যা গো
বোবোকের ঘরে পরান ফাটে,

চাঁদ সুরুজের নাহান সেই কইন্যা গো
খালি ঝলমল ঝলমল করে ॥
(হায় হায় হায় ওরে)

জ্যাল-জ্যালা কাপড়া বা কইন্যা গো
তাই পেঁদনোতে পেঁদে,
সেই কইন্যার আগোত্ থায়া বুড়ী গো
বুড়ী কয় বা ধেয়ে ধেয়ে ॥
(হায় হায় হায় ওহে)

করিমো তোমারে গোলামী গো
এই না বুড়াতি বয়সে,
ইয়ান বুলিয়া এ্যাক নাগোরোক্ গো
ও কইন্যা ভুলিয়া দেওয়া নাইগবে ॥
(হায় হায় হায় ওহে)

এই কতা শুনিয়া এনদ্রোজাল গো
ক্যাবোল ভাবে মনে মনে,
বেটি ছাওয়া হয়া ব্যাটা ছাওয়াক ভোলা
এ'ই আর কত বড় কাম হবে ॥
(হায় হায় হায় ওহে)

ক্যামোন নাগর বেন দ্যাকিয়া বুড়ী গো
এই বুড়াতি বয়সোত্ মোন টলুকে,
সাইজব্যার নাগিলো দ্যাকো এনদ্রোজাল গো
চউকেরো এ্যাক পলকে ॥
(হায় হায় হায় ওহে)

জ্যাল-জ্যালা কাপড়া দ্যাকো গো
কইন্যার কমোরোত কষিয়া পেন্দে,
সেই শাড়ী খিচিয়া দ্যাকো গো
কইন্যার কমোর সরু করে ॥
(হায় হায় হায় ওহে)

আচিলো এ্যাশমি ফিতা গো
কইন্যার তার ওপোরোত্ বান্দে ॥
(মরি হায় ওহে)

গালাত মতির মালা দিয়া কইন্যা গো
মাত্তাত্ সিঁত-পাটি দিলো
পাওয়োত্ খাড়ুয়া দাত্তোত নিশি
চউকোত জোড়া ভুরু দিলো ॥
(মরি হায় ওহে)

সাজোন সাজিয়া এন্দ্রোজাল নারী গো
হাত্তোত্ উমাল নিলো,
অত্তোত্ চড়িয়া এন্দ্রোজাল ৎকোন গো
বুড়ীর বাড়ীত আইলো ॥
(মরি হায় ওহে)

নিয়ালা মন্দির পায়া তকোন গো
সেই ঘরোত্তে গ্যালো,
মোমের নাহান বিচ্না পায়া গো
সেত্তেই চাপিয়া বসিলো ॥
(মরি হায় ওহে)

হাসি মুকে দ্যাকো কইন্যা গো
চায়া ভালা অইলো,
আত্তোর মাকা পানের খিলি গো
কইন্যার বাটা ভরেয়া নিলো ॥
(হায় ওহে)

তার পাচোত্তে অইনা বুড়ী গো
ঘরের দুয়ারোত্ গ্যালো
দ্যাকিয়া এন্দ্রোজালোক গো
বুড়ী আকুল হয়া গ্যালো ॥
(হায় ওহে)

এইব্যার বুঝিকেন মোনের স্বাদ গো
ও আল্লা পুরিয়ার যে গ্যালো
হাইসতে হাইসতে দ্যাকো বুড়ী গো
ইরানের আগোত্ গ্যালো ॥
(হায় ওহে)

যাও তো এ্যালা দ্যাকো যাদু গো
দক্কিন দুয়ারী ঘরে,
তোমার জন্যে তুলার পালোং গো
যাদু বানেয়া ভালা আইকচোঁ ॥
(হায় ওহে)

সেই পালোংগোত শুতিয়া যাদু গো
ও যাদু আরাম ভালা করো,
এই কতা বা শুনিয়া ইরান গো
ও ইরান হাইসপ্যারে নাগিলো ॥
(হায় ওহে)

যকোন দ্যাকো ঘরের দোরোত্ গো
ও ইরান পাও বা তুলিয়া দিলো'
ইরানোক্ দ্যাকিয়া এন্দ্রোজাল গো
ক্যাবোল টলিয়ায় পড়িল ॥
(হায় ওহে)

দারুণ পেমের জ্বালা কইন্যার তকোন গো
ক্যাবোল জ্বলিয়ায় উটিলো,
ইরানোক্ দ্যাকিয়া এন্দ্রোজাল
ক্যাবোল কাইদব্যারে নাগিল ॥
(হায় ওহে)

এ্যাত্ উপ ক্যামোন বায় এলাহী গো
আগোমের পাওয়োত্ দিলো

কি করিম মুই বুড়ীর বা কামো গো
ও মোর জেবোন বাঁচার দায় হইলো॥
(হায় ওহে)

ধরিয়া ইরানের হাত গো
ও কইন্যায় কবার যে নাগিলো,
বুড়ীর বা বাড়ী হাতে গো
ও নাগোর মোর বা বাড়ীত হাটো॥
(হায় ওহে)

তোমার নাহান অসিক নাগোর গো
হামাক্ দেইক্‌তে নাগে ভালো,
তুমি হইবে নায়ের কানডারী গো
ও নাও ধেরে ধেরে বইয়ো॥
(হায় ওহে)

ভোমরা হয়া শোন নাগোর গো
ও নাগোর মোর বুকোতে বইসো।
(হায় ওহে)

দুইজোনে করিয়া বুদ্দি গো
ক্যাবোল ঠিক করিয়া নিলো,
বুড়ীকে ডাকেয়া কতা গো
ও এন্‌দ্রোজাল কবারে নাগিলো॥
(হায় ওহে)

নয়া চুয়ার এ্যাক ঝাড়ি পানি গো
ক্যাবোল মোক আনিয়া দেহ,
হুকুম পায়া নিবোদা বুড়ী গো
বুড়ী বিদ্যায় ভাল হইলো॥
(হায় ওহে)

এন্‌জাদ্রোলের চাতুরালী বুড়ী গো
ক্যাবোল বুজব্যারে না পাইলো,

বুড়ীর অথোত্ চড়িয়া এনদ্রোজাল গো
দুই জোন দ্যাবপুরেতে গ্যালো ॥
(হায় ওহে)

সুক করিয়া থাকে এনদ্রোজাল গো
ইরানোক নিয়া ঘরে,
খানিক বাদে আসিয়া বুড়ী গো
ও বুড়ী ঘর বা খালি দ্যাকে।
কপালোত মারিয়া চড় গো
বুড়ী খালি হায় হায় করি কান্দে ॥
(হায় ওহে)

মুই পাইচনু যেবা ধন গো
ও আল্লা অইনো খায় তাক সুকে,
নিজের ঘরোত্ আগুন গো আল্লা
ও আল্লা নিজে দিনু মুই নাগে।
(হায় ওহে)

এ্যালা দ্যাকো কাইদব্যার নাগিলো বুড়ী গো
ইরানেরো তরে,
অওই যায়া দ্যাকো বা ইরান গো
তাই কোন বা কামো করে ॥
(হায় ওহে)

এ্যাকদিন দ্যাকো ইরান কুমার গো
শুতিয়া নিদ বা গ্যালো,
উদ্যাও আকিয়া ঘরের দুয়ার গো
এনদ্রোজাল ইরানের বোগলোতে শুতিল ॥
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

এনদ্রোজালের বাপ মণিরাজ আজা গো
ক্যাবোল মহোলোত্ আসিলো ॥
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

ব্যাড়ার জল্‌কি দিয়া দ্যাকে মণিরাজ গো
বেটির ঘরের বোগলোত্‌ গিয়া,
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

কাই বা বেন শুতিয়া আচে
বেটির গাও বা হাতো দিয়া॥
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

তাঁক দ্যাকিয়া আউগায় আজ্ঞা গো
ক্যাবোল দেইকপ্যার নাগিলো জল্‌কি দিয়া।
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

দ্যাকিয়া আদোমের ছাওয়াক গো
গোস্বা হইলো তারে.
ধরিয়া আদোমের হাত দুইখ্যান
তাঁই এনা ফিকো মারে॥
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

এ্যাক ফিকোতে সাতদিন যায়া তাঁই
পইলো ক্যাবোল সাত দরিয়ার পাড়ে।
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

সাত নদীর ওপারোত আচে দ্যাশ গো
সেই দ্যাশোক ডাকিনীর আইজ্ঞো বলে।
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

সেই দ্যাশোত ব্যাটা ছাওয়া নাই গো
বেটি ছাওয়া হইল সগ্‌লে।
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

সেই জাগাতে পড়িয়া থাকে ইরান গো
অই না ব্যাহুশেরো হালে॥
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

আইত দোপোরে চ্যাতন হয়া এন্‌দ্রোজাল গো
খালি দেইকপ্যার নাগিলো চাইরোপাকে।
(হায় হায় অসের কইন্যা গো)

কাইবেন আসি তার পানের নাতোক গো
এ্যালয় নিয়া গেইচে।
(হায় ওহে)

কপালোত্‌ মারিয়া চড় গো
কইন্যা খালি নাইগচে কাঁদিবারে।
(হায় ওহে)

গালার গজোমতি হার নাতো মোর
তাক কাইবেন চুরি করে।।
(হায় ওহে)

মোর কপালের সেঁদুর তুমি গো
ও নাতো কনটই যায়া অইলে।
(হায় ওহে)

বইশেগ জ্যাট মাসে নাতো গো
ও নাতো তাইনা দেওয়া ডাকে।।
(হায় ওহে)

সেই না দেওয়ার ডাকোতে নাত্তো
ম্যাগে চাদো ঢাকে।।
(হায় ওহে)

অই মোতোন তোমার জন্যে গো
পরান হামার ডাকে।
(হায় ওহে)

আষাঢ় শেরাবন মাসে নাতো
ও নাতো নদীর কাচাড় ভাংগে।
(হায় ওহে)

অইমোত তোমার জন্যে
মোর বুক সদায় ভাংগে॥
(হায় ওহে)

ভান্দোর আশ্বিন মাসোতে নাতো গো
ও নাতো ধানের গোড়া কাটে।
(হায় ওহে)

অই মোতোন জোড়া পীরিত নাতো গো
ও নাতো কাঁইবেন আসি কাটে॥
(হায় ওহে)

আগন পউষ মাসে নাতো গো
ও নাতো পকিওনা ডাকে।
(হায় ওহে)

নউতোন পকির নউতোন বুলি নাতো
শুনি পরান ফাটে॥
(হায় ওহে)

মাগ আর ফালগুন মাসোতে নাতো গো
নদীর পানি যায় শুকে.
মোর নারীর নদীর জোয়ার
উভার দিয়া উটে॥
(হায় ওহে)

চইত্ আর বইশেগ্ মাসে নাতো
আইলের ভাজো ধুরে.

অই খেরান যৈবোনের জন্বালা গো
ও নাতো উজান ধরি চলে ।।
(হায় ওহে)

কনটই অইলেন পানের বা পতি গো
ও পতি আইসো মোর ঘরে,
আসিয়া গাচের ডালিম পাড়িয়া
যাওবা ওন্দোর ভরে ।।
(হায় ওহে)

এইদ্যান করিয়া দ্যাকো এন্দ্রোজাল গো
ক্যাবোল গোস্বাতে জ্বলিলো.
দমুকা ছোরা নিয়া হাতোত তাই
খালি দউরাইতে নাগিল ।।
(হায় ওহে)

ধরিয়া ক্যাবোল বুড়ীর চুলের মুটা গো
ক্যাবোল গালাত্ ছোরা দিলো,
কন্টই আকলু মোর পানের সোয়ামী
কিড়া কাড়িয়া কহো ।।
(হায় ওহে)

সেই কতা শুনিয়া বা বুড়ী গো
ও বুড়ী কান্দিতে নাগিলো.
নাই ন্যাও তোমার পানের পতিক গো
এন্দ্রোজাল সইত্তো করি কইনো ।।
(হায় ওহে)

তুমি না নিয়া গেইচেন কইন্যা গো
ও কইন্যা করিয়া চাতুরি.
এই কতা শুনিয়া এন্দ্রোজাল গো
বুড়ীক করিয়ার নিলো বন্দী ।।

পাতালোত আছিল এ্যাক চর‍্যা
জেন্দান নামো ধরে,
সেই চর‍্যাতে আকিলো ব্‌ড়ীক গো
ও ব্‌ড়ী কান্‌দে জারে জারে ॥

ডাকিনীর দ্যাশোত ইরান কুমার গো
ইরান কিবা কামো করে,
হ্‌শ আইলে দ্যাকো ইরান গো
ও ইরান এন্‌দ্রোজাল ব্‌লিয়া ডাকে ॥

তপাত্‌ হাতে সেই ডাক ডাকিনী গো
ডাকিনী পাইলো শ্‌নিবারে,
হাজারে হাজারে বেটি ছাওয়া আসিয়া
ইরানোকে ঘেরে ॥
সগ্‌গই মিলিয়া দ্যাকো ডাকিনী
ইরানোক নিলো ধরে ॥

এ জাগাতে দ্যাকো এনদ্রোজাল গো
কাইদব্যার নাগিলো জারে জারে,
ইতি উট্‌কায় ইতি উট্‌কায়
দিনে আইতে বারে বারে ॥

ভোক নাইগ্‌লে না খায় ভাত গো
টিয়াস্‌ নাইগ্‌লে না খায় পানি,
দিনে আইতে কান্‌দে এন্‌দ্রোজাল গো
ও হায় রে ব্‌লিয়া সোয়ামী সোয়ামী ॥

অল্‌পো বয়সে কন্য্‌ আল্লা গো
ও আল্লা মোক কান্‌চা চুলের আড়ি,
মোনোত্‌ উটলে তার কতা গো
ও আল্লা গালাত্‌ দেইম ম্‌ই দ্‌ড়ি ॥

এই ব্‌লিয়া দ্যাকো এন্‌দ্রোজাল গো
যায় যা কালীর আগে,

ফুলের নাহান কাল্‌য়া ঘোড়াক্‌
আচোলোত্‌ বান্দিলো রে।
(আরে বল)

ধেরে ধেরে যায় রে কইন্যা
ডাকিনীরো ঘরোত রে।
(আরে বল)

ওপাত্‌ হাতে দ্যাকিয়া ডাকিনী
ক্যাবোল নাইগ্‌চে পুছিবারে[১] রে।
(আরে বল)

কি নাম তোমার মাতা পিতার
কি নাম বেন তোমারো রে।
(আরে বল)

অল্‌পো বয়োসোত্‌ বইরাগিনী হয়া
ক্যানে বাইর বা হইলে রে।
(আরে বল)

নীলমতি কয় শোনেক বইন
মুই বলো তোমারে।
(আরে বল)

এ্যাকদিন এন্‌দ্রো আজা
মাইন্‌ষের দ্যাশোত্‌ গ্যালো রে।
(আরে বল)

ওরে তাহার ভক্‌তি না করাতে
মোক শাও শারাপ[২] দিলো রে।
(আরে বল)

সোন্‌দোর সোয়ামী আছিল মোর ঘরে
তাই তকনে মারিলো রে।
(আরে বল)

সেইদিন হাতে ব্যাটা ছাওয়া জাতি
মোক কেহ, নাহি নিলো রে।
(আরে বল)

মোনের দুক্কে এই না দ্যাশ
হাঁটিয়া আসিনু রে।
(আরে বল)

তোমার সাতি হয়া রে দিদি
তোমার ঘরোতে থাকিমো রে।
(আরে বল)

এনেদ্রো আজার শাও শারাপে
মোর এ দশা হইল রে।
(আরে বল)

আইসো অ ই .সা বুলিয়া রে ডাকিনী
ঘরে. [illegible] নিয়া গ্যালো রে।
(আরে বল)

সেইদিন হাতে নীলমতি কইন্যা
সেতেই দ্যাকো অইলো রে।
(আরে বল)

এ্যাক দুই কইরতে মিলতে এ্যাক মাস
গতো হয়া গ্যালো রে।
(আরে বল)

এ্যাকদিন দ্যাকো ইরান কুমার
নীলমতিক পুছিলো রে।
(আরে বল)

তুই ও মানুষ মুই ও মানুষ
হামরা মানুষ দুইও জনো রে।
(আরে বল)

কিসের দুক্‌কোতে ডাকিনীর দ্যাশোত্‌
আসিয়া পংচিলো রে।
(আরে বল)

নীলমতি কয় শোন রে ইরান
কও' বা সইত্তো কতারে
(আরে বল)

ছাড়িয়া মাইনষের দ্যাশ
তুই ক্যান হেটেই আলু রে।
(আরে বল)

ওরে সোন্‌দোর যোবোতি কইন্যা
তোর ঘরোত্‌ আচিলো রে।
(আরে বল)

এন্‌দ্রোজাল বুলিয়া কইন্যা
সে কইন্যা কন্‌টেই গ্যালো রে।
(আরে বল)

যকোন শুনিলো রে ইরান
এন্‌দ্রোজালের নামো রে,
(আরে বল)

হায় হায় করি ইরান কুমার
কান্‌দিয়া উটিলো রে।
(আরে বল)

খানিক বাদে দ্যাকো ইরান
নীলমতির আগোত্‌ কয় রে,
(আরে বল)

ক্যামোন করি তোমরা কইন্যা
এন্দ্রোজালোক্ চেনো রে।
(আরে বল)

শোন শোন ইরান রে কুমার
কও' বা সইত্তো কতা রে,
(আরে বল)

এন্দ্রোজালে দিয়া পাটাইচে মোক
তোমারো না খোঁজে রে।
(আরে বল)

কাইন্তে কাইন্তে সেও কইনা
পাগলীর নাহান হইলো রে,
(আরে বল)

যাব্ কিনা কও কতা
নেরালা মন্দিরে রে।
(আরে বল)

সইত্তো করি কও' বা ইরান
ডাকিনী বড়ো যাদ্কারি রে,
(আরে বল)

যাদ্তে ভোলে থাইক্চে মোকে
যাইম মুই ক্যামোনে রে।
(আরে বল)

তবে দ্যাকো নীলমতি কইনা
কোন বা কামো করে রে,
(আরে বল)

ইরানোক দ্যাকিয়া নীলমতি
আশেক ভালা হইলো রে।
(আরে বল)

ডাকিনীর আগোত্ কতা ভাই
কবার যে নাগিলো রে।
(আরে বল)

শোন শোন শোন ডাকিনী গো
মুই বলো তোমারে,
দুই এ্যাকটা মোন্তোর তোন্তোর
দিদি শিকাও তো আমারে।
(আরে বল)

না বুজিবা দুষ্টা ডাকিনী গো
মোন্তোর নাইগ্চে শিকাইবারে,
পোত্থমে শিকাইল মোন্তোর গো
সেই মোন্তোরে কায়া বদোল করে।

ছাড়িয়া আপন কায়া গো
যাবার পারে মরা দ্যাহের মাঝে,
সেই মোন্তোর শিকিয়া নীলমতি গো
কোন বা কামো করে।
ইয়ানোক নিয়া যাবার বুলি ভাই
পাগ্লীর নাহান হইচে।

বাওয়া, আরো আরো কতো মোন্তোর গো
কইন্যা নাইগ্চে শিকিবারে,
কিছুদিন বাদে নীলমতি গো
বেলোম নাই যে করে।

অই এন্দ্রোজালোক ফাঁকি দিবার বুলি
তইরি ভালা হইচে,
ইয়ানোকে কইরবে বুলি নিজের সোয়ামী গো
ও তার মোনোতে জাগিচে।

নাম মোন্তোর পড়িয়া এ্যাকদিন
নীলমতি গো ইয়ানোকে বলে,

হাটো এ্যালা যাই হামরা
বাগানেরো মাঝে।

ওরে দুইজোন বা চলিয়া গ্যালো
মোনো হরষিতে,
ছাড়িয়া ডাকিনীর দ্যাশো গো
কইন্যার মোনোত্ খুশি করে।

কাপড়া হাতে খুলিয়া ফুল বা গো
ও ফুল জইম্‌নোতে আকে,
ওরে শোন রে হরিতালের ফুল গো
মুই বলো তোমারে।

ছাড়িয়া এ্যালা ফুলের মুর্ত্তি গো
ও তুমি ঘোড়ার মুর্ত্তি ধরো,
তোমার ইরানোক নিয়া বা কালুয়া গো
কালুয়া এন্দ্রোজালোক দ্যাহো।

এই কতা শুনিয়া বা কালুয়া গো
ও কালুয়া ঘোড়ার মুর্ত্তি ধরে,
হ্যানকালে নীলমতি কইন্যা গো
কইন্যা কয় বা ঘোড়ার আগে।

আইস্‌পার নাইগ্‌চে ডাকিনী চাইরজোন গো
ও কালুয়া কয়া বুজাও তোরে,
ঘোড়া উপে মরি যাও কালুয়া গো
জিউ নিয়া যাও অই না হরিতালে।

মরা ঘোড়া দ্যাকিয়া ডাকিনী গো
না পাইবে বুজিতে,
এই চাতুরী শুনিয়া কালুয়া গো
সেই বা কামো করে।

ওরে তক্‌নে তক্‌নে হইলো ঘোড়া গো
জিউ গ্যালো হরিতালের ফ্‌লে,
ঘোড়ার দ্যাহো পড়িয়া অইলো গো
অই না ফ্‌লের বোনে।

সাতে সাতে নীলমণি কইন্যা গো
সন্দাইল যায়া ঘোড়ার ভেত্‌রোতে,
নিজের শরীল খ্যানা নীলমতি গো
আকিলো দ্যাকো ভোমরার ড্যাশে।

সেই ভোমরা বানদিয়া বা দিলো গো
ক্যাবোল ইয়ানেরো মাতার সাতে,
ঘোড়ার ভেত্‌রোত যাইতে আর মোতোন
ঘোড়া উটিয়া খাড়া হইচে।

ইয়ানোকে নিয়া পিটিত্‌ গো
ক্যাবোল যাবার নাগিলো নিজ দ্যাশে,
এ্যাক মাসের ঘাটা বা নীলমতি গো
ক্যাবোল যায় বা এ্যাকো দিনে।

দ্যাগ দ্যাগ কইরতে গ্যালো বা নীলমতি গো
ক্যাবোল আপনারো বাড়ীতে,
উতি হরিতালের ফ্‌ল কাইদবার নাগিলো গো
পড়িয়া শ্‌কানোতে।

ওরে ইতি দ্যাকো গ্যালো বা নীলমতি গো
ও নীলমতি নিজের মহোলোতে।

দাসী বান্‌দী দ্যাকিয়া সগলে
পায় বা আসিয়া পড়ে,
দাসীর ঘরোক্‌ হ্‌কুম করিলো নীলমতি গো
কাট বা আনিবারে।

কাট খড়ি আইন্‌বার নাগিলো গো
অই যে ময়দানেরো মাজারে,
তার পাচে বায়না কয় নীলমতি গো
দয়ায় বাপের আগে।

এই ঘোড়ায় নিয়া গেচিলো বাপধন গো
ও মোক আইক্কোসের পুরীতে,
বন্দি করিয়া মাইরচো আইক্কোস
ও বাপধন দ্যাকোনা তাহাকে।
কাট খড়ি নাগে জ্বলেয়া দেও
এই না দুষ্টা দানোবে।

কতা শুনিয়া দ্যাকো বা আজা গো
ও আজা বেলোম নাই যে করে,
কালুয়ার গাওয়োত্‌ আগুন নাগে দিলো গো
অই যে ময়দানো মাজারে।

সউগ পোড়া গ্যালো বা কালুয়ার গো
মাজখ্যান নাহি পোড়ে,
গায়ের রং লাল কালুয়ার গো
ও তাঁই আগুন পানি করে।
ফ্যালে আকিল নাজির বা উজিরে গো
অই না নদীর ঘাটে।

হ্যানকালে নীলমতি কইন্যা গো
গ্যালো তাঁই বাসোর ঘরে,
ওরে ইরানোকে পায়া নীলমতি গো
ও তামরা কতো খেয়ান খ্যালা খ্যালে।

এইদ্যান করিয়া কতো দিন গো
গতো বা হয়া গ্যালো,
এ্যাকদিন দ্যাকো এ্যাকদল ডাকিনী গো
ফুলের বোনোত্‌ গ্যালো।

ইহানেকে না দ্যাকিয়া ডাকিনী গো
ক্যাবোল কান্দিতে নাগিলো,
যাদু করিয়া নীলমতি কইন্যায় গো
তাকে নিয়া গ্যালো।

ওরে ইতি উতি উট্কায় বা ডাকিনী গো
ব্যাড়ায় তামরা কাতার বাইদে,
পাচোত্ আছিল খেন্দুক ছাওয়া এ্যাকো গো
ও ভাই ফুল পাইলো দ্যাকিবারে।

হাতোত্ নিয়া করে বা খ্যালা গো
ও ভাই অই না নদীর ধারে,
খ্যালাইতে খ্যালাইতে সেই না ছাওয়ায় গো
ফুল ফ্যালেয়া দিলো নদীতে।

এ্যালা সিদ্ধিয়া কালুয়ায় কয়
আল্লা তুই মোকে বাচাইলে,
ভাটি মুকে যায় বা কালুয়া গো
হরিতালের ফুলে।

ভাইস্তে ভাইস্তে যাবার নাগিলো কালুয়া গো
ক্যাবোল ছয়দুন শওরে,
এ্যাকাব্বর নামে আছিল বাশ্শা গো
ভাই বড়ো শক্তি ধরে।

তাহার নাহান বাশ্শা আছিল না
এ তিন ভুবোনে।
পাচ তোলা বুলিয়া এ্যাক বেটি গো
আছিল তারো ঘরে।

অকুমারী আছিল কইন্যা গো
ভাই দ্যাকিতে সোন্দরী,
পাচ কলা দাসীক নিয়া পাচ তোলা কইন্যা গো
নদীত্ আইলো চলি।

দ্যাকিয়া তাই হরিতালের ফুল গো
কইন্যার হাত্তোত্ নিল তুলি,
কাটের সন্দুকোত নিয়া ফুল গো
আকিল বন্দো করি।

হায় হায় করিয়া কাঁইদবার নাগিল কালুয়া গো
সইদ্কের তলোত পড়ি,
সেই সইদ্কোতে আছিল এ্যাক জেটি গো
তাই সেইদ্নে গ্যালো মরি।

তাক দ্যাকিয়া কালুয়া তকোন গো
তাই করে কিবা বুদ্দি,
আপন মুতি ধরিয়া কালুয়া গো
ফুল বা দিলো ছাড়ি।

মরা জেটির উপ বা কালুয়া গো
তকোন নিলো ধারোন করি,
বাচিয়া উটিলো জেটি গো
জেটি ব্যাড়ায় টিক্টিক করি।

বারোতে বারেয়া দ্যাকে গো
জেটি পাঁচ তোলারো উপ।
এ্যাত উপ দিচে আল্লায় গো
অই যে পাচতোলারো গায়,
মানিক মহোর চাঁদ বা সুরুজ গো
তার কাচে কিচুই নোয়ায়।

জেটির উপে যায় বা কালুয়া গো
কালুয়া অংগোলে অংগোলে,
তিন বচ্চর বাদে যায় জেটি গো
ও জেটি নীলমতিয়ো ঘরে।

দ্যাকে ইয়ান শুতিয়া আচে গো
নীলমতির পালোংগে,

হ্যান কালে ইয়ান কুমার গো
ও তাই ভাবে মোনে মোনে।
না জানি মোর এন্দ্রোজাল কইন্যা গো
ও কইন্যা আচে কোন বা হালে।

এই কতার সাতে সাতে জেটি গো
জেটি টিক টিক করিয়া ওটে,
টিকটিক শুনিয়া ইয়ান কুমার গো
ইয়ান ভাবে মোনে মোনে।

না জানি মোর এন্দ্রোজাল কইন্যা গো
কইন্যা আচে কোন বা হালে,
মোর নাগিয়া এন্দ্রোজাল বুজি গো
দিনে আইতে কান্দে।

এই কতার সাতে সাতে জেটি গো
ফির টিক টিক করিয়া ওটে,
দুইবার শুনিয়া টিকটিকি গো
বেশী করিয়া ভাবে।

মোর মুকের আগোত্ সেই কালুয়াক্ গো
মারিয়া ফ্যালাইচে,
না জানি তার জেবোন খ্যানা গো
মোক উট্কি ব্যাড়বার নাইগ্চে।

এই কতা শুনিয়া বা জেটি গো
জেটি টিক টিক করিয়া ওটে,
তিনবার শুনিয়া টিক টিক গো
ইয়ান কান্দে মোনে মোনে।

ঘর হাতে বাইর হয়া গো
চায় বা পতের দিকি,
দক্কিন্ ভরোপে আচে এন্দ্রোজাল গো
মুই যাও' বা এ্যালা কুনতি।

আসুক আসুক কালুয়া ঘোড়া গো
নিজের মুত্তি ধরি,
এ্যালায় চলিয়া যাইম গো
মুই এনুয়োজালের আগে।

এই কতা শুনিয়া রে জেটি
ভাবে মোনে মোনে রে।
(আরে বল)

দউরিয়া যাবার নাগিলো জেটি
নদীয়ো কিনারে রে।
(আরে বল)

হ্যান কালে দ্যাকে জেটি
নিজের দ্যাহোখানার দিকি রে।
(আরে বল)

পড়িয়া আছে কাসুয়া রে ঘোড়া
দ্যাকিয়া জেটি হাসে রে।
(আরে বল)

ছাড়িয়া জেটির উপ
সন্দাইলো ঘোড়ার দ্যাহে রে।
(আরে বল)

নাপ মারিয়া গ্যালো রে কালুয়া
ইয়ানেয়ো আগোত্ রে।
(আরে বল)

সোয়ার হইলে ইয়ান রে কুমার
কালুয়া ঘোড়ার পিটে রে;
(আরে বল)

পলোকেতে নিয়া গ্যালো কালুয়া
এন্দ্রোজালের আগোত্ রে।
(আরে বল)

হাইস্তে হাইস্তে এন্দ্রোজাল তকোন
ইয়ানোক্ নিলো সাতে রে।
(আরে বল)

কিচুদিনো আকে ইয়ানোক্
কতো গোপন করি রে।
(আরে বল)

বাপো মাও বরি হইচে তার
এন্দ্রোজাগ ভাবে মোনে মোনে রে.
(আরে বল)

এ্যাকদিন কয় বা এন্দ্রোজাল
ইয়ানেরো আগে রে।
(আরে বল)

হেটেই হাতে হাটো বন্দ
যেটেই নাগে ভালো রে।
(আরে বল)

মাও বাপ হইচে রে বরি
তামরা ককোন কিবা করে রে।
(আরে বল)

ইয়ানে কয় তে হইলে হাটো কইন্যা
আমারো মুল্লুকে রে।
(আরে বল)

বাপো মাওঁ আচে সগ্গই
ঘাটার দিকি চায়া রে।
(আরে বল)

বিদায় হইলো ইয়ান এন্‌দোজাল
এনা নিশি আইতে রে।
(আরে বল)

কালুয়া ঘোড়ার পিটিত্‌ রে চড়িয়া
গ্যালো বসোমতি বুড়ীর আগোত্‌ রে।
(আরে বল)

দ্যাকে যায়া বসোমতির তক্‌তো
খালি পড়িয়া আছে রে।
(আরে বল)

ওরে খালি তক্‌তো দ্যাকিয়া রে ইয়ান
ভাবে মোনে মোনে রে।
(আরে বল)

সেত্তেই আসি থাকে দোনো জোন
দিনে আরো আইতে রে।
(আরে বল)

এ্যাকদিন দ্যাকো চাঁদমণি কইন্যা
দাসীক নিয়া সাতে রে।
(আরে বল)

যাবার ধচ্ছিল চাঁদমণি কইন্যা
দ্যাবোগণের সবাতে রে।
(আরে বল)

হ্যানকালে ইয়ানের কতা
মোনোত্‌ গ্যালো পড়ি রে।
(আরে বল)

হাটো দাসী যাই এ্যালা
অই না ময়দানোতে রে।
(আরে বল)

এ্যাকদিন ওই ময়দানোত্ ইরান
ঘ্যাহ্নশেতে পড়ি আচিল রে।
(আরে বল)

তাহার গাওয়ের দাগ দ্যাকো
অইঠ্নোত নাগা ছিলো রে।
(আরে বল)

সেত্তেই যায়া সেই ছবি দ্যাকি
মোন শেতল করিমো রে।
(আরে বল)

দাসীর ঘরোক্ নিয়া চাঁদমণি
অই ময়দানোতে আইলো রে।
(আরে বল)

ময়দানোতে আসিয়া কইন্যা
দ্যাকিতে পাইলো রে।
(আরে বল)

ইরান কুমারের পায়ের দাগ
সেই জাগাতে আচে রে।
(আরে বল)

ঝলমল কইরবার নাইগ্চে পায়ের দাগ
যেন এ্যালায় হাঁটিয়া গ্যালো রে।
(আরে বল)

তাক দ্যাকিয়া চাঁদ রে মণি
কান্দিতে নাগিলো রে।
(আরে বল)

হ্যানকালে কালুয়া রে ঘোড়া
শুনিতে পাইলো রে।
(আরে বল)

বাইরোত্ আসি দ্যাকে কইন্যা
ব্যাহুশোত্ পড়ি আছে রে।
(আরে বল)

দউরি যায়া কালুয়া ঘোড়া
ইয়ানোকে কয় রে।
(আরে বল)

শোন শোন ইয়ান রে কুমার
মুই বলো তোমারে রে।
(আরে বল)

আসমান হাতে ফেরেস্তা এ্যাক
জইমনোতে পড়ি গ্যাসো রে।
(আরে বল)

হুরের নাহান সেই না রে কইন্যা
নারীর উপো ধরে রে।
(আরে বল)

ওরে শুনিয়া ইয়ান রে কুমার
ভাবিতে নাগিলো রে।
(আরে বল)

চাঁদমণির কতা তার
মোনোত্ পড়িয়া গ্যালো রে।
(আরে বল)

জোড় কদমে দউড়ায় রে ইরান
মরদানো মাজারে রে।
(আরে বল)

তপাত্ হাতে চাঁদমণি কইন্যা
দ্যাকিতে পাইলো রে।
(আরে বল)

দউড়ি যায়া ইরান কুমার
পায় বা পড়ি গ্যালো রে।
(আরে বল)

দুইজোনের গাওয়ের জোরে
দুইজোন উটিয়ায় বসিলো রে।
(আরে বল)

চাইর চউকে দ্যাকা দ্যাকি
গালা সাপ্টেয়া ধরিলো রে।
(আরে বল)

শুকের কাঁদোন কাঁদিয়া দুই জোন
হাইস্পারে নাগিলো রে।
(আরে বল)

চাঁদমণিক নিয়ারে ইরান
এন্দ্রোজালের আগোত্ গ্যালো রে
(আরে বল)

তারাক্ য্যামোন ম্যাঘেরে ঢাকে
তাই ধেরান এন্দ্রোজালোক চাঁদমণি ঢাকিল রে।
(আরে বল)

কতোদিন থাকে ইরান
অইনা বুড়ীর ঘরে রে।
(আরে বল)

চাঁদমণির দাসী বান্দী
আরো এন্দ্রোজালো রে।
(আরে বল)

সাতো কইন্যাক নিয়ারে ইরান
নিজের দ্যাশোত গ্যালো রে।
(আরে বল)

মাও-বাপোক নিয়া রে ইরান
শুকোতে থাকিলো রে।
(আরে বল)

পাদটীকা

১। খুব শক্তিমান ২। যেদিন জন্মগ্রহণ করলো ৩। জন্মগ্রহণ করে ৪। পোয়ালো ৫। সূর্যের চেয়ে বেশী রূপ ৬। এমন সময় ৭। সমস্ত পৃথিবীতে ৮। স্বর্গ হতে ৯। মেয়ে লোকের রূপে ১০। লজ্জা পেলাম ১১। সেদিন থেকে ১২। যাবার সময় ১৩। দিনে রাতে ১৪। রাত শেষে ১৫। আগুনের মতো ১৬। জমিনে ১৭। বসলে ১৮। আজ কেন ১৯। শিমুল ফুল ২০। সব মানুষে ২১। নিঃশ্বাস ২২। মধু ২৩। জানতে পারলো ২৪। দু'চোখ বন্ধ করে ২৫। চিঠি লিখবে ২৬। রক্ত ২৭। নখ ২৮। তোমার সামনে বলি ২৯। রায় বাহাদুর ৩০। সেই রক্তে কালি তৈরী করে ৩১। এরূপ ভাবে ৩২। পিছিয়ে ৩৩। চলে যাই ৩৪। রাস্তা পাবে না ৩৫। উলঙ্গ ৩৬। কে যেন খুলে নিল ৩৭। খুলে রাখলো ৩৮। ওই স্থানের ৩৯। আড়ালে ৪০। অন্যান্য দিন ৪১। ভগমগ ৪২। সিঁদুর বরন ৪৩। পিপাসায় ৪৪। রাখাল ৪৫। তারা ৪৬। আসার জন্য ৪৭। লক্ষ্য ৪৮। আড়ালে ৪৯। হাসতে ৫০। রইলো ৫১। পালিয়ে ৫২। যে সময় ৫৩। তারপর ৫৪। উদয় ৫৫। কতদিন ৫৬। গর্ত ৫৭। কোমর হতে ৫৮। তিন লাফে ৫৯। আমার মতো সুন্দরী মেয়ে কে আছে ৬০। লোহার দ্বারা তৈরী ঘর ৬১। তারা ৬২। এরূপ দেখে ৬৩। সৈন্য ৬৪। রাখে ৬৫। শরীর ৬৬। শুকোতে ৬৭। তাকিয়ে ৬৮। বলতে লাগলো ৬৯। যেখানেই ৭০। বলে ৭১। অনেক মানুষে ৭২। খুঁজছে ৭৩। নির্দয় হয়েছে ৭৪। পৃথিবীতে ৭৫। দেখতে দেখতে ৭৬। কোথায় রইলেন ৭৭। জীবন থাকতে ৭৮। বসেছিল ৭৯। মা বলে ৮০। সকলে ৮১। কত প্রকার ৮২। শরীর মত রূপ ৮৩। সেরূপ ৮৪। হাসলে ৮৫। সাজতে লাগলো ৮৬। রেশমী ফিতা ৮৭। গন্ধে ভরপুর ৮৮। হাসতে হাসতে ৮৯। কি করি ৯০। পেয়েছিলাম ৯১। কে যেন ৯২। রাত দুপুরে ৯৩। বৈশাখ ৯৪। জৈষ্ঠ ৯৫। ঐ রকম ৯৬। ঐ মতো ৯৭। কোথায় ৯৮। রইলেন ৯৯। রাখলো ১০০। ওদিকে দেখ ১০১। ক্ষুধায় ১০২। বল দেখি ১০৩। পিঠে নিয়ে ১০৪। ঘোড়ার মতো ১০৫। ফিতেস করে ১০৬। অভিশাপ।

আজিজভান কইন্যা

সংগ্রাহক

এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম
গ্রাম—বেলকা
ডাকঘর—বেলকা
সুন্দরগঞ্জ
রংপুর

যার কাছ থেকে সংগৃহীত

মোঃ হেলাল উদ্দিন
গ্রাম - বেলকা
ডাকঘর—বেলকা
সুন্দরগঞ্জ
রংপুর

রাজিভান কইন্যা

কাহিনী সংক্ষেপ

তায়েপ শহরের আত্তাব বাদশার একমাত্র মেয়ে রাজিভান সুন্দরীর বিয়ের বয়স হলে আত্তাব বাদশাহ্ শহরে-বন্দরে তা ঘোষণা করে দেয়ার জন্য হুকুম দিলেন। রাজার হুকুম পেয়ে দেওয়ান শহরে-বন্দরে প্রচার করে দিলো যে, রাজ্যের ভেতর যতো উপযুক্ত বর আছে তারা যেন নিজ নিজ ছবি রাজদরবারে পাঠান। যে ছবি রাজার পছন্দ হবে, রাজা তারই সাথে তার একমাত্র মেয়ে রাজিভান সুন্দরীর বিয়ে দেবেন। এই ঘোষণা শোনার পর পর লাখ লাখ ছবি এসে রাজদরবারে পেঁছিলো। কিন্তু একটি ছবিও রাজার পছন্দ হলো না। অতঃপর রাজা তায়েপ শহরের এক সওদাগরের সাথে কন্যার বিয়ে দিলেন।

হেকমত শাহা এই সংবাদ পেয়ে রাজিভান সুন্দরীকে বিয়ে করার জন্য তায়েপ শহরে এসে উপস্থিত হলেন। দেওয়ান হেকমত শাহার ছবি পেয়ে আনন্দিতও হলেন। এমন সুন্দর ছবি তিনি জীবনে আর কখনো দেখেন নি। তাই তিনি হেকমত শাহার ছবিটি সরাসরি রাজার হাতে দিলেন। রাজা সেই ফটোখানি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ও হেকমত শাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। হেকমত শাহা কারাগারে থেকে রাজিভানের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হলেন।

সওদাগর রাজিভানের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হেকমত শাহা সহ বাণিজ্য করতে চলে গেলেন। পথে মোনাই বাদশার কন্যা ছুরুতভান নেছাকে হাত করতে গিয়ে সওদাগর জীবন হারান। ছুরুতভান নেছা হেকমত শাহাকে স্বামী হিসেবে বরণ করেন। ছুরুতভান ছিলো দেবের কন্যা। পিতার অভিশাপে সে মোনাইর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলো। সেদিন থেকে তার অভিশাপ ঘুচে যাওয়ায় হেকমত শাহাকে এক বনের মধ্যে ফেলে ছুরুতভান নেছা দেবগণের মধ্যে ফিরে যান। এদিকে হেকমত শাহা ছুরুতভান কন্যাকে দেখতে না পেয়ে পাগল হয়ে ছুরুতভান নেছাকে খুঁজতে থাকেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি দেবের রাজ্যে যান ও বহু বাধা-বিপত্তির পর ছুরুতভান নেছাকে বিয়ে করেন।

বন্দনা

ও ছাওয়াল গাজী লো
তোমার পাওয়োত্‌ বন্দেগী ছালাম ।।
ওরে পোত্‌মে[১] হংকারে বন্‌দো
হায় রে পরভু নেরোনজন[২],
তাহারো পাওয়োতে হামার
হাজারো সালাম ।।

খোদার দোস্ত বন্‌দি কও মুই[৩]
অচুল[৪] পয়কম্‌বর[৫],
তাহার জামোতা বন্‌দো
হায় রে আলী পালোয়ান,
যাই[৬] দুই হাতোত্‌ ধরিয়া বাজায়
জমিন আর আচ্‌মান ।।

ফাতেমা জনোনী বন্‌দো
ভেস্তের খাতেমদার,
ওম্মোতের জন্যে যাই
কান্‌দে জারে জার ।।

হায় রে হাচেন হোচেন দুই বীর বন্‌দো
অচুলের হয় নাতী,
ভেস্তের দরোজাত জ্বলে
ঘিউয়ের পন্‌চোবাতি ।।

ছোট বড়ো গুনিক বন্‌দো
নম্‌বা মাতায় ক্যাশ,
যায় চউক দিয়া মারিয়া খাইচেন
জাটি উজাল দ্যাশ ।।

আরে আউয়াল হরোপ্ বন্দি গামো[৭]
কেতাব আর কোরাণ
পশ্চিমে বন্দোনা গামো
হায় রে মক্কা মাজেস্থান ॥

এইগুলা[৮] বন্দোনা কইতে
নাইগবে অনেকক্ষণ
এ্যাকেবারে বন্দিয়া কইনো[৯]
তিশকুটি দ্যাবগণ ॥

এইগুলা বন্দোনা কইতে
যে দ্যাবো এড়ায়,
শতেক শতেক পোন্নাম করো
সেই না দ্যাবের পায় ॥

এইগুলা সউগ বন্দোনা কইতে
যাই ছাইড়রে যাও,
গাদা তার বাপো রে
গাদিনী তারে মাও ॥

পালা শুরু

বাওয়া, আইস্‌পে শমোন
কইরবে দমোন রে
চোরায় ঘিরবে বাড়ী !
(আরে হায় হায়)

ফইজদেরী আসামীর ধেয়ান রে
দপ্‌তোর কইরবে জারী।
(আরে হায় হায়)

যিদিন তোমার হায়াত্‌ বাচা রে
শ্যাষ বা ভালা হইবে,
সিদিন আসিয়া দারুণ যমোরে
তোমার ঘাড়োতে বসিবে।
(আরে হায় হায়)

ও বাওয়া, দিন বা গ্যালো
কামো কাজে রে
আইত্‌ বা গ্যালো নিংদে,
(আরে হায় হায়)
কুনদিন বেন দারুণ যম
ঘিরিয়া ধরে মোরে।
(আরে হায় হায়)

বাওয়া, ছাইড়নো এ্যালা এইগুলা কতা রে
অইলো বা ভালে ভালে,
অই আভাব বাশ্‌শার দুই চাইর কতা রে
শুনিয়া ন্যাও সকলে।
(আরে হায় হায়)

ওরে আন্তাব নামোতে বাশ্‌শা রে
তারেপ শওরে,
এইদ্যান ধনী বাদ্‌শা নাই রে
শয়াল আর সংসারে।
(আরে হায় হায়)

ধন দিচে তাক ধনী আল্লায় রে
ধনের নাই তার ওড়[১০]
ধন দিয়া বান্দিচে বাশ্‌শায় গো
সোনার ঘর আর দোর।
(আরে হায় হায়)

এ্যাকদিন দ্যাকো আল্লায় রে
কান্‌দিয়া জারে জার,
এ্যাক কইন্যা দিলো খোদায় তাক
আনী[১১] মায়ের কোলায়।
(আরে হায় হায়)

ওরে চাদে আন্তাব চাদে মাস্তাব
কইন্যার উপে[১২] ঝলমল করে,
আজিভান ব্‌লিয়া নামো রে
আকে[১৩] বাপো মায়ে।
(আরে হায় হায়)

এইদ্যান করি পালে কইন্যা রে
বদোন কোলার পরে,
দিনে দিনে বাড়ে দ্যাকো কইন্যা
সন্‌জের উপো[১৪] ধরে।
(আরে হায় হায়)

এ্যাক দুই করিয়া বয়োস তার
বারো বা বচ্ছর হইলো,

ওরে কইন্যাকে বিয়া দিবার বুলি আজা[১৫]
ভাইবার নাগিলো।
(আরে হায় হায়)

ওরে বিয়ার নাগিয়া কইন্যার রে
কতোপা খবোর আইসে।
(আরে হায় হায়)

আজার কতা শুনিয়া আনী রে
নাইগ্‌ছে বলিবারে,
শোন বাশ্‌শা আলোম্‌পনা রে
জবান বা শোনো মোরে।
(আরে হায় হায়)

ওরে তোমরা হইলেন ভক্‌তের আজা গো
সয়াল আর সংসারে,
ন্যাকা পড়া না জানে কইন্যার রে
কাই বা বিয়া করে।
(আরে হায় হায়)

আনীর কতা শুনিয়া আজা রে
ভাবে বা মোনে মোনে,
পইড়বার জন্যো দিলো তাই কইন্যাক্‌
মোকতোব খানার ঘরে।
(আরে হায় হায়)

এইদ্যান করি আজিভান কইন্যা রে
পড়ে বা মোক্‌তোবে,
ওরে দেইক্‌তে দেইক্‌তে যত বিদ্যা
সউগে তাই তয় করে[১৬]।
(আরে হায় হায়)

ওরে পাষুণ বৈবোনের জ্বালা রে
কইন্যায় না পায় আর সহিতে।
(আরে হায় হায়)

ওরে সেন্দুর বরোন আচিল ওট রে
হইল্দা বরোন হইলো,
ভাইব্তে ভাইব্তে অই না কইন্যা রে
চামচুটকি[১৭] নাগিলো।
(আরে হায় হায়)

এ্যাকোদিনো দ্যাকো বাশ্শা রে
কোন বুদ্দি করিলো,
ওরে দেওয়ানোক্ ডাকিয়া কতা রে
কবার ভাই নাগিলো।
(আরে হায় হায়)

শোনেক শোনেক পানের দেওয়ান রে
জবান বা শোনেক মোরে,
ওরে করামো[১৮] কইন্যারো শাদী
হাসি আর খেলিতে।
(আরে হায় হায়)

ওরে এইদ্যান করি আত্তাব বাশ্শা
দেওয়ানোকে বলে,
কন্টেই আচে সমোপাটি
উট্কিয়া[১৯] দেও মোরে।
(আরে হায় হায়)

আরে এহি কতা শুনিয়া আজ্জার দেওয়ান
বেলোম নাই যে করে,
শওরে শওরে ঢোলাই বা দিয়া
নাইগ্চে বাজবারে।
(আরে হায় হায়)

ওরে যার যতোত্‌ আচে সোন্দর হাওয়া
ছবি তুলিয়া তারে,
ওরে প'চা নাইগবে** আজার বাড়ীত
কয়া বা দিন্‌ তোরে।
(আরে হায় হায়)

ঢোলাই শুনি যতো নোকজন
সাইজবার নাগিলো,
শাশুড়ি নাউয়া ধোপা রে
কেউ না বাকী অইলো।
(আরে হায় হায়)

ওরে এ্যাক এ্যাক করি আইলো ছবি রে
নাম বা কর্যো কতো,
হিসেব করি হইলো ছবি
নব্বই হাজার সাত শত।
(আহা হায় হায়)

ওরে এ্যাক এ্যাক করি দ্যাকে ছবি রে
বাশ্‌শা নামোদার,
এ্যাকনা ছবি না হইলো পচোন্দ
চউকোতে তাহার।
(আহা হায় হায়)

এ্যালা দ্যাকো এইগুলা কতা রে
অইলো বা ভালে ভালে,
তুগানের আজোম বাশ্‌শার দুই চাইর কতা
শুনিয়া ন্যাও সকলে।
(আহা হায় হায়)

আচিল আজোম বাশ্‌শা রে
তুগানো শওরে,

হেকমোত শাহা বুলিয়া ব্যাটা রে
আছিল তারো ঘরে।
(আহা হায় হায়)

এ্যাকদিন কয় হেকমোত শাহারে
নিজের বাপের আগে[১]
ওরে বিদ্যায় করি দেহ পিতা
বিদ্যায় দেহ মোরে।
(আহা হায় হায়)

ওরে এই না কতা যকোন বাপোরে
পাইলো বা শুনিবারে,
ওরে যাদু যাদু বুলিয়া বাশ্‌শা
নাগাইচে ডাকাইবারে।
(আহা হায় হায়)

আইসো আইসো ওরে বাচা
কোলোত্‌ বইসো তুমি,
(ওহো রে) শুনচোঁ মুই আজিভান নেচা
কুলেরো অসতী।
(আহা হায় হায়)

বাওয়া, অসতী কইন্যাকে বাওয়া
না আনিস্‌ তুই ঘরে,
ওরে অসতীর হাতোতে মরোন
কয় বা সরবোনোকে।
(আহা হায় হায়)

এইন্যান কতা যকোন হেক্‌মোত্‌রে
পাইলো বা শুনিবারে,
(হায় রে) কান্দি কান্দি পড়ে শাহা
পিতাজীরো পায়ে।
(আহা হায় হায়)

শোনেক শোনেক দয়াল পিতা গো
মুই কও' বা তোরে,
(ও, ওহে)
ওরে না দ্যাকিয়া আজিতানোক
না পারো থাকিতে।
(ও, ওহে)

ওরে অসতী কাকে কয়
খুলিয়া বা কও মোকে
ভাতার থাইক্তে বেটি ছাওয়া
অসতী হয় কিসে ?
(আরে ওহে)

বাওয়া, এই না কথা শুনিয়া বাশ শা রে
মাতা বা হালেয়া থাকে,[২২]
ওরে কি কয়া পাগোল ব্যাটাক
বুজাই এ্যালা হামি।
(ও, ওহে)

বাওয়া, বাশ্শায় ডাকেয়া কতা তকোন রে
ব্যাটার আগে বলে,
বিদ্যায় দিন, ওরে বাপধন
যাও এ্যালা তায়েপ শওরে।
(ও, ওহে)

বাওয়া, বিদ্যায় নিয়া হেক্মোত শাহা রে
সাজিয়া তৈয়ার হইলো
(হায় রে) ইতি দ্যাকো[২৩] আজোব কান্ডো
বিদাতায় করিলো।
(হায় হায় ওহে)

ওরে আছিল সেত্তেই পবোন সদাগর
তায়েপ শওরে,
(আরে ওহে)

তারে সাথে হইলো আজিভানের বিয়া
শুনিয়া কন্ তোরে।
(হায় হায় ওহে)

বাওরা, সওদাগরে পায়া কইন্যা
মোন হরোষিতে,
খ্যালবার নাগিল অংয়ের খ্যালা
আপোন বাসর ঘরে।
(হায় হায় ওহে)

এই জাগার কথা শুনারে
অইলো এই জাগাতে,
হেক্মোত শাহার কতা এ্যালা
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে।
(হায় হায় ওহে)

বাপের কাচ হাতে বিদ্যায় নিয়া
পন্তে[১৪] ম্যালা দিলো,
ওরে আজিভানের নাগিয়া শাহা
তারেপে চলিলো।

কতো ঝাড় ছাড়ে জংগোল ছাড়ে
কানাইর বিন্দাবন,
ওরে নদী-নালা, পাহাড়-পরবোত ছাড়ি বাচা
করিচে গমন।
(হায় হায় ওহে)

আর কতেক দুরে হাতে বা বাচা
আর কতেকদুরে গ্যালো,
সাম্নোত বাচ্চা তারেপ নগোর
নজোরোত্ পড়িলো।
(হায় হায় ওহে)

ওপোনীত হইলো শাহা
তারেপ শওরে,
নিজের চাাহারার ছবি শাহা
নাইগ্চেন তুলিবারে।
(হায় হায় ওহে)

ওরে নট্কেয়া[২৫] দিলো ছবিরে
আস্তা আরো পতে,
যাই যায় তাই দ্যাকে
নোক বা শতে শতে।
(হায় হায় ওহে)

(ওহো রে) এই না ভাবে দ্যাকো কতোদিন
গতো বা হয়া গ্যালো,
ওরে আত্তাব বাশ্শার দেওয়ানে তকোন
সেই ছবি দ্যাকিলো।
(হায় হায় ওহে)

ছবি দ্যাকি আজার দেওশান
ভাবে মোনে মোনে,
এ্যাতো সোন্দর বর কন্টেই হাতে
আইলো এ্যাতোদিনে।
(হায় হায় ওহে)

ছবি কোনা নিলো দেওয়ান
হাতোতে তুলিয়া,
যাবার নাগিলো কাচারি মুকে
এলাহি ভাবিয়া।
(হায় হায় ওহে)

ওপোনীত হইলো দেওয়ান
কাচারীরো পরে,

জোড় হাতে খাড়া হয়া
নাগিলো বলিবারে।
(হায় হায় ওহে)

শোনেক শোনেক বাশ্শা আলোম্পনা রে
জবান বা শোনেক মোরে,
সোন্দর বর আইল্চে এ্যাকজোন
কপালোত্ নাই তারে।
(হায় হায় ওহে)

এই না কতা যকোন বাশ্শায়
পাইলো বা শুনিবারে,
দ্যাহ দ্যাহ বুলিয়া বাশ্শারে
নাগিলো ডাকাইবারে।
(হায় হায় ওহে)

ছবি কোনা নিয়া বাশ্শারে
ভাবে বা মোনে মোনে,
য্যামোন বর সেইদ্যান বেটি
এ্যাকে বরাবরে।
(হায় হায় ওহে)

ওরে ভাবিয়া বাশ্শারে
বেলুম নাই রে করে,
ছিঁড়িয়া ফ্যালে দিলে সে ছবি
ভরা সবার মাজে।
(হায় হায় ওহে)

যকোন দ্যাকো ছবি কোনা রে
ছিঁড়িয়া ফ্যালে দিলো,
দুরেহাতে হেকমোত শাহা রে
ডাক দ্যাকিবার পাইলো।
(হায় হায় ওহে)

(হায় রে) দ্যাকিয়া হেকমোতে শাহা রে
কোরদে[১৬] জব্দিয়ায় গ্যালো,
আজার সামনে কতা কেবল ওহি
কবার যে নাগিলো।
(হায় হায় ওহে)

নেইম[১৭] ম্ই তোমারে কইন্যা
বাইর বা করিয়া,
তিসিরিয়া[১৮] জাইনবে নাম মোর
হেকমোতো ব্দিয়া।
(হায় হায় ওহে)

ওরে নামের হেকমোত নোয়াও ম্ই
কামের হেকমোত্ জানি,
নেশ্চয় জাইনবে তোমার বেটিক
হরোন কইরমো আমি।
(ও, ওহে)

এহি কতা বকোন বাশ্শায় রে
পাইলো বা শ্দিবারে,
(হায় রে) হাতে পায়ে বান্দিয়া তাক
আকিলো গারোদ ঘরে।
(ও, ওহে)

ওরে নামের হেকমত নোয়াও ম্ই
কামের বহকমোত্ জানি
নেশ্চয় জাইনবে তোমার বেটিক
হরোন কইরমো আমি।
(ও, ওহে)

এহি কতা বকোন বাশ্শায় রে
পাইলো বা শ্দিবারে,

(হায় রে) হাতে পায়ে বানদিয়া তাক
আঁকলো গারোদ ঘরে।
(ও, ওহে)

তিন দিন বাদ বাদ আইটা[২৯] ভাত তাক
দ্যায় বা খাইবারে.
আজিভান বুলিয়া হেকমোত্
নাগিলো কান্দিবারে।
(ও, ওহে)

মহোলোত্ আচিলো আজিভান নেচা
দাসীর ঘরে সাতে.
কাঁদোন শুনি কইন্যা তকোন
ভাবে বা মোনে মোনে।
(ও, ওহে)

ওরে কাইবেন উতি[৩০] কান্দে বসি
নাম ধরিয়ায় মোরে.
ওরে কোনবেন বেপোদোত[৩১] পড়ি কাই
ডাকপায় নাইগচে মোরে।
(ও, ওহে)

নিজের মোনে মোনে কইন্যা রে
আইতে দিনে ভাবে,
এইদ্যান ভাবে কত্পা দিন
গুজুরিয়ায় গ্যালো।
(ও, ওহে)

ওরে দিনে আইতে থাকে কইন্যা
সোরামীর বোগোলে,
ওরে কোন ফাঁক না পায় কইন্যা
বাইরা বাড়ীত যাইতে।
(ও, ওহে)

এ্যাকদিন দ্যাকো আজিভান কইন্যা রে
পত্‌রো এ্যাকো ন্যাকে**
ওরে আউটালে আউটালে** দিলো সেই পত্‌রো
দাসীরো মারপোতে।
(ও, ওহে)

ওরে পত্‌রো পায়া যায় বা দাসী
নাচিতে নাচিতে,
যেটেই আচিলো গারোদ খানা
গ্যালো সেই জাগাতে।
(ও, ওহে)

ওরে দ্বারের দ্বারী যাবার না দ্যায় রে
আইত্‌ দোপোরের পরে,
সেই জন্যে ঘোরোত্‌** আইলো দাসী
কইন্যারো মহোলে।
(ও, ওহে)

ওরে শোনেক শোনেক শোনেক কইন্যা
জবান বা শোনেক মোরে
ওরে যাবার নাই দ্যায় মোক দ্বারী
আইত বা দোপোরে।
(আরে ও আহা রে)

ওরে ব্যাড়ার জলকি দিয়া তাক
পান্‌ দ্যাকিবারে,
ওরে নাম ধরিয়া কান্দে বাই
কি বলিমো তোরে।
(আরে ও আহা রে)

ওরে স্‌দেশের ধেয়ান উপ তার
ঝলমল ঝলমল করে,

এ দ্যান উপ আর দ্যাকো নাই
অইন্য কারো শরীলে।
(রে মোন হায় হায় ওরে)

ওরে তোমরা ছাড়া এই জগোতোত্
বেটি ছাওয়া নাই তারে,
ওরে দুইজোন হইলেন এ্যাকে জোড়
বিদাতায় গড়িচে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ওরে দুইজোন হইলেন এ্যাকে জোড়
বিদাতায় গড়িচে,
জন্নুম করি তোমার বাপে তোমাক
সদাগরোক দিচে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ওরে এইদ্যান কতা যকোন কইন্যার
পাইলো বা শুনিবারে,
ওরে কপালোত্ চড় মারিয়া কইন্যার
নাইগুচে কান্দিবারে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ওরে মা মা মা
এ্যাকবার আইসেক মা এই আসোরে,
আইসেক মা সরের সতী
দুই পাওয়োতে পোন্নাম করি,
দয়া করি আইসেক মা
আন্দোমের সামনে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

এত্তেই আইলে আনোন্দো হইবে
মোনের দুক্ক মোর যাইবে দূরে,

দয়া করিয়া দ্যাকাও এত্তেই
সেই জোনাক মোরে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ওরে আউল বাউল কতা যকোন দাসীরে
পাইলো তাই শ্বুনিতে,
কইন্যার হাত ধরিয়া দাসী
নাইগ্‌চে বলিবারে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

শোনেক শোনেক শোনেক কইন্যা গো
জবান বা শোনেক মোরে,
ওরে শরোম নেচা ব্বুলিয়া বিবি গো
বাড়ীর ওত্তোর পাকে[৩৫],
ওরে যেটেই সেটেই যকোন তকোন তাই
যাবার দ্যাকো পারে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

তোমার বাপে হ্বুকুম দিচে মা
শরোম নেচার তরে,
যেটেই সেটেই যাবার পায় মা
আইতে আরো দিনে।

(হায় রে) যকোন দ্যাকো আজিভান নেচায়
এই কতা শ্বুনিলো,
ওরে নইক্‌কো ট্যাকার গালার হার খ্বুলি
সেই দাসীর গালাত্‌ দিলো।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ওরে এ্যাক পাজলানে[৩৬] যাও দাসী
বাড়ীর ওত্তোর পাকে,
(হায় রে) কনটই আচে শরোম নেচা
আনিয়া দ্যাও না মোরে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

এই কতা শুনিয়ায় দাসী রে
বেলোম নাই যে করে,
শরোম নেচার বাড়ী বুলিয়া দাসী
নাইগ্‌ছে যাইবারে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ওপোনীত হইলো দাসী
অইনা বাড়ীর পরে,
শরোম নেচা বুলিয়া দাসী গো
ডাকপার যে নাগিচে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

এক ডাক দুই ডাক
তিন ডাকো দিলো,
চাইর ডাকের কালে শরোম নেচা
বাইর হয়া আইলো।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

দাসী কয় হাটেক বেটি
কইন্যারো মহোলে
বড়ো সাদ হইচে কইন্যার
তোমাকো দ্যাকিতে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

সে কতা শুনিয়া শরোম নেচা
সাতোতে চলিলো,
কইন্যারো বোগোলোত[৩৭] যায়া
এ্যাক নওজাতে[৩৮] পঁচিলো।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

শোনেক শোনেক শরোম নেচা
দুই যা কও রে তোরে,

ওরে সউগ সোমে[৩১] মোনের আগুন
ধিক ধিক করি জ্বলে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ভাতার হইচে হামার
আংগুল আটকুড়া,
ক্যামোন করি পাইম মুই শান্তি
দেও তো মোক বলিয়া।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

(ওহো রে) এই কতা শুনি শরোম নেচা
বেলোম না করিলো,
গোট গোট করি সউগ্ কতায়
শুনিয়া ভালা নিলো।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

শরোম নেচায় কয় কইন্যা
আনো আনী মাওয়োক ডাকেয়া,
করিম মুই যতো কাম রে
তারে হুকুম নিয়া।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

(হায় রে) ডাক শুনিয়া আইলো আনী
কইন্যারো মহোলে,
শরোম নেচায় যতো সউগ কতা
নাগিলো বলিতে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

কতা শুনিয়া অইনা রে আনী
ভাবে বা মোনে মোনে,
সেইজন্যে বুজিকেল অসের কইন্যা মোর
শুকপার নাইগচে দিনে দিনে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

না আকিম মুই এইদ্যান জামাই রে
মহোলের মাজারে,
কয়দিন বাদে খ্যাদেয়া দেইমো মুই
আটকুড়া জামাইরে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

মাগো মা, কালা জামাই ভালো নাগে না
কালা জামাই মা ধুতি পে'দে,
দ্যাকতে এ্যাক না ভুত সাজে
ভয় নাগে শোনেক মা মোর বোগোলে শুতিতে।।

যকোন জামাই বোগোলোত আইসে
আগ্ দ্যাকলে ভয় হয় মোনে,
ককোন যেন শোনেক মাতা
পরান মোর বদে।

তোমার জামাই বিচ্নাত্ শোতে
ঠিক যেন মরা সাজে,
সারা আইত্ পোয়া যায়
না ডাকায় মোরে।

আইত্ পোয়াইতে মোক উটিয়া বলে
খাবার করি দেও যাই কাচারিতে,
দারুণ যৈবনের জ্বালা মোর
সউগ সোমে জ্বলে।

এ্যাতোদিন আকচিনু কতা
মোনের মইদে,
নজ্জা শরোম সউগ ছাড়ি মা
কনু তোরে।

এইদ্যান কতা যকোন আনীরে
পাইলো বা শুনিবারে,

ওরে বেটি বেটি বলিয়া আনী
তুলিয়া নিলো কোলে।

ওরে মাওয়ে বেটি কান্দে দুই জোন
গালা সাপ্টে ধরিয়া,
ওরে ভিজিয়া গ্যালো দুই জোনের কাপড়া
চউকের পানি রে পড়িয়া।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

এইদ্যান করি কান্দে আনী
কইন্যাক্ কোলত্ নিয়া
শরোম নেচাক্ ডাকেয়া কতা
দিলো তাই বলিয়া।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

শোনেক শোনেক জবান নেচা রে
জবান বা শোনেক মোরে,
ওরে যে জাগাত্ আছে হেকমোত্ শাহা রে
সেত্তেই যাও চলিয়া।
পুরা করো কইন্যার আশা
এত্তেই তাক আনিয়া।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

(ওহো রে) হুকুম পায়া শরোম নেচা
ভাবে রে মোনে মোনে,
ওরে কন্টই আছে হেকমোত শাহা
বান্দিয়ার আনো তারে।
(হায় ওহে)

ইতি দ্যাকো দুন্টা পতি রে
আছে বা পাছে পাছে,
ককোন বেন কিবা করে
হামারো কপালে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

এইগলা কতা শুনিয়া শরোম নেচা
বুদ্দি গোটেয়ার নিলো,
যেটেই আচে হেকমোত শাহা রে
সেই জাগা বুলি ম্যালা দিলো।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ওরে ওপোনীত্ হইলো বিবি রে
হেকমোত্ শাহার ঘরে,
দ্যাকিয়া শরোম নেচাক
পহোরাদার পহোরা ছাড়ে।
(রে মোন হায় হায় ওহে)

ওরে এ্যাকো ডাক দুইও ডাক
তিনো ডাকো দিলো,
মুই হনু আজিজান নেচারে
চউক বা ম্যালয়া দ্যাকো।
(হায় ওহে)

আজিজানের নাম শুনি তকোন
হেকমত নামোদার,
এ্যাকমোচড়ে বেড়ি কুড়ি রে
ছিঁড়ি ফ্যালাইল ব্যাবাক।
(হায় ওহে)

ওরে গাও মোড়ামুড়ি দিয়া শাহা রে
উটিয়া বসিলো,
ওরে আইসো আইসো বুলিয়া শাহা রে
হাত বাড়েয়ায় দিলো।
(হায় ওহে)

হাত বাড়া দ্যাকি শরোম নেচা
হেকমোত শাহর গালা সাপটে ধরিল,

ওরে গোট গোট করি যতো কতা রে
কবার যে নাগিলো।
(হায় ওহে)

ওরে থাকেক থাকেক থাকেক শাহা রে
নেরোলে বসিয়া,
ওরে আল্লায় মিলেইলে দেমো
কইন্যা তোমাকে আনিয়া।
(হায় ওহে)

ওরে তোমার সোন্দর ছবিকোনা
নিয়া আসি দাও মোরে,
তে হইলে পাইম কইন্যারে
আনিয়ায় ভালা দিতে।
(হায় ওহে)

এহি কতা বকোন শাহা রে
পাইলো না শুনিতে,
যোগ্লোতে আছিল ছবি
দিলো তকোনে তার হাতে।
(হায় ওহে)

ওরে বিবির পাওয়োত্ পড়ি তকোন
নাগিলো কান্দিতে,
ওরে কইন্যার দ্যাকা না পাইলে মুই
মোন না পাঁও বান্দিতে।
(হায় ওহে)

ওরে এই কতা শুনিয়া দাসী
বেলোম নাই রে করে
ওরে শাহা কে নিয়া যায় তকোন
কইন্যারো মহোলে।
(হায় হায় ওহে)

ওরে ওপোনীত হইলো বায়া বিবি
কইন্যায়ো মহোলে,
ওরে শাহাকে দ্যাকিয়া সোনদোয়ী
হাইসতে হাইসতে বলে।
(হায় হায় ওহে)

ওরে আইসো আইসো আইসো নাত্ হে
আইসো মোর পালোংগে,
না দ্যাকলে তোমার মুক রে
বাঁচিম মুহ ক্যামোনে।
(হায় হায় ওহে)

ওরে নানা ধেরান খেলা কইন্যায়
খ্যালায় বাসোর ঘরে,
ওরে ইতি দ্যাকো পবোন আজা
আইলো মহোলে।
(হায় হায় ওহে)

(হায় রে) যকোন দ্যাকো পবোন আজা
মহোলোত আসিলো,
দ্যাকিয়া আজিভান নেচা
ভাবনাতে পড়িলো।
(রে মোন হায় হায় রে)

থাইকতে থাইকতে কয় পানের পতি
জবান বা শোন মোরে,
আইলচে আইজ মোর নিজা ভাই
তোমাকে দ্যাকিতে।
(রে মোন হায় হায় রে)

ওরে এইদ্যান কতা যকোন আজা রে
পাইলো শুনিবারে

ওরে আজিভানেক কয় কতা
কি শোনাইলে মোরে।
(রে মোন হায় হায় রে)

সালামো আলেকুম পুরিয়া
দোন জোন মেলে গালায় গালায়,
আজিভানের বুদ্ধির সাথে
আজায় মাতা হালায়।
(রে মোন হায় হায় রে)

ওরে কইন্যারো চলোন আজায়
পাইলো বুজিবারে,
মুকের সামনোত্ কোন কতা আজায়
না পায় তাই কবারে।
(রে মোন হায় হায় রে)

এই না ভাবে কতোপা দিন রে
গতো বা হয়া গ্যালো,
ওরে আপনারো দেশোত শাহা
বুন্দি গোটেয়ায় নিলো।
(রে মোন হায় হায় রে)

আজায় কয় আজিভান নেচারে
জবান বা শোনেক মোরে,
বিদায় করি দেও যাঁও মুই
বানিজ কইরবারে।
(রে মোন হায় হায় রে)

এই কথা শুনিয়ায় কইন্যা
বেলোম নাইরে করে
সোনার চাইলোন বাতি কইন্যায়
নাগাইল সাজাইবারে।

ঘিউয়ের ম্যালা বাতি কইন্যারে
নাগাইল সাজাইবারে,
সোনার চাইলোন্ বাতিত্ কইন্যার
তাক্ জ্বলেয়া নিচে।
(হায় ওহে)

(হায় রে) হাসি মুকে দ্যাকো কইন্যার
বিদ্যায় ভালা দিলো,
হেকমোত শাহাক নিয়া আজা
বানিজ্জোত চলিলো।
(হায় ওহে)

যকোন দ্যাকো নিলো আজায়
হেকমোত শাহাক্ ওরে,
তাক দ্যাকি আজিভান নেচা
কান্দে জারে জারে।
(হায় ওহে)

ওরে হাত পাও ধরি সোয়ামীক কয়
ভাইয়োক যাও ছাড়িয়া,
ভুলিয়া থাকিম তোমার কতা রে
ভাইয়োকে দ্যাকিয়া।
(হায় ওহে)

(হায় রে) এহি কতা যকোন আজা রে
পাইলো বা শুনিবারে,
একেবারে জ্বলে আজা
বারুত বরাবরে।
(হায় ওহে)

ওরে নোহার এ্যাক সন্দুক ন্যায়
সাতোতে করিয়া,

ওরে বানিন্জোতে যায় আজা
উজানো বদ্লিয়া।
(হায় ওহে)

কতো ঝাড় বা ছাড়ে জংগোল ছাড়ে
কানাইর বিন্দাবোন,
পাহাড়-পরবোত্ নদী নালা ছাড়ি আজা
কইরচে গমোন।
(হায় ওহে)

আর কতেক দূর হাতে আজা
আর কতেক দূর গ্যালো,
ডাংকা বাঁদা আচিল ঘাটোত্
দ্যাকিবারে পাইলো।
(হায় ওহে)

আজায় কয় শোন রে দেওয়ান
এই ঘাট হইলো কার ?
কিসোক এত্তেই** ডাংকা বাঁদা
এত্তেই বসোতি কোন আজার ?
(হায় ওহে)

দেওয়ানে কয় তোনাই নামোতে আজা
এই দ্যাশোত্ তার ঘর,
ছুরুত্জান নামোতে কইন্যা রে
ঘরোত্ আচে তার।
(হায় ওহে)

বারো বচ্চোর হইচে কইন্যার
ত্যারো নাই রে পোরে,
মাতাতে হইল মটুক্ চুল কইন্যার
কপাল নাই রে বেরে।
(হায় ওহে)

চান্দে আত্তাব চান্দে মাত্তাব
সুন্দে ঝলমল করে,
শরোট[৪১] না ধরে উপ
উচলি উচলি পড়ে।
(হায় ওহে)

ওরে পেন্দনোতে[৪২] জ্যাং জ্যাংগা[৪৩] কাপোড়
সউগে দ্যাকা যায়,
ওরে পুবাল বাতাস নাইগলে কাপড়োত্
উড়িয়া ব্যাড়ায়।
(হায় ওহে)

ছাইট্পার ধইল্লে বুকের মাই
করে থরথর,
অসিকে দেইক্লে তার
গাওয়োত্ আইসে জ্বর।
(হায় ওহে)

খোপা কোনা বান্দিল কইন্যা
খে পার করিল ঠাট,
তারে উপরোত নাগেয়া দিলে
শোবা গইন্জের হাট।
(হায় ওহে)

খোপা কোনা বান্দিল কইন্যা
খোপা হইল উলুবুল,
খোপার ওপরোত বসেয়া দিলে
নানা ধেয়ান ফুল।
(হায় ওহে)

এই না জাতে উপভান কইন্যা
সাজোন রে করিয়া

আস্তার[৪৪] দিকি চায়া অইলো[৪৫]
ভাতারের নাগিয়া।
(হায় ওহে)

ওরে মাটির তলের আস্তা দ্যাকো রে
যাওয়া যে নাগিবে,
কতো ধেরান বাগ আর ভানুক
সেই আস্তাতে নাচে।
(হায় ওহে)

যাই দ্যাকো যাবার পাইবে
সগ্গাইকে মারিয়া,
সেই জোনে পাইবে কইন্যা
দিনু যে বলিয়া।
(হায় ওহে)

(হায় রে) কতা শুনি বাশ্শা তকোন
বেলোম না করিলো,
দেওয়ানোকে ডাকেয়া কতা
কবার যে নাগিলো।
(হায় ওহে)

শোনেক শোনেক ওরে দেওয়ান
কতা বা শোন রে মোরে,
ওরে না নিয়া ছুরুতভান নেচারে
না যাইম মুই ফিরিয়া।
(হায় ওহে)

যাইম মুই কইন্যার জন্যে রে
কপালোত্ যেটা আছে,
না শুনিম মুই কোন কতা রে
যা হবার হইবে পাচে।
(হায় ওহে)

ওরে সুবুদ্দি আছিল আজার
কুবুদ্দি ধরিলো,
আপনারো পাও দ্যাকো আজা
যমের ঘরোত্ দিলো।
(হায় ওহে)

যকোন কালে পবোন আজায় দ্যাকো
পন্তোত্[৪৬] মালা দিলো,
(হায় রে) ওপোর হাতে এ্যাক পাকী
কথার যে নাইগ্লো।
(হায় ওহে)

থুইয়া না যাইস্ আজা
কালা সাপ নাওয়োতে,
ওরে মরা নাইগ্বে শোনেক আজা
কইন্যারো মহোলে।
(হায় ওহে)

ওরে এহি কতা শুনিয়ায় আজা
ভাবে বা মোনে মোনে,
(হায় রে) সাতোত্ নিয়া গেইলে তাক
কইন্যায় না ছাড়িবে।
(হায় ওহে)

ভালোক না ক'ও ভালো বিদাতা
মোন্দোক না ক'ও ভাল্,
ওরে মোন্দ মোর নসিবের ন্যাকা[৪৭]
মোন্দ মোর কপাল।
(হায় ওহে)

আরে কম্বক্তার কপাল রে ভাই
নসিব নোয়ায় মোর ভাল্,

ওরে যেবা বৃক্ষের তলোত যাও মুই
তারে ভাংগে ডাল।
(হায় হায় হায় ওহে)

যে বৃক্ষের তলোত যাও যাদু রে
ছেয়া[৪৮] পাবার আশে.
ওরে সেই না বৃক্ষের ডাল ভাংগিয়া
পড়ে মোর মাতাতে।
(হায় হায় হায় ওহে)

এই বুলিয়া কান্দে আজা রে
অন্দা আন্ধার[৪৯] পরে,
কাইন্তে কাইন্তে পবোন আজা রে
নাগিলো যাহিবারে।
(হায় হায় হায় ওহে)

দিশা : বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল[৫০]।

ওরে এইনা ভাবে যায় আজা রে
মারো মারো করি,
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল।।

বাওয়া, মাহা ব্যাগে যায় না আজা রে
ছুরুৎভানের মহলে,
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল।।

আর কতেক দূর হাতে বা আজা রে
আর কতেক দূর পাড়লো,

বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল ॥

সামনোত্ দ্যাকো বাগ আর ভাল্লুক
দ্যাকবারে পাইলো।
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল ॥

বাওয়া বাগ ভাল্লুক দ্যাকিয়া আজা রে
ভাবে তাই মোনে মোনে,
বিক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল ॥

ওরে কমরোত আছিল হীরার ছোরা রে
খুলিয়ায় ভালা নিলো,
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল ॥

যকোন কালে হীরার ছোরা রে
হাতোত্ তুলিয়ায় নিলো,
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপাকাল ॥

দ্যাকিয়া বাগ ভাল্লুক সউগেরে
ফ্যাকোয়[১] বা ধরিলো,
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল ॥

বাওয়া, যকোন দ্যাকো পবোন আগ্গা রে
অই যাগ দ্যাকিয়ার নিলো,
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল।।

ছেলেচমাতি কারবার তকোন তাই রে
সউগ জানিবের পাইলো,
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কতপা কাল।।

ওরে আচিল দ্যাকো আগুনের বানো রে
আজ্ঞারো শরীলে,
বিক্ক শিমলা হে পবোনে বও নাও
নারী হয়া সোনার যৈবোন
আইকমো কত পা কাল।।

ওরে এ্যাক্কেবারে ছাড়ে পন্‌চো বানো রে
কইন্যারো সামোনে।
(আরে হায় হায়)

যকোনে দ্যাকো পন্‌চো বানো রে
আজ্ঞার দ্যায় ছাড়িয়া,
ভরাত্‌ করি দ্যাকো সেই আগুন রে
উটিলো জ্বলিয়া।
(আরে হায় হায়)

ওরে বিনি ম্যাগে ডাইকপার নাগিলো দেওয়া রে
ঝড়ি এ্যাক ফোটাও না পড়ে,
দেখোসেতে হইলো আন্দার রে
আতীর বরাবরে।
(আরে হায় হায়)

ওরে তার পাছে উটিলো ধুমা রে
পুরীর চাইরো ভিতে,
ওরে যতো আছিল বাগ ভাল্লুক
না পায় আর টিকিতে।
(আরে হায় হায়)

ওরে এইদ্যান জোরে আইলো পানি রে
খলখলানি তুলিয়া,
পানি দ্যাকি হুরুতভান নেচার রে
ডরোতে কাঁপে হিয়া।
(আরে হায় হায়)

(হায় রে হে) ওরে এইদ্যান ভাবে যকোন কইন্যায়
পাইলো বা দ্যাকিবারে,
ওরে বারুতের ঘরোত যেন
আগুন নাগেয়া দিচে।
(আরে হায় হায়)

ওরে ঝড়ি আইপের বান কইন্যায়
ছাড়ে হংকারো ছাড়িয়া,
ওরে যতো আগুন আছিল দ্যাকো
গ্যালো সউগ নিবিয়া।
(আরে হায় হায়)

ওর পাচে ছাড়িল পাতরির বান
আইগুনের ধেরান হইয়া,
(হায় রে) পাত্থরের ধমকোতে দেওয়ার ডাক
গ্যালো রে কমিয়া।
(আরে হায় হায়)

বাওয়া, তার পাচে ছাড়িল শলকের বান রে
পেন্দনের কাপোড় বা খুলিয়া,
ওরে কইন্যার উপের শলুকোত গ্যালো তকোন রে
আঁদার যে ডুবিয়া।
(আরে হায় হায়)

ওরে দ্যাবের দ্যাবপুরী হাতে কইন্যা
দ্যাবের শাও বা নিয়া,
ওরে কিছুদিনের জন্যে আল্‌চিল
জংগোলে বুলিয়া।
(আরে হায় হায়)

বাওয়া, ছাড়িল দ্যাকো চুপলী বানো রে
ধনুতে জুড়িয়া (ওহে),
ওরে যতো আচিল পানির ঢেউ
সউগ নিলো চুষিয়া।
(আরে হায় হায়)

ওরে এইদ্যান ভাবে পন্‌চোবানো রে
কইন্যায় দিলো যে কাটিয়া,
ছোড়া হাতোত্‌ নিয়া উটিল কইন্যা
হুংকারো ছাড়িয়া।
(আরে হায় হায়)

নাপ** বা দিয়া ধরে কইন্যায় রে
আজার হাত বা খানি,
কন্‌টই এ্যালা পলাইবে আজা রে
তার উপেয় নাহি দ্যাকি।
(আরে হায় হায়)

দিশাঃ কলেমা বিনে আর ভস্‌সা নাই হে !
আল্লা আল্লা মাবুদ মওলা গো
দয়া বা করো মোরে।
কলেমা বিনে আর ভস্‌সা নাই হে।

ওরে কি বেন গোনা কম্, আল্লা গো
তোমারো দরবারে।
কলেমা বিনে আর ভস্‌সা নাই হে ॥

ও আল্লা এই কি আছিল
মোর কপালোত্ রে।
কলেমা বিনা আর ভস্সা নাই হে ॥

ও আল্লা কপালের ন্যাকা
(হায় মোর আল্লা হায় রে হায়)
কলেমা বিনে আর ভস্সা নাই হে ॥

ও আল্লা মরোনকালে দ্যাকা না হইলো রে
ও আল্লা মামু চাচার দ্যাকা।
কলেমা বিনে আর ভস্সা নাই হে ॥

বাওয়া, কনটই অইলো আজিভান নেচা রে
ও আল্লা যার মুকোৎ মিটা কতা।
(হায় মোর আল্লা হায় হায়)

ওরে কনটই অইলো বাড়ী আর ঘর রে
ও আল্লা কনটই অইলো সাদের ভাইধন
পাকীর কতা না মানিয়া রে
ও আল্লা হনু মুই অপোমান
(হায় মোর আল্লা হায় হায়)

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
কতো শতো আইকচো পহোরা গো
এই সোরোংগেরো পরে,
ক্যামোন করি এও আলু চোরা
মোর এই মহোলে।

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
ওরে চোরায় কয় লোকেক কইনা
মুই বা ক'ওরে তোরে,

ওরে কিসোক দিবেন ছাইন বোট কইন্যা
ঘাটেরো ওপোরে॥

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
ওরে এ কতা শুনিয়া কইন্যায়
ভাবে বা মোনে মোনে।

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
কোন বা জন আছে তোমার
এ ভবো মাজারে,
কাক নিয়া আইলে তুমি
এই না দুপোরে।

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
ওরে কাইবেন হয় সেই জোন তোমার
খুলিয়া কও বা মোরে।

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
ওরে এ্যাক এ্যাক করি কয় আজা গো
কইন্যারো সামোনে
ওরে যে জোনাক আনিচো সাতে গো
তাই ভয় হয় মোরে।

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
বাওয়া, এই কতা শুনিয়া কইন্যা রে
কবার যে নাগিলো,
ওরে আদি অন্তো যতো সউগ কতা
ভাংগিয়ায় বলিলো।

দিশাঃ ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
ওরে এই কতা শুনিয়া পবন আজ্ঞা রে
কইন্যার পাওয়োত্ বা পড়ি,
কয় ক্যামোন করি জাইনলে কইন্যা হে
হামার ঘরোত্ বা আচে নারী।

দিশাঃ ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
ওরে আগুমনি কতা বা কইন্যা রে
পায় বা গণিবার,
মরোন জেবোনের কতা
পারে তাই কইবার।

দিশাঃ ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
যাক আনলু সাতে করি
দোষপোন** বা ভাবিয়া,
সেই জোন হইবে মোর সোয়ামী
শোনেক মন দিয়া।

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
ওরে তোমার যে কাল যমোরে
তাক না বুজিলে,
সোনের পক্ষী হয়া তোক
আগোতে কয়া দিচে।

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
(ও হায় রে) এহি কতা যকোন আজ্ঞায়
পাইলো তাই শুনিতে,

আসমান ভাংগিয়া তার
পইলো মাতাতে।

দিশাঃ কি ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে।
শোনেক শোনেক ওরে কইন্যা
মোরে মুকের বাণী,
তাই হইলো কড়ার ভিকেরী
হামি তোকে জানি।
(হায় ওহে)

হেকমোত্ নামোতে শাহা
বাশ্শা হইলো তাই,
তাই ছাড়া তক্তোত্ বইসের
সাইদ্দো[৫৪] কারো নাই।
(হায় ওহে)

এহি কতা কয়া কইন্যারে
বেলোম নাই যে করে,
দাসী দাসী বুলিয়া কইন্যা
নাইগ্চে ডাকাইবারে।
(হায় ওহে)

এ্যাকো ডাকো দুইরো ডাকো
তিনো ডাকো দিলো,
চাইরো ডাকের কালে দাসীরা
হাজুর ভালা হইলো।
(হায় ওহে)

(ওহো রে) এ্যালায় যাও ওরে দাসী
সান্বান্দা অই ঘাটে,
নাওয়োত্ আচে মোর সোয়ামী
যায়া নিয়া আইসো তারে।
(হায় ওহে)

সেন্দুকোত্ ভরেয়া ভাসেয়া দেও
এই দুরেচার**,
বাহির হয়া কোনদিকি যেন
না পায় তাই যাবার।
(হায় ওহে)

বাওয়া, দ্যাকিতে দ্যাকিতে গ্যালো দাসী রে
সান বা বান্দা ঘাটে,
বসিয়া আছে হেকমোত শাহা রে
পাইলো বা দ্যাকিতে।
(হায় ওহে)

ওরে এই না ভাবে দ্যাকো দাসী
দেলোম না করিলো,
হেকমোত্ শাহাক ভয়দণ্ডেতে**
সোয়ারীত্ তুলিয়ায় নিলো।
(হায় ওহে)

ওরে ওপোনীত হইলো যায়া দাসী রে
কইনারো সামোনে,
ওরে কাড়্ বাড়্ করি কতা ক্যাবোল
কইলো তাই তামানে।
(মরি হায় ওহে)

ওরে এই না কতা শুনিয়া কইন্যা রে
গ্যালো তাই নিরালা মন্দিরে,
ওরে সাম্নোত আছিল ভাংকা বাঁদী রে
দ্যাকে তাই নজোরে।
(মরি হায় ওহে)

এ্যাক ডাং দুই ডাং
তিন ডাং দিলো,

চাইর ডাকের কালে ডাংকা রে
ফাটিয়ার ভালা গ্যালো।
(মরি হায় ওহে)

যকোন কালে ডাংকা কোনা রে
ফ্যালাইলো ফাটেরা,
সগ্গোত আছিল দ্যাবগণো রে
নিলো তাক শুনিয়া।
(মরি হায় ওহে)

কইন্যার কান্দোনে দ্যাকো রে
দ্যাবের আসোন নড়ে,
বাতাসের সাতে উড়িল তামরা
বাতাসে ভর কইরে।
(হায় ওহে)

ওপোনীত হইল সগ্গাই রে
বোবাহো জংগোলে,
তামরা দ্যাকে বইন কাইন্দবার নাইগ্চে
এ্যাকজোন ব্যাটা ছাওয়ার সামোনে।
(হায় ওহে)

ওরে দিদি দিদি বুলিয়া দ্যাবগণ
নাইগ্চে ডাকাইবারে,
ডাক বা শুনি ছুরুতভান বিবি রে
নাইগ্চে কানদিবারে।
(হায় ওহে)

কথা : ও দিদি, ক্যা দিদি তুই কাইনবার
নাগচিস, কওতো শোন ?

শোনেক শোনেক বুবুজান
মুই বলো তোমারে,

এ্যালায় মুই যাইম চলি
দ্যাবোপুরের মাজে।
(আরে অই আহা রে)

ওরে অতে ভর করিয়া দ্যাবগণ
সেলোম নাই সে করে,
আরে বাও বা ভরে যায় বা দ্যাবগণ
দ্যাবোপুরের মাজে।
(আরে অই আহা রে)

ওরে ওপোনীত হইলো দ্যাবগণ
দ্যাবোপুরের মাজে,
বসিয়া আছিল শ্রীধর আজ্ঞা
পাইলো দ্যাকিবারে।
(আরে অই আহা রে)

ওরে কাইন্তে কাইন্তে পড়ে কইন্যা রে
বাপের অই চরোণে।
(ওহো রে) দয়া করো দয়াল পিতা
তে না হইলে বাইচমো বা ক্যামোনে।
(আরে অই আহা রে)

আইলচে আইজ তোমার কইন্যা রে
তোমার বা সামোনে,
(ওহো রে) তার দিকি দ্যাকিয়া আইজ
অইক্যা[৬৭] করো পানে।
(আরে ওই আহা রে)

কথা ঃ শোনেক কইন্যা, বায়ো বচ্ছোরের জন্যে তোক শাও-শারাপ দিচনু, সেই শাও শারা-পোতে তুই এই দ্যাবপুর হাতে গেইচলু দুনিয়ায় যইদোত্, তুই তো এ্যালা অসতী। সেইজন্যে তোক আর দ্যাবপুর নেওয়া হবার

নয়। তুই ব্যাটা ছাওয়ার সাতে ভাব কচ্ছিলু,
সেইজন্যে ব্যাটা ছাওয়ার গাওয়ের গোন্দ
তোর গাও হাতে এ্যালাও সারে নাই।

বাওয়া, এই কতা যকোন কইন্যা রে
পাইলো শুনিবারে,
কাঁইদবার নাগিলো কইন্যা তকোন
বাপের পাওয়োত পইড়ে।
(আরে অই আহা রে)

হাত বা ধরি তুলিয়া আজা রে
টানিয়া নিলো কোলে,
ব্যাটা ছাওয়ার সাতে যেলোন হইচে মাগো
জাইনবার পাইনো দেলে।
(আরে অই আহা রে)

ওরে দ্যাবগণের সাতোত্ জোড়া তোর
বিদি নাই রে ন্যাকে,
চলি যাও যেটেই মাইনষের দ্যাশ
সঁপিনু তোমারে।
(আরে অই আহা রে)

এহি কতা শুনিয়া কইন্যা রে
যায় বা ধেরে ধেরে,
যেটেই আছিল মাও জনোনী
পাইলো দ্যাকিবারে।
(আরে অই আহা রে)

(হায় রে) কাইনতে কাইনতে অই না কইন্যা
মাওয়ের আগোত্ বলে,

হামাকে ছাড়িয়া মাও মোর
এ্যাতোদিন কন্টেই আইচলে।
(আরে অইআহা রে)

ওরে পাষাণের নাহান বাপ মোর মাও গো
দয়া নাই তার শরীলে,
ঘরের মইদোত্ এ্যাককোনা বেটি তোর
তাকে শাও শরাপ দিলে।
(আরে অই আহা রে)

(হায় রে) থাকেক থাকেক থাকেক মাগো
মোর এই না মহোলে,
দ্যাকিম মুই তোমার বাপে মা
তোমার কি বেন কইরবার পারে।
(আরে অই আহা রে)

ওরে এইদ্যান করি কত্পা দিন রে
গত বা হয়া গ্যালো,
হেকমোত শাহার কতা রে কইনার
মোনোত পড়িয়া গ্যালো।
(আরে অই আহা রে)

শোনেক শোনেক মাও জনোনী
কয়া বা বুজাও তোরে,
বুকোত্ পাষাণ দিয়া এ্যাতোদিন
আইচনু তোমার ঘরে।
(আরে অই আহা রে)

হেকমোত নামেতে শাহা রে
অই না দ্যাশোত ঘর,
না পায়া দেইক্পের তাকে
মোন হইচে পাগোল।
(আরে অই আহা রে)

মায়ের বা খেয়াল ধন দ্যাকো রে
অই জগোতোত্ নাই,

না পাইলে তাকে মুই
　　　　ভেবোনে বাইচ্‌পার ন'ও।
　　　　(আরে অই আহা রে)

(ও হায় রে) এহি কতা যকোন মারে দ্যাকো
　　　　পাইলো বা শুনিবারে,
ওরে হাত ধরিয়া টানিয়া কইন্যারে
　　　　তোলে বা আপোন কোলে।
　　　　(আহা অই আহা রে)

ওরে তাই হইলো আদোমের জাইত্‌
　　　　মাগো তোমরা হইলেন দ্যাবো,
দ্যাবের কইন্যা হয়া এ্যামোন কতা
　　　　ক্যামোন বা করিবায় কহো।
　　　　(আহা অই আহা রে)

এইদ্যান কতা শুইনলে তোমার বাপে গো
　　　　জ্বলিয়া যাইবে আগে,
মুইজবার না পাও মাগো
　　　　মোর কপালোত্‌ কি বেন আচে।
　　　　(আহা অই আহা রে)

ওরে এই কতা শুনিয়া কইন্যা রে
　　　　কান্‌দে বা জারে জারে,
ভিজিয়া গেল পে'দনের কাপড়া রে
　　　　কইন্যার দুই চউকের জলে।
　　　　(আহা অই আহা রে)

ওরে হয় তাক আনিয়া দেও মাগো
　　　　তে না হইলে ফ্যালাও মারি,
ওরে দারুণ যৈবোনের জ্বালা মাগো
　　　　আর সবারে না পারি।
　　　　(আরে অই আহা রে)

তারে যদিকেল না পাও মাগো
না থাকিম মুই বাঁচি,
(বল হায় হায়)

ওরে পাগলী হয়া মাগো
যাইম মুই বাড়ী ছাড়ি!
(বল হায় হায়)

বাওয়া, এইদ্যান কতা যকোন আনী রে
পাইলো তাই শুনিবারে,
বেটির কতা শুনিয়া তাই
নাইগ্‌চে ভাবিবারে।
(বল হায় হায়)

আরে তোর নাহান ফুল থাকী মা
এই জগোতোত নাই,
আজার কইন্যা হয়া থাকার কল্প[৫৮]
তোর কপালোত ছাই।
(বল হায় হায়)

বাওয়া, এ্যালা দ্যাকো এইগুলা কতা রে
অইলো বা ভালে ভালে,
হেকমোত শাহার দুই চাইর কতা
শুনিয়া ন্যাও সক্‌কলে।
(আরে অই আহা রে)

বাওয়া, জংলোত আছিল হেকমোত শাহা রে
পাইলো বা দ্যাকিবারে,
ছাড়িয়া গেইচে ছুরুতভান কইন্যা
নিধুয়া পাতারে।
(আরে অই আহা রে)

আহা রে ছুরুতভান কইন্যা
মোকে রে ছাড়িয়া,

কোন বা দ্যাশোত্ কুন্তি গেল,
না পাও মুই উট্ কিয়া ৩৯।
(আরে অই আহা রে)

দিশাঃ হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোভোন হে ॥

বাওয়া, এই না ভাবে হেকমোত শাহা রে
নাইগ্চে ভাবিবারে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোভোন হে ॥

ওরে কন্টই আচে হুর্তভান নেচা রে
সেভেই যামো চলে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোভোন হে ॥

বাওয়া, ভাইবতে ভাইবতে হেকমোত শাহা রে
বেলোম নাই যে করে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোভোন হে ॥

বাওয়া, আর কতেকদূর হাতে হেকমোত শাহা রে
আর কতেকদূর গ্যালো।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোভোন হে ॥

সামনোত দরিয়া এ্যাকো
পইলো নজোরে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোভোন হে ॥

দ্যাকিয়া অগোম দরিয়া রে
ও বাদ, নাইগ্চে কান্দিবারে।

হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলনের মোত্তোন হে ॥

ওরে নৌকা নাই জাহাজ নাই
পার বা হমো কিসে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোত্তোন হে ॥

বাওয়া, তার কান নোনেতে দ্যাকো রে
দ্যাবীর আসোন নড়ে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোত্তোন হে ॥

ওরে গংগা দ্যাবী কয় কতা রে
পদ্মা দেবীর আগে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোত্তোন হে ॥

ওরে দ্যাকো দ্যাকো বইনের ব্যাটা রে
নদীয়ো বাতাতে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোত্তোন হে ॥

ওরে ছুরুত্তজান নামোতে কইন্যা
থাকে দ্যাবোপুরের মাজে।
হামরা যাই গো কুল বোনোবাসে
জলমের মোত্তোন হে ॥

দিশাঃ   হাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে ॥
ডাক বা শুনি পদ্মা দেবী রে
ভাবে মোনে মোনে।
হাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে ॥

বাওয়া, কইন্যার ভ্যাস নিয়া পদ্মা রে
পদ্মা ভাসিলো তাই দরিয়াতে।
ছাওয়া কান্‌দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে॥

বাওয়া, পদ্মার পাতাত্‌ বসি পদ্মা দেবী রে
পদ্মা নাইগচে ডাকাইবারে।
ছাওয়া কান্‌দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।

বাওয়া, এই কথা শুনিয়া পদ্মা রে
ও পদ্মা ভাবে বা মোনে মোনে।
ছাওয়া কান্‌দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।

বাওয়া, পদ্মাদেবী কয় কতা রে
বাওয়া খোয়াজের সামোনে।
ছাওয়া কান্‌দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।

শোনেক শোনেক খোয়াজ জেন্দা পীরো রে
ও পীর মুই বলো তোমারে।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

ওরে কাইদবার নাইগ্‌চে হেকমোত শাহা রে
দরিয়ার পাড়োতে।
ছাওয়া কান্‌দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

ওরে এই কতা শুনিয়া পদ্মারে
বেলোম নাই যে করে।
ছাওয়া কান্‌দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

বাও বা ভরে গ্যালো পদ্মা রে
ও পদ্মা দ্যাবোপুরের মাঝে।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

সেটেই আছিল ছুরুতভান কইন্যারে
ও কইন্যা পাইলো দ্যাকিবারে।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

নিজের ভ্যাস তকোন পদ্মায় রে
বদোল বা করিলায় নিলো।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

শেষোরোত্ বসিয়ায় সপ্পোন রে
পদ্মায় দ্যাকিবারে নাগিলো।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

শোনেক শোনেক ছুরুতভান নেচা
কয়া বুজাও তোরে,
চেষ্যোর জন্যে[৬৮] দেওয়া নাইগবে
এ্যাকনা জিনিষ তারে।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

এহি কথা যকোন কইন্যা রে
পাইলো বা শুনিবারে।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো হে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

হীরার আংগুট আছিল দ্যাকো রে
কইন্যারো হাতোতে।

ছাওয়া কানদিয়া মইলো রে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

হাতের আংগুট খুলিয়া কইন্যা রে
তকোন দিলো পদ্মার হাতে।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো রে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

বাও বা ভরে উড়ি গ্যালো পদ্মা
দরিয়ার বাতাতে।
ছাওয়া কান্দিয়া মইলো রে
কইন্যা তুলিয়া ন্যাও কোলে।।

দিশা : ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে।।
বাওয়া, যায়া দ্যাকে হেকমোত কাইদগার নাইগচে
দরিয়ার বাতাতে।
ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে।।

বাওয়া, হ্যানকালে পদ্মা দেবী রে
আগোত্ খাড়া হইলো।
ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে।।

হাতের আংগুট নিয়া পদ্মা রে
ও পদ্মা শাহার হাতোত্ দিলো।
ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে।।

যকোন কালে আইসপে
খোয়াজ জেন্দা রে তোমারো সামোনে।
ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে।।

ওরে হাতে পোয়াম করিয়া আংগুট রে
দ্যান তোমরা তার হাতে।
ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে॥

গংগা দেবী চলিয়ায় গ্যালো
খোয়াজোক যায়া খবোর দিলো,
যায় খোয়াজ ক্যাবোল দরিয়ার বাতাতে রে॥
ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে।

ওরে খোয়াজ তকোন চলিয়ায় আইলো
হেকমোত শাহার দেইকপার পাইলো,
যায় হেকমোত মোর
খোয়াজেরো আগোত রে।
(হায় হায় রে)

ওরে ছালাম করি পাওয়োত পড়ে
হাতের আংগুট দিলো তারে,
কয় কতা ক্যাবোল খোয়াজেরো আগোত রে।
(হায় হায় রে)

ওরে হুরুতভান নামোতে কইন্যা
সেই কইন্যার আশেক হনু,
ছাড়িয়া গেইচে কইন্যা
দ্যাবো পুরের মাজে রে।
(হায় হায় রে)

শোনেক পীর তোর পাও খ্যান ধরি
পছে দ্যাও মোক দ্যাবোপুরী,
পছে না দিলে মুই
গালাত্ দেইম ছুরি রে।
(হায় হায় রে)

ওরে এই কতা পীরে দ্যাকো
যকোনে শুনিলো,
হাত বা ধরি তকোনে তাক
কোলোত তুলিয়ায় নিলো।
(হায় হায় রে)

যায় পীর মোর পাতালো নগোরে রে
ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে।।

শোনেক শোনেক ওরে বাচা
মুই বা বলো তোরে,
মোর আগোত্ শোনেক বাচা
সইত্যো করি যাহো রে।
ও আল্লা বলো রে
হায় মোর আল্লা হায় হায় রে।।

ওরে যিদিন তোমার বিয়া দিবে
কালো আইত পোয়া নাইগবে[৩১]
সিদিন বিবির সাতে
মিলবার না পাচু রে।
(হায় হায় রে)

যদিকেল মেল বাওয়া কালো আইতে
সেইদিনে তোমার মরোন হইবে,
এই বা কতা কয় নারায়ণে রে।
(হায় হায় রে)

দিশাঃ দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে।।
এই কতা শুনি হেকমোত শাহা রে
সইত্যা যে করিলো।

দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে ॥

বাওয়া, ইচিম আজোম তকনে খোয়াজ রে
নাইগ্ চে শিকাইবারে।
দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে ॥

বাওয়া, খেয়াজের পাওয়োত ছালাম করি রে
হেকমোত নাইগ্ চে বলিবারে।
দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে ॥

বাওয়া, নিয়া এলাহীর নামো রে
ও শাহা গ্যালো বাও বা বা ভরে।
দয়া করো হে, খোদার নবী
ও দয়া করো হে ॥

বাওয়া, বাতাসের সাতোত্ মিশি শাহা রে
শাহা যাবার নাগিল আসমান পতে।
দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে ॥

এচেমের গুণোতে শাহা রে
শাহা নাগিল উড়াইবারে।
দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে ॥

বাওয়া, কতোদিনোত্ গ্যালো বা শাহা রে
ও শাহা দ্যাবোপুরের মাজে।
দয়া করো হে, ও খোদার নবী
দয়া করোও হে ॥

ওরে ওপোনীত হইলো হেকমোত শাহা রে
দরবারেরো পরে।
দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে।

বসি আছিল শ্রীধর আজারে
পাইলো বা দ্যাকিতে।

বাওয়া, এহি কতা শুনিয়া দেওয়ান রে
উটকায় আশেপাশে,
ওরে দ্যাকিয়া হেকমোত শাহাক তাইরে
জ্বলি যায় গোস্বা ভরে।
ও দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে।।

বাওয়া, ঘাড় বা ধরি ধাক্কা মারি রে
নিলো ভরা সবার মাজে।
ও দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে।।

দ্যাকিয়া শ্রীধর আজারে
ও আজা ভাবে মোনে মোনে।
ও দয়া করো হে, ও খোদার নবী
ও দয়া করো হে।।

কলেমা বিনে আর ভস্যা নাই ওহে।।

মানুষ দ্যাকিয়া শ্রীধর আজারে
ও আজা ভাবে মোনে মোনে।
কলেমা বিনে আর ভস্যা নাই ওহে।।

হাত আর পাওয়োত্ লোহার জিনজির রে
নাইগচে বান্দিগারে।
কলেমা বিনে আর ভস্যা নাই ওহে।।

যাওয়া, কয়াদোত আকে শাহাক রে
আদারো ঘরোতে।
কলেমা বিনে আর ভরসা নাই ওহে॥

কয়াদোতে থাকিয়া শাহা রে
ও শাহা কানদে জারে জারে।
কলেমা বিনে আর ভরসা নাই ওহে॥
এই না ভাবে শ্রীধর আজার রে
আজায় কোন বা কাম করে।

দিশা : ওরে মোনচোরা
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে॥
সইত্য করি কও' বা বাচা রে
ও বাচা হামারো সামোনে।
ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে॥

ওরে সইত্য করি কও মোর বাচা রে
তে হইলে মুক্তি পাইবে তুমি।
ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে॥

এই কতা শুনিয়া হেকমোত শাহা রে
হাত জোড় করিয়ায় কয়,
কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে॥

ওরে খুলিয়া কও' সউগে কতা রে
ওকি আল্লায় যা করে।
কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে॥

তোমার বেটি হুরেতজান কইন্যা রে
কইন্যা বোনোবাসের পরে॥

কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে ॥

বিয়া কচ্চিল তাই মোক দ্যাকো রে
বোবাহা জংগোলে।
কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে ॥

কি যেন দোষ পায়া মোকে গো
আইলো তাই ফ্যালেয়া।
কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে ॥

তার তাল্লাশে এই জাগাতে মুই
আনু যে চলিয়া।
ওরে পার করিয়া খোয়াজ পীরে গো
এই অগোম দরিয়া।
কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে ॥

দয়া করি দ্যাবপুরী গো
দিলো তাই পুঁচিয়া।
কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে ॥

ওরে গোট গোট করি সউগে কতা গো
কনু মুই খুলিয়া।
কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে ॥

যেটা মোনোত্ নাগে আজা গো
সেইটায় হুকুম দ্যাও বুজিয়া।
কি ওরে মোনচোরা—
ক্যামোনে আইলেন এই পুরীর মাজে ॥

আজার কয় শোনেক শোনেক বাচা রে
করা বুজাও তোরে,
এ্যালায় তুমি যাও বা বাচা রে
মহোল মন্দির ঘরে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক্ কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্লে রে তাক ফরিদ কইও॥

সেটেই আছে আজার আনী রে
যাও বা সেই জাগাতে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক্ কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্লে রে তাক ফরিদ কইও॥

যাওয়া, এই কতা শুনিয়া বাচা রে
বাচা বেলোম নাই যে করে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক, কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্লে রে তাক ফরিদ কইও॥

আজার পাওয়োত্ পড়ি বাচা রে
ছালাম তকোন করে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক্ কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্লে রে তাক ফরিদ কইও॥

দেওয়ানেরো সাতোতে বাদ্শা রে
বিদায় ভালা করে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্লে রে তাক ফরিদ কইও॥

সেত্তেই হাতে যায় মোর বাচা রে
মহোল মন্দির ঘরে।
আছিল যাকো ছুরুতজান বান্দী রে
যাও জনোনীর কোলে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্লে রে তাক ফরিদ কইও॥

ছয় বইন আছিল তামরা রে
চাইয়ো পাকে ঘিরে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্‌লে রে তাক ফরিদ কইও ॥

হ্যানকালে গ্যালো দেওয়ান রে
বাচাকে যে নিয়া,
দ্যাকিয়া হেকমোত শাহাক রে
উঠিলো চমকিয়া।
যারে কাগা তুই মাওয়োক কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্‌লে রে তাক ফরিদ কইও ॥

ওরে মার কোল হাতে কইন্যা
হায়রে নামে আউলা ঝাউলা ভ্যাসে,
ধরিয়া শাহার দুকনা হাত
কান্দে আর ভাই হাসে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্‌লে রে তাক ফরিদ কইও ॥

ইতি দ্যাকো আনী এইগলা কান্‌ডোরে
পাইলো দ্যাকিবারে,
গোস্বাতে উতি ছয় বইন তামরা
আইগুনের নাহান জ্বলে এ্যাকেবারে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্‌লে রে তাক ফরিদ কইও ॥

ছয় কইন্যা আছিল ক্যাবোল রে
মহোল মন্দির ঘরে,
দ্যাকিয়া আদমের ছবি তামরা
নাইগুচে পুছিবারে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক কইয়ো
মুর্শিদ ভইজ্‌লে রে তাক ফরিদ কইও ॥

শোনেক শোনেক রে দজ্জাল বইন
        কয়া বা বুঝাও তোরে
ধন্দ, যায়া কার গালা
        তাই কি বেন হয় তোরে।
যারে কাগা তুই মাওয়োক কইয়ো
        মুশ্শিদ ভইজলে রে তাক ফরিদ কইও।।

আটকেয়া আকে তারে
        আন্দারো যে ঘরে,
দ্যাকিমো হামরা সগলে
        বইনে ক্যামোন করে।
        (রে মোন হায় হায় রে)

ওরে আটোক করিয়া আকে তামরা
        আদারো ঘরোতে,
(হায় রে) ছুরুতজান নেচা তাক
        না পাইলো জানিতে।
        (রে মোন হায় হায় রে)

ওরে হাইসতে হাইসতে দ্যাকো বালী
        মাওয়ের আগোত গ্যালো,
এ্যাতোদিনে মনের দুক্কো মা
        সউগে দুরোত গ্যালো।
        (রে মোন হায় হায় রে)

শোন শোন মাও জনোনী
        কয়া বা বুঝাও' তোরে,
আইলচে হেটেই যে মানুষ
        দেইকলেন তোমরা যারে।
        (রে মোন হায় হায় রে)

মোর কপাল বাকীর ভাতার হয় মা
        খুলিয়া কনু তোরে।
        (রে মোন হায় হায় রে)

এহি কতা খকোন আনীরে
পাইলো বা শুনিবারে,
ওরে জারুয়ানী বুলিয়া গাইল রে
নাগিল পাড়িতে।
(রে মোন হায় হায় রে)

এইন্যান ভাবে গাইল বোল
ম্যালা যে পাড়িয়া,
ওরে আজায়ো সামনোতে খবোর
দিলো তাই জাহিয়া।
(রে মোন হায় হায় রে)

ওরে খবোর পায়া মহা আজারে
ভাবে বা মোনে মোনে,
ওরে জামাই বুলিয়া মুই
ডাকাইচোঁ তাহারে।
(রে মোন হায় হায় রে)

ওরে যাও যাও আনীরে
জামাইক আনো ঘরে,
ওরে সাঁপ দ্যাও ছুরুতভান কইন্যা
তারে হাতের পরে।
(রে মোন হায় হায় রে)

হুকুম পায়া আনী তকোন রে
বেলোম নাই করিলো,
হাইসতে হাইসতে তকোন আনী
কইন্যার মহোল বুলিয়া গ্যালো।
(রে মোন হায় হায় রে)

বাওরা, এ্যালা দ্যাকো এইগলা কতা রে
অইলো বা ভালে ভালে,

দ্যাকো যে ছরুতভান কইনায়
কিবা কামো করে।
(রে মোন হায় হায় রে)

সেটেই হাতে প্যালো কইন্যা রে
বইনের ঘরে আগোতে,
কোনটাই আচে তোমার বওনাই দিদি
আনিয়ায় দ্যাও হামাকে।
(রে মোন হায় হায় রে)

ছয় বইনে কয় কতা রে
ছরুতভানের আগে,
কি যেন হইচে কনটাই গেইচে তোর ভাতার
হামরা না পাই যে কবারে।
(রে মোন হায় হায় রে)

যদিকেন তোর ভাতার হয় গো
নিনা যারা তাক উটকিয়া,
তোর ভাতারোক দেইকলে যাই তাই
যাইবে নাক সিটকিয়া।
(রে মোন হায় হায় রে)

আউলা ঝাউলা ভাসে কইন্যা
কাইন্দবার যে নাগিলো,
এ্যাক এ্যাক করি ছয় বইনের পাও
সাপটেয়ায় ধরিলো।
(রে মোন হায় হায় রে)

কনটাই আচে মোর সোয়ামী
দেও তাক আনিয়া,
ওরে না দিলে প্যাবপুরী আইজ
দেইম আইগনেতে পুড়িয়া।
(রে মোন হায় হায় রে)

ওরে ছয়ও বইনে কয় কতা
        ছুরুতভানের আগে,
ওরে পরীক্ষা করিম এ্যালায়
        তোর ভাই কি নাগে।
        (রে মোন হায় হায় রে)

বাওয়া, এই কতা শুনি তকোন
        কয় বইন ছয়ো জোন,
যোগাড় করিয়ায় নিলো দ্যাকো
        যতেক সরোমঞ্জম।
        (রে মন হায় হায় রে)

ওরে নয় মোন মরিচ আর
        দশমোন নং
ওরে এ্যাগারো মোন নিলো মশোল্লা
        আরো বচখান।
        (রে মোন হায় হায় রে)

বাওয়া, এইদ্যান ভাবে নিলো দ্যাকো সউগ
        যোগাড় বা করিয়া,
(ওহো রে) শাহাকে আইকলো দ্যাকো
        তার মইদোতে বসেয়া।
        (রে মোন হায় হায় রে)

চাইরো পাকো আসিল সউগে
        থামাল বা করিয়া,
তাতে আগুন নাগেয়া দিলো
        হরিবোল করিয়া।
        (মরি হায় হায় ওহে)

মহা ব্যাগে জ্বইলব্যার নাগিল আগুন
        হুরে হুরে শব্দো করি

ওরে ধুমাতে হইলো আন্ধার
দ্যাবের দ্যাবো পুরী।
(মরি হায় হায় ওহে)

ওরে ছুড়ুতভানে দ্যাকিয়া কয় রে
মাও জননীর পাওরে,
তোমাই আমাই বুজিকেল মারা যায় মা
আইগনের ভেতরে।
(মরি হায় হায় ওহে)

থাকেক থাকেক থাকেক কইন্যা হে
সোয়ামীর মুক্ক চায়া,
যদিকেল তোর সোয়ামী হয় মাগো
থাইকপে তাই বাঁচিয়া।
(মরি হায় হায় ওহে)

এইদ্যান দ্যাকি কত্পা দিন দ্যাকো
গতো বা হয়া গ্যালো,
আল্লারো হুকুমে আগুন
নিবিয়ার ভালা গ্যালো।
(মরি হায় হায় ওহে)

ওরে বিছমিল্লা বুলিয়া মুকে
হেকমোত নামোদার,
কনটই গেইলেন ছুরুতভান কইন্যা মোর
দ্যাকা দেও এ্যাকবার।
(মরি হায় হায় ওহে)

বাওয়া, বাইর হয়া হেকমোত শাহা
নজোর ফ্যালেয়া চায়,
দ্যাকিয়া ছুরুতভান কইন্যায়
ধরিল তার গালায়।
(মরি হায় হায় ওহে)

হ্যানকালে শ্রীধর আজা রে
        আজা মহোলোত আসিলো,
ওরে দ্যাকিয়া জামাইর কষ্‌টো
        বেলোম না করিলো।
        (মরি হায় হায় ওহে)

ওরে যত্তো আচিল নোকজন
        জিয়াপোত করিয়া,
আনোন্‌দোতে বেটিক দিয়া বিয়া
        দিলো তাই পড়িয়া।
        (হায় হায় ওহে)

আপোনারো আইক্কো তকোন
        দাওয়াক্দোক যে দিয়া,
নিজে যায়া বসিল আজা
        হোজরা খানাত গিয়া।
        (হায় হায় ওহে)

এ্যালা দ্যাখো এইগলা কতা রে
        অইলো বা ভালে ভালে,
অই হুর্‌রুত্‌ভানোক নিয়া শাহায়
        সুকের খ্যালা খ্যালে।
        (হায় হায় ওহে)

—

পাদটীকা

১। প্রথমে ২। নিরঞ্জন ৩। আমার ৪। রমণ ৫। পরস্পরের ৬। যে ৭। পাইবো ৮। এইসব ৯। বদনাম ১০। সীমা, হিসাব ১১। রানী ১২। রাগে ১৩। রাখে ১৪। সূর্যের রূপ ১৫। রাস্তা ১৬। যে সব আরম্ভ করে ১৭। লুকিয়ে যাওয়া ১৮। করাবো ১৯। খুঁজে ২০। পৌঁছাতে হবে ২১। পিতার সামনে ২২। মাথা দোলায়ে থাকে ২৩। এদিকে দেখ ২৪। পথে ২৫। ঘুমিয়ে ২৬। ক্রোধে ২৭। নেবো ২৮। তবে তো ২৯। এঁটো ৩০। কে যেন ওদিকে ৩১। বিপদে ৩২। রোষে ৩৩। আড়ালে আড়ালে ৩৪। ঘুরিয়া ৩৫। উত্তর পাশে ৩৬। এক পলকে ৩৭। কাছে ৩৮। এক দণ্ডে ৩৯। সব সময় ৪০। এখানে ৪১। শরীরে ৪২। পরনে ৪৩। পাতলা কাপড় ৪৪। রাস্তার ৪৫। রহিলো ৪৬। পথে ৪৭। কপালের লিখন ৪৮। ছায়া ৪৯। অর্ধেক রাস্তায় ৫০। কতদিন রাখবো ৫১। মানুষ ধরার জন্য মতলব নেওয়া ৫২। লাফ ৫৩। দুশমন ৫৪। সাধ্য ৫৫। দুরাচার ৫৬: তখন ৫৭। রক্ষা ৫৮। দুর্নাম করলে ৫৯। খুঁজিয়া ৬০। পরিচয়ের জন্য ৬১। বাসর ঘরে রাত প্রভাত করতে হবে ৬২। গহীন জংগলে ৬৩। নিমন্ত্রণ করিয়া ৬৪। জামাইকে লইয়া।

মইরামতি কইন্যা

সংগ্রাহক

এস. এম. সামীরুল ইসলাম
গ্রাম : বেলকা
ডাকঘর : বেলকা
সুন্দরগঞ্জ,
রংপুর।

যার কাছ থেকে সংগৃহীত

হেলাল উদ্দিন
গ্রাম : বেলকা
ডাকঘর : বেলকা
সুন্দরগঞ্জ,
রংপুর।

মইষালবন্ধু কইন্যা

কাহিনী সংক্ষেপ

মইষালবন্ধু কন্যাকে বিয়ে করার পর মনোহর সদাগর বাণিজ্যে যাবার জন্যে তৈরী হলো। মইষালবন্ধু কন্যা মনোহরকে অনেক বোঝাবার পরও যখন তার বাণিজ্যে যাওয়া বন্ধ করতে পারলোনা, তখন সে মনোহরকে দিয়ে একটি জোড় মন্দির তৈরী করিয়ে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলো। মইষালবন্ধু ভেবেছিল, জোড় মন্দিরে বাস করলে যৌবনের জ্বালা তাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মইষালবন্ধু কন্যা যৌবনের জ্বালায় জ্বলতে লাগলো ও শেষ পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হলো। ইতিমধ্যে বারো বছর পূর্ণ হয়ে গেলে মনোহর সদাগর বাণিজ্য করে ফিরে এলো। ফিরে আসার পর একদিন মইষালবন্ধু কন্যা নদীর ঘাটে গোসল করতে গেলে একটি বোয়াল মাছ তাকে গিলে ফেলে। এরপর একটি কুমীর বোয়াল মাছটিকে খেয়ে ফেললে কুমীরটি পেটের ব্যথায় অস্থির হয়ে বালুচড়ে শুয়ে পড়ে। দুজন জেলে কুমীরটিকে ধরে বাড়ী নিয়ে যায়। জেলে যখন কুমীরটির পেট কেটে ফেলে তখন তার মধ্য থেকে বোয়াল মাছটি বেরিয়ে পড়ে। পরে বোয়াল মাছটি কাটলে তার মধ্যে মইষালবন্ধু কন্যা ও তার পুত্র মানিকপালকে দেখতে পেয়ে জেলে অবাক হয়ে যায়।

জেলে মইষালবন্ধু কন্যা ও তার পুত্র মানিক পালকে লালন পালন করতে থাকে। মানিক পাল বড় হয়ে যখন তার মায়ের কাছে পিতার পরিচয় জানতে পারলো তখন সে পিতার সন্ধানে বের হয়ে পড়লো ও পিতাকে সঙ্গে নিয়ে মালেকা বানুর দেশে গিয়ে উপস্থিত হলো।

মানিক পাল তিনটি সওয়ালে মালেকা বানুকে হারিয়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর মানিক পাল পিতা ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসে। এরপর মানিক পালের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। এক রাতে পরী সুন্দরী ফুলেশ্বরীকে স্বপ্নে দেখতে পেয়ে মানিক পাল বেহুঁশ হয়ে যায়। পরী সুন্দরী মানিক পালকে পরীর দেশে নিয়ে যায় ও মানিক পালের সাথে পরী সুন্দরীর বিয়ে হয়। অনেক ঘটনা প্রবাহের পর পিতা, পুত্র, শাশুড়ী ও বধূর পুনর্মিলন ঘটে ও সুখে কাল যাপন করতে থাকে।

পালা শুরু

আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো ॥
মইষামতি নামে কইন্যা
কান্‌চোন শওরে ঘর,
মোনোহর সোয়ামীর নামটি
বড় সদাগর গো।
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো ॥

চইদ্দো বচ্ছোর বস হইলো কইন্যার
ভাই উপে ডগমগ করে,
সন্দেজর ধেরান কইন্যা
নাইগচে জ্বলিবারে গো।
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো ॥

চউকোত্‌ কাজোল্‌ দাতোত নিশি
কমোর কোলা হইলো সরু,
হাইটপার সোমে চুলি যায় কইন্যা
য্যামোন কদলীরো তরু রে।
মাতাতে দেগোল ক্যাশ কইন্যার
পাওয়োত পড়ি আছে,
পুন্নিমার চাঁদের নাহান্‌
ম্যাগে ঢাকিয়া আছে গো।
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা রে ॥

ওরে এ্যাকদিন দ্যাকো মোনোহর সদাগর
কইন্যার আগোত্‌ বসে,

ওরে বিদায় দ্যাহো মইয়ামতি কইন্যা
        যাইম মুই দূর নংকার বাণিজো,
বারো বচ্ছোর করিম বাণিজ
        দ্যাশে আর বিদ্যাশে গো।

বাণিজ্যের কতা যকনে কইন্যা
        পাইচে শুনিবারে,
উড়াইলো যোবোতির মোন
        পুবাল বাতাসে গো।
আহা রে মোর
        দূরের সদাগর গো॥

ভাতারের গলা শাপটে ধরি কইন্যা
        কইন্যা সোয়ামীর আগোত্ কয়,
যোবোতি বেটি ছাওয়া ঘরোত্ থুইয়া
        কাই বাণিজ্জোত্ যায় গো।
আহা রে মোর
        দূরের সদাগর গো॥

ও পানের সাদুয়া রে
        তুই দূরের বাণিজ করো কেমা রে।
তোমরা না যাইবেন সাদু
        সাদু হামার পরান খানি,
তোমরা না যান সাদু
        সাদু এ যোবোতি নারীক ছাড়ি রে।
হামারো না বুড়া মাও
        নীলা তোমারো হয় সঊড়ি তাই,
তাকে সন্দায় থাকেন বচ্ছোর দুইয়ো রে।
        আহা রে মোর
        মইয়ামতি কইন্যা গো॥

তোমার বুড়া রে মাও
        হামার হয় সঊড়ি তাই,

ও ভাই দুই দিন বাদে
যাইবে বন্ধের ঘরোত্ রে।
ও পান সাদুয়া রে॥

হামারো না ছোট বইন
ও নীলা তোমার ননোদি ভাই
তাকে সুন্দায় থাকেন বক্কোর দশো রে।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো॥

তোমার না ছোট বইন
সাধু হামার ননোদি ভাই,
ও ভাই দুই দিন বাদে
যাইবে পরের বাড়ীত্ রে।
পান সাদুয়া রে॥

হামার না ছোট ভাই
ও নীলা তোমার দেওর ভাই,
তাকে সুন্দার থাকেন বারো বক্কোর রে।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো॥

তোমারো না ছোট ভাই
হামারো দেওরা ভাই
ও ভাই দুই দিন বাদে
যাইবেন গরু চরবার রে।
পান সাদুয়া রে॥

না যাইও না যাইও সাধু
ও সাধু ছাড়িয়া হামারে,
তোমার কলা বগদুলে খাইবে
চোচা পাইবেন শ্যাষে।
ছাড়িয়া না যান রে সাধু
ও সাধু ছাড়িয়া অ্যাকেলা

পরপর্ বে থায়া যাইবে
তোমার অসেয়ো কমেলা ॥

না কানদেন না কানদেন কইন্যা
কইন্যা না কান্ দেন তোমরা আর
বায়ো বচ্চোর বাদে কইন্যা
কইন্যা দ্যাকা হইবে আবার গো ॥

সোনা য্যামোন করি আকে কইন্যা
কইন্যা সেন্দ্ কোত্ ভরিয়া,
অইদ্যান করি আইক্ পে যইবোন
অন্ চোলোত্ ভরিয়া।
ট্যাকা য্যামোন আকে নোকে
মুটোতে করিয়া,
অইদ্যান করি আইক্ পেন যইবোন
অন্ চোলোত্ বান্ দিয়া।

সদাগরের ব্যাটা হামরা করি সদাগরি
ও কইন্যা হামরা করি সদাগরি
ক্যামোন করি বসিয়া থাইক্ মো
তোমাকে না ধরি গো।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো ॥

এহি কতা যকোন কইন্যা
কইন্যা পাইলো শুনিবারে,
ধরিয়া সোয়ামীর গালা
নাইগ্ চে বলিবারে গো।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো ॥

নেশচয় বাণিজ্যে যাইবেন সোয়ামী
ও সোয়ামী হামাকে ছাড়িয়া,

নদীর ধাতাত্ জোড় মন্দির এ্যাক
দেও হামাক তুলিয়া গো।
আহা রে মোর
দুরের সদাগর গো॥

এ কতা শুনিয়া সদাগর
মন্দির বানেয়া দিলো,
তারো বচ্চোরের খোরাক আনি
কইন্যার হাতোত্ দিলো গো।
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো॥

শোনেক শোনেক সতী কইন্যা
জবান বা শোনেক মোরে,
আংগুট এ্যাক দিন্ কইন্যা
আকেন হাতের পরে গো।
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো॥

কথা : দ্যাকেক কইন্যা, বারো বচ্চোর বাদে
ঘরি আসি মুই যে কতা কইম তাক
সইত্যো করি কওয়া নাইগবে।
যদিকেন সইত্যো না কও' তে হইলে
কি হইবে ? দ্যাকেক কইন্যা, তুই
যদিকেন সইত্যো কতা না কইস
তে হইলে এই আংগুটে সউক কতার
কয়া দিবে।

ডাঁর ডাইনোত্ বইসে
মনোহর সদাগর,
বামোত্ বইসে রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো॥

পুবের দিকি ব্যারোন ব্যালা ওঠে
আই ধেয়ান ভংগে উপ মইরামতির গায়,
হাতের আংগুট বদল দিয়া
অই না সদাগর বিদ্যায় হয়া যায় গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

দাসী বান্দির ঘরোক নিয়া কইন্যা
থাকে জোড় বা মন্দির ঘরে,
কপালোত্ থাইকলে কলোংকো
কাই খণ্ডোবার পারে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

দাসীর ঘরোক নিয়া কইন্যা
সউগ সোমে থাকে যে বসিয়া,
ব্যাটা ছাওয়ার মুক কইন্যা
না দ্যাকে তাকিয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

এ্যালা দ্যাকো এইগুলা কতা
অইলো ভালে ভালে,
ভাটিয়াল সদাগরের কতা
শুনিয়া ন্যাও সকলে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

ওরে ভাটিয়াল নামোতে সদাগর
ভাটিয়াল মুল্লুকে,
বাণিজ্যোতে গেচিল সদাগর
উজানী নগোরে গো।

আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

ওরে বাণিজ্যো করিয়া সদাগর
ফিরি আইসপার পতে,
দ্যাকে এ্যাক জোড় মন্দির
নদীয়ো বাতাতে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

মাজি মাল্লাক্ ডাকেয়া কয়
বিনোয় রে করিয়া,
যেরবোন অংগোলোত্ জোড় মন্দির
কাই দিলো বানাইয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

মাজি মাল্লায় ডাকেয়া কতা
সদাগরোক বলে,
মইরামতি নামোতে কইন্যা
কান্‌চোন শওরোত্ গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

ভাতারের নাম সোনার মনোহর
বড় সদাগর,
এই জাগাতে তার এ্যাক কইন্যা থাকে
মইরামতি নামো তার।
জোড় মন্দিরোত্ থায়া কইন্যা
দাসীর ঘরোক্ নিয়া,
দ্যাকিলে কইন্যারো উপ
মোন যায় ভুলিয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

এহি কতা বকনে সদাগর
        পাইলো তাই শুনিবারে,
মাজির বয়োক ডাকেয়া কতা
        নাইগচে বলিবারে গো।
আহা রে মোর
        মইয়ামতি কইন্যা গো।

এই ঘাটোতে বানদিয়া নউকা
        থাইকমো বসিয়া,
না দ্যাকিয়া কইন্যার ছবি
        না যাইম মুই ফিরিয়া গো।
আহা রে মোর
        মইয়ামতি কইন্যা গো।।

ইতি দ্যাকো মইয়ামতি কইন্যা
        কোন বা কামো করে,
ছয় বচ্চোর বাদে কইন্যা
        ভাবে মোনে মোনে গো।
আহা রে মোর
        মইয়ামতি কইন্যা গো।।

ওকি সদাগর
   নাইড়োল ভাংগিয়া না খোয়াইলেন শাস,
ছাড়িয়া গেইচেন সাদু
        দূর নংকায় বাণিজ্যো,
ওরে কতগা দিন আর আইকমো যইবোন
        অনচোলোতে বান্দি গো।

যইবোন বোতোলের মদু
        উবরি উবরি পড়ে,
আর কতগা দিন আইকমো মদু
        পতিরো কারণে গো।

আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো।

এ্যাকে তো বইবোনের জ্বালা
তাতে হন্ দুঃখা নারী,
যতো আছিল সাউদ সদাগর
সগলে আইলো ফিরি গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো।।

আহা রে নিদয়া সাদু
গেইলেন বা কোন দ্যাশে,
সগলে আইলো নিজের দ্যাশোত্
তোমার বাণিজ্য নাহি পোরে গো,।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো।।

এইদ্যান করি কান্দি কাটি কইন্যা
দাসীর ঘরোক্ নিয়া,
দোতালাত্ উঠিয়া তাই
কানদে যে বসিয়া গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো।।

নদীর ঢেউ দ্যাকে কইন্যা
বসিয়া বসিয়া,
কতো কতো সাউদ সদাগর যায়
ইশারা করিয়া গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো।।

পণ্ডিত পবোন নামে সদাগর
নাও বাইদ্ছে তাই ঘাটে,

দ্যাকিয়া ব্যাটা ছাওয়ার ছবি
যোন নাহি বান্দে গো
আহা রে মোর
দুরের সদাগর গো ।।

হ্যানকালে পণ্ডিত পবোন
মাজির ঘরোক বলে,
দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
তোমার গুলার মোনে কিবা কয় গো।
আহা রে মোর—
মইরামতি কইন্যা গো।।

এইদ্যান কতা যকোন পণ্ডিত পবোন
বলিতে আচিলো,
ওপোর হাতে অইনা রে কইন্যা
সউগ শুনিবারে পাই লো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

আহা রে দারুণ বিধি
এই আচিল কপালে,
এ্যাতো দিনে সতীয়ানা আর মুই
না পারো আকিতে গো।
আহা রে মোর দুরের সদাগর গো।।

জাতি পটাইম কুল পটাইম
আরো সতীয়ানা,
ঘুরিয়া আইলে সোয়ামী
হামার জেবোন কইরবে ফানা গো।
আহা রে মোর
দুরের সদাগর গো।।

আগোত্ মরোল পাচোত মরন
মরোন এ্যাকবার আকে,

দিন ফুরি গেইলে যমের ধার মোক
হইবেক সুদিতে গো।
আহা রে মোর
দুখের সদাগর গো।।

এ্যাতেক কতা ভাবিয়া কইন্যা
দাসীর ঘরোক্ বলে,
শোনেক শোনেক শোনেক দাসী
জবান শোনেক মোরে গো।
আহা রে মোর—
দুখের সদাগর গো।।

এ্যাকে এ্যাকে ডাকায় দাসী
সুজো খাজির তরে,
পুরেইম তোমার মোনের আদ হাউস
যা আচে কপালোত্ গো।
আহা রে মোর
দুখের সদাগর গো।।

এহি কতা শুনিয়া দাসী
কইন্যার আগোত বলে,
না যান কইন্যা অইগুলা কাজোত্
তোমার সঙগে ধংস হইবে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

ওকি দীনোনাত্ মোর পরোয়ার
দিন গ্যালো মোর
অবোলাক্ বুজাইতে গো।
ওরে অবোলাক বুজাইম মুই কতো
বুজাই রে মানে,
ঢেকিকে বুজাইমকতো
সদাই বারা বানে গো !

আহা রে মোর—
দূরের সদাগর গো ॥

যে সোমে আইসপে সোয়ামী
পুচ কইরবে তোমারে
কিবা জওয়াব দিবে কইন্যা
কও তো আমারে গো।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো ॥

এ কতা শুনিয়া কইন্যা
কাইন্তে কাইন্তে বলে,
সইত্তো কতা কইম সোয়ামীক্
যে আচে কপালোত্ গো।
দিন গ্যালো দুনিয়ার কাজোত্
দাসীক ডাকেয়া কয়,
ব্যামোন সোমায় গ্যালো দ্যাসী
আর তো এব্যান হবার নয়।

এ্যাতেক শুনি ভালা দাসী
নিরুপায় দ্যাকো হইয়া,
কন্টই আচে সুন্জো মাজি
দ্যাকা দ্যাও আসিয়া গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো ॥

দাসীর কতা শুনিয়া মাজি
এ্যাক হাজার ট্যাকা নিয়া,
মইয়ামতি কইন্যার আগোত
হাজুর হইলো যাইয়া গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো ॥

ওরে ট্যাকা নিয়া মইষামতি কইন্যা
নজ্জা না করিলো,
পে'দনের শাড়ী কোনা হোসকেয়া ফ্যালাইলো গো
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো ॥

এ্যাকে এ্যাকে সুজ্জো মাঝি
দ্যাকে সউগ তাকেয়া,
দ্যাকিতে দ্যাকিতে সুজ্জো মাঝি
পড়িলো টলিয়া গো ॥
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো ॥

তার পাচে মইষামতি কইন্যার
কোন বা কাম্মো করে,
পে'দনের কাপোড় পিন্দিয়া হারাধনোক
নাইগ্চে ডাকাইবারে গো।
আহা রে মোর
দুরের সদাগর গো ॥

আইসো আইসো হারাধন মাঝি
বইসো হামার কাচে,
ধরিয়া নউতোন ডালিম
ছেড় দুইয়ো হাতে গো।
আহা রে মোর
দুরের সদাগর গো ॥

এইগুলা কতা বকোন হারাধন
পাইলো শুনিবারে,
দুই হাজার ট্যাকা নিয়া ঠ্যাল্লো
মইষামতির আগোত গো ॥
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো ॥

টাকা নিয়া মইরামতি কইন্যা
চটক বন্দো করিয়া,
উদাও করি দিলো দুই পাকের ডালিম
সেইকথার কয় ডাকিয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো ॥

ডালিম দ্যাখি দ্যাখো হারাধন
হাসিয়া হাসিয়া,
ধরিল দুইয়ো ডালিম
দুই হাতে চাপিয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো

সেই চাপাতে মইরামতি কইন্যার
পাও গ্যালো ফুলিয়া,
দারুণ মইবোনের জ্বালা
উটিলো জ্বলিয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো ॥

এইখ্যান ভাবে কোমলা ডালিম
দুই মুটোত খলিয়া,
বিদ্যায় করিয়া দিলো কইন্যার
হারুণের নাগিয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো ॥

পাগলীপুলার ভ্যাসে কইন্যা
হ্যাট মাভাতে অইলো,
সোনা মানিক ডাকেয়া কতা

আহা রে মোর
　　মইষামতি কইন্যা গো ॥

শোনেক শোনেক সোনা মাঝি
　　বেলোম না করিবে,
এ জাগা হাতে গেইলে তুমি
　　হামার আশা পুরা হইবে গো।
আহা রে মোর
　　দূরের সদাগর গো ॥

এহি কতা শুনিয়া রে সোনা
　　কইন্যার মহোলোত্ গ্যালো,
দুই গালোত্ অসের চুমা
　　খাবার তাই নাগিলো গো।
আহা রে মোর
　　দূরের সদাগর গো ॥

বিদ্যায় করি দিয়া রে কইন্যা
　　পতিত পবোনোক্ ডাকে,
বিচনার ওপরোতে কইন্যা
　　চেতোর হয়া শোতে।
আহা রে মোর
　　মইষামতি কইন্যা গো ॥

আইসো আইসো পতিত পবোন
　　খাও রে বাটার পান,
হাসি মুকে কও বা কতা
　　জুড়াউকো পরান্ গো।
আহা রে মোর
　　দূরের সদাগর গো ॥

এহি কতা শুনিয়া রে সদাগর
　　খুশিতে ভাসিলো,

ট্যাকার তো্া খোলো হাত দিয়া
ধরিয়ায় তাই নিলো গো।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো।।

হাইস্তে হাইস্তে যাবার নাগিল সদাগর
কইন্যারো মহোলে,
কইন্যাকে ডাকেয়া কতা
নাইগচে বলিবারে গো।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো।।

ওরে ন্যাহো ন্যাহো ট্যাকা রে কইন্যা
খুশি করো জান,
বুজবার পান্ তোমরা হামার
অমূল্য অ্েন গো।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো।।

ট্যাকা নিয়া নাটকী নারী
কতো নাটোক জানে,
ওরে সদাগরোক্ বসাইল কইন্যা
আপোনার পালোংগোত্ গো।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো।।

বাটার পান খায়া সদাগর
হাসি হাসি কয়,
বেলোম না সয় কইন্যা মোর
পরান উড়ায় গো।
আহা রে মোর
মইয়ামতি কইন্যা গো।।

ওরে কতো খেয়াল খ্যালায় খ্যালা
সদাগরেরো আছে,

নিজের সোয়ামীক দিবে তাই ফাঁকি
ভাবে মোনে মোনে গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো॥

তিন দিন আকে কইন্যাক
সদাগরের কাছে,
নিবায় মোনের আগুন
সেই কইন্যারো কাছে গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো॥

সাত দিন বাদে কইন্যা
সদাগরোক কয়,
হেটেই হোতে চলি যাও সদাগর
বিদ্যায় দিন, তোমার গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো॥

সদাগর বিদায় হয়া গ্যালো
দুক্ক তাই করিয়া,
ওরে এ্যালা দ্যাকো নাটকী কইন্যা
কি করে বসিয়া গো।
আহা রে মোর
মইষামতি কইন্যা গো॥

ওকি দীনোনাত মোর পরোয়ার
মোনে মোনে ভাবে কইন্যা
বসিয়া নেরোলে,
এ্যাতোদিন হইলো সোয়ামী
না আইলো তাই ঘরে গো।
আহা রে মোর
দূরের সদাগর গো॥

কিয়া গুজ্যোর দেইম ভকোন
আসি পছ কইরবে যকোন,
দিবে আইতে ভাবে কইন্যা
বসিয়া আপোন গো।।
আহা রে মোর
দয়ের সদাগর গো।।

ছাইন বোট এ্যাক ন্যাকে কইন্যা
বিনোয় রে করিয়া,
আইসলে দয়ের সোয়ামী
দেইকপে ভাই পড়িয়া গো।
আহা রে মোর উপের
মইয়ামতি কইন্যা গো।।

যেনা ঘরোত্ বইসপে সাদ্
বাণিজ্য হাতে ফিরিয়া,
সেই ঘরোত্ আকে কইন্যা
ছাইন বোট টাংগিয়া গো।
আহা রে মোর
উপের মইয়ামতি কইন্যা গো।।

ভলোয়ার এ্যাক আকে কইন্যা
ছাইন বোটের নীচে,
বুজাইম মুই পতি আইলে
তোমরা সাক্কি দিবেন সগলে গো।
আহা রে মোর
দয়ের সদাগর গো।।

এ্যালা দ্যাকো এইগুলা কতা
অইলো ভালে ভালে,
সোনার মনোহরের কতা
শুনিয়া ন্যাও সক্কলে গো।

বারো বচ্ছোর হইলো রে সদাগর
        দূরে নংকার বাণিজ্জে,
এ্যাতো দিন বাদে বাড়ীর কতা
        পড়ি গ্যালো মোনে গো।
আহা রে মোর
        উপের মইষামতি কইন্যা গো॥

ওরে ঘরোত্ আচে কইন্যা এ্যাক
        দ্যাকিতে যোবোতি,
ওরে বাণিজ না কইরমো আর
        হাটো তাড়াতাড়ি গো।
আহা রে মোর
        মাজি গো॥

এহি কতা শুনিয়া মাজিগণ
        আরাম নাই যে করে,
পাল দাণ্ডি বান্দিয়া নউকাত্
        যাবার নাগিল নিজের দ্যাশোত্ গো।
আহা রে মোর
        মাজি গো॥

এ্যাক বাদাম আচিল নোউকাত্
        জোড় বাদাম খাটাইলো,
বাতাসের আগোত্ নউকা
        দউড়িবার নাগিলো গো।
আহা রে মোর
        মাজি গো॥

দিনে আইতে দউড়ায় নউকা
        যায় বা কতপা দিন,
এইদ্যান করি বাইতে বাইতে সদাগর
        পাইলো মুলুকের চিন গো।
আহা রে মোর
        মাজি গো॥

ঘাটোত্ আছে ডাংকা বান্‌ধা
পাইলো দ্যাকিবারে,
ডাংগোইতে লাগিলো ডাংকা
হাসি খুশি মোনে গো।
আহা রে মোর
মাজি গো॥

এ্যাক ডাং দুই ডাং
তিন বা ডাংগো দিলো,
চাইর ডাংগের কালে কইন্যা
শুনবার পাইলো গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো॥

ঘিউয়ের বাতি দ্যাকো কইন্যায়
নিলো তাই জ্বালাইয়া,
সোনার চাইলোন বাতি নিয়া যায়
বইরবার লাগিয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো॥

দাসীর ঘরোক নিলো কইন্যায়
ডাইনে আরো বামে,
নাটকিনী কইন্যা তকোন
ধেয়ে ধেয়ে যায় গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো॥

ধেয়ে ধেয়ে যায়া কইন্যা
দাসীর ঘরোক্ কয়,
ওরে বারো বচ্ছোরে আন্ধার আলোয়
দ্যাকাইলে খোদায় গো।

আহা রে মোর
দ্বরের সদাগর গো॥

ষারো বচ্চোর আচন্ বন্দো
পিঞ্জরার ভেতোরে,
ব্যাটা ছাওয়ার ক্যামোন ছবি
নাই দ্যাকো মুই চউকে গো।
আহা রে মোর
দ্বরের সদাগর গো॥

এই কতা যকনে কইন্যা
কবারে ধরিলো,
তপাত হাতে সোনার মোনোহর
শ্বনবারে পাইলো গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো॥

মোনোহরে কয় সতী কইন্যার
সতী ঠিকে আচে,
ও সেইজন্যে মোনের কতা কইন্যায়
এ্যাতো দিনে কহে গো।

ওরে বরিয়া দ্যাকো তকোন কইন্যা
সদাগরের তরে,
সোয়ামীক্ নিয়া যায় কইন্যা
নাকারীয়ো ঘরোত্ গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো॥

বইসে যায়া সোনার মোনোহর
বইঠোক খ্যানার ঘরে,

শুনিয়া উঠিল মোনোহর
ছাইন বোট দ্যাখিয়া গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

মোনোহরে কয় শোনেক্ কইন্যা
খাড়া হও মোর আগে,
কিবা ন্যাকিয়া আইকচেন কইন্যা
ছাইন বোটের মাজে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

এহি কতা শুনিয়া কইন্যা
সোয়ামীর হাত খ্যান ধরি,
কাটিয়া দ্যায় যতো কতা
করিয়া চাতুরী গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

শান্তি হয়া দ্যাকো মোনোহর
কতো দিনো অইলো,
খোদার হুক্মোতে কইন্যা
গব্বোবতি হইলো গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

এ্যাক মাসের কালে গব্বো
ফ্যানা অং বা ধরে,
দুই মাসের কালে গব্বো
অকতো পুঞ্জে মেশে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

এ্যাকদিন দ্যাকো মইরামতি কইনা
        সোয়ামীর আগোত্ বলে,
গাও ধুবার যামো হামি
        নুয়োনদীর ঘাটোত্ গো।
আহা রে মোর
        পানের সদাগর গো॥

আটকা পানিত্ গাও ধোয়া ধুয়ি
        ভালো মোক না নাগে,
গাও ধোবার যামো হামি
        দাসীর ঘরে সাতে গো।
আহা রে মোর
        পানের সদাগর গো॥

এই কতা শুনি মোনোহর
        কইন্যাক বিদ্যায় ভালা দিলো,
কপালোত্ আচিলো দুক্ক
        বুজবের না পাইলো গো।
আহা রে মোর
        উপের মইরামতি কইন্যা গো॥

গাও ধুবার গ্যালো কইন্যা
        নুয়োনদীর ঘাটে,
হাটুয়া পানিত্ যায়া কইন্যা
        হাটুয়া মানজোন করে।
আহা রে মোর
        উপের মইরামতি কইন্যা গো॥

দ্যাকিয়া হাটুয়ার উপ
        খোয়াজ খিজির হাসে,
আহা রে মোর
        উপের মইরামতি কইন্যা গো॥

কমোর পানিত্ নামিয়া কইন্যা
 কমোর মান্জোন করে,
দ্যাখি কমরের উপ
 পদ্মা দেবী হাসে।
আহা রে মোর
 উপের মইরামতি কইন্যা গো॥

ছাতি পানিত্ নামিয়া কইন্যা
 ছাতি মান্জোন করে,
দ্যাকিয়া ছাতির উপ
 হাংগোর কুমীর হাসে গো।
আহা রে মোর
 উপের মইরামতি কইন্যা গো॥

গালা পানিত্ নামিয়া কইন্যা
 পাচ ডুব মারিলো,
খোদার হুকুমোতে মাচ এ্যাক
 সেই জাগাতে আসিলো গো।
আহা রে মোর
 উপের মইরামতি কইন্যা গো॥

দ্যাকিয়া কইন্যারো উপ
 মাহুশ হয়া গ্যালো বইল,
এ্যাক গাসোতে খায়া ফ্যালায় কইন্যাক
 হয়া তাই আকুল গো।
আহা রে মোর
 মইরামতি কইন্যা গো॥

মকনে খাইলো মাচে
 কইন্যা মইরামতি,
আছিলো কইন্যার সাতে
 ছোলেমানের আংগুটটি গো।
আহা রে মোর
 মইরামতি কইন্যা গো॥

হজোম না হইলো কইন্যা
আংগ্যুটেয়ো গন্ধে,
প্যাটোতে বিষ হয়া মাচ
ভাবে মোনে মোনে গো।
আহা রে মোর
উপের মইষামতি কইন্যা গো।।

কুপথ্য আহার বুজিকেন
কাচ্ছ আইজ হামি,
ডুবতে ডুবতে যাবার নাগিল বইল
হায় রে পাতালো নগোরী।
(আরে হায়)

তপাত হাতে দরজোন কুমির এ্যাক
ডাক পাইলো দ্যাকিবারে,
নাপ দিয়া পড়ে কুমির
বইলেরো ঘাড়োতে।
ওরে এ্যাক্কেবারে গিলিল কুমির
আগো বইলের তরে।।
(আরে হায়)

ওরে বইলের প্যাটোত মইষামতি কইন্যা
বসিয়া দিয়ানে,
ওরে বইলোক খাইলে কুমরে
না পাইলো জানিতে।
(আরে হায়)

খানিক বাদে দরজোন কুমির
কোন বা কামো করে,
প্যাটোতে দারুণ বিষ তার
খায়া খায়া উঠে।
(আরে হায়)

ওরে যাবারে না পায় কুমির
সেই বিষের জ্বালাতে,
ওরে এ্যাক দোমে বইসে কুমির
পাটালো নগোরে।
(আরে হায়)

দুই মাস থাকে দ্যাকো কুমির
অই পাটালো নগোরে,
প্যাটের বিষোতে কুমির
বাইচপারে না পারে।।
(আরে হায়)

এইদ্যান ভাবে দ্যাকো কুমির
কোন মায়া ছাড়িলো,
ছাড়িয়া পাটাল নগোর
কুমির কিনারোত চলিলো।।
(আরে হায়)

ওরে বালুচরোত যায়া কুমির
খ'ইদ করিয়া নিলো,
সেই খ'ইদোতে দ্যাকো কুমির
শুতিয়া নিদ যা গ্যালো।
(আরে হায়)

এ্যালো দ্যাকো এইগুলা কতা
অইলো ভালে ভালে,
দুই জালুয়ার কতা কিছু
শুনি ন্যাও সক্কলে।
(ওহে)

জাল ঘাড়োত্ নিয়া দুইজোন মাঝি
যায় যা নদীর ধারে,

(হায় রে) দ্যাকে কুমির শক্তি আছে
খাইলেরো ভেতোরে।
(ওহে)

আচিল দ্যাকো লোহার জাল
দুই জালুয়ার ঘাড়ে,
ওরে লাগাইল তামরা জালের ফাঁস
দুই বা জালুয়ার ঘাড়ে।
(ওহে)

ওরে তাতে বন্দো হইলো কুমির
দুই জালুয়ার হাতে,
ঘাড়োত্ করি নিয়া যায় কুমির
ত্যালি বা পাক করিতে।
(ওহে)

ওপোনীত্ হইলো দুইজোন
নিজের নিজের বাড়ী,
কুমির দেইকপার দউড়ি আইলো
যতো না নগোর বাসী।
(ওহে)

ওরে নগোর বাসী কয় বা কতা
জালুয়া রো তরে,
কাটো কুমির পাকাও ত্যাল্
লেবে সগলে মিলে।
(ওহে)

ওরে কতায় সাতে নগোর বাসী
যেজোন যাই যে করে,
ওরে দশে-বিশে ধরিয়া কুমির
লাইগচে কাটিবারে।
ওরে বারাইলো কুমিরের প্যাট হাতে
এ্যাক বইল কান বাজ মারি,

ওরে দ্যাকিয়া সেই বইল সগলে
ভাঙ্গোব হইলো ভারী।
(ওহে)

ওরে বইল দ্যাকি নগোর বাসী
ভাবে বা মোনে মোনে,
ওরে দেইকমো আইজ বইলের প্যাটোত্
কিবা জিনিষ নড়ে।
(ওহে)

কাটিয়া বইলের প্যাট হায় রে
শ্যাষ করিয়া দিলো,
দ্যাকে এ্যাক অবোদ কইন্যা
বসিয়া আছিলো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো॥

ছাওয়া এ্যাক কোলোত্ নিয়া তাই
দুদ খিলায় বসিয়া,
অবাক হয়া গ্যালো সগলে
এই কান্ডো দ্যাকিয়া॥

ওরে দুই জালুয়ায় ডাকেয়া কতা
হায় রে সগলের আগোত্ বলে,
নাজোন পালোন কইরমো হামরা
বেটি বরাবরে।

ওরে গাও বা ধোয়া আনে কইন্যাক্
পাগারেরো জলে,
ওরে চাঁদের ধেয়ান উপ কন্যার
ঝলমল ঝলমল করে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো॥

ওরে সেই উপ দ্যাকি নগোর বাসী
করে হুড়াহুড়ি,
কাইও কাইও কয় জালুয়ার হাত হাতে
কইন্যাক্ নেমো কাড়ি।
(ওরে হায়)

ওরে কতো জনে কতো কতা কয়
জালুয়ার সউগে শোনে,
ওরে বাপ বুলিয়া ডাকায় কইন্যারে
জালুয়া দুইয়ো জনে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

এইদ্যান করিয়া কতপা দিন রে
গতো বা হয়া গ্যালো,
মইরামতি কইন্যাক ইতি
জালুয়ায় পালিতে নাগিলো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।।

দিনে দিনে বাইড়বার নাগিল ছাওয়া
মাও-ওরে বে কোলে,
মানিকনাল বুলিয়া নাম রে
আকিলো ছাওয়ারে গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো।

দ্যাগদ্যাগিতে দ্যাকো মানিকনাল
তিন বা বচ্চোর হইলো,
হাইসতে খেইলতে দ্যাকো মানিকনাল
সউগ কতায় শিকিলো।
(ওরে হায়)

এইদ্যান ভাবে আরো কতোদিন
গত্তো বা হয়া গ্যালো,
সোনার মোনোহরের কতা
মোনোতে ইয়াদ হইলো।
(ওরে হায়)

এ্যাকদিন দাকো মানিকলাল
কয় বা জনোনীর আগে,
মোর বাপ আচে কি নাই
সে কতা কও তো আমারে।
(ওরে হায়)

এহি কতা শুনিয়া কইন্যা
কান্দিবার নাগিলো,
ওরে এ্যাতো দিনে সোয়ামীর কতা
মোনোত্ বা পড়িলো।
(ওরে হায়)

বাণিজ কইরবার গেইলেন সাদ,
না খ্যালেয়া পাশা,
ছাড়িয়া গেইলেন পানের পতি
আর না হইলো দ্যাকা রে।
আহা রে মোর
পানের সদাগর রে।।

দিন গ্যালো দুনিয়ার কাজে
দোস্তক ডাকেয়া কয়,
খ্যামোন দিন গ্যালো দোস্ত
আর সে দ্যান হবার নয়।

কান্দিয়া কান্দিয়া মইরামতি কইন্যা
ব্যাটার আগোত্ বলে,

তোর বাপ আছে বাপধন গো
কান্‌চোন শওরে গো।
আহা রে মোর
দন্দের সদাগর গো।।

তোমার বাপের নাম মোনোহর সদাগর
সয়াল আর সংসারে,
ক্যামোন করি যাইবেন বাপধন
কান্‌চোনো শওরোত্‌ গো।
আহা রে মোর
দন্দের ব্যাটা গো।।

তোমার বাপ বড় সদাগর
ঘোরে দ্যাশে দ্যাশে,
ক্যামোনে করিবে দ্যাকা
তোমাক নাহি চেনে গো।
আহা রে মোর
দন্দের ব্যাটা গো।।

গরবোত্‌ থাইকতে তোমার বাপোক্‌
আইলচোঁ মুই ছাড়িয়া,
ক্যামোন করি চিনবে বাপে তোক
দ্যাকোনা বুজিয়া গো।
আহা রে মোর
দন্দের ব্যাটা গো।।

এ্যাতেক কতা যকনে মানিকলাল
পাইলো শুনিবারে,
ওরে বাপের শোকে কান্‌দে মানিকলাল
ভূইমলোতে পড়িয়া গো।
আহা রে মোর
দন্দের ব্যাটা গো।।

মায়ের কাচ হাতে বিদ্যায় নিয়া বাচা
নাগিল বাহিরারে,
আরে কতোদিনে গ্যালো বাচা মোর
কান্ চোনো শওরোত্ গো।
আহা রে মোর
দশের ব্যাটা গো।।

বাপের শোকেতে কান্দে বাচা রে
পচ করে থাকে তাকে,
(হায় রে) বসি আছিল সোনার মোনোহর
নাকারী ঘরের মাঝে গো।
আহা রে মোর
দশের ব্যাটা গো।।

হ্যান কালে গ্যালো মানিকনাল
বাপেরো আগোতে,
বসি আছিল দয়ার পিতা
সেই জাগারো ওপরে গো।
আহা রে মোর
দশের ব্যাটা গো।।

ডাইনে ছালাম করিয়া বাচা রে
বামোত্ খাড়া হইচে,
ওরে মোনোহরে পচ করে কতা
মানিকনালের তরে গো।
আহা রে মোর
দশের ব্যাটা গো।।

কোন বা দ্যাশোত্ বাড়ী বাচা রে
কি নামো তোমারে,
কি নাম তোমার বাপ আর মায়ের
তার পরিচয় দেও মোরে।

এহি কতা শুনি মানিকলাল
নাইগচে কান্দিবারে গো।
আহা রে মোর
দশ্শের ব্যাটা গো॥

বাপ মাও নাই আমার
এই সংসারের মাজে,
বাপ হামার বড় সদাগর
মাক খাইচে কুমিরে গো।

সাত বচ্চোর হইচে মাওরোক্ মোর
কুইমরে ধরিয়া খাইচে,
মইরামতি মোর মায়ের নাম
খুলিয়া কন্ তোরে গো।

যে সোমে মইরামতির নাম
সদাগরে শুনিলো,
আহা আহা করিয়া মোনোহর
টলিয়ার পড়িলো গো।
আহা রে মোর
মইরামতি কইন্যা গো॥

খানিক বাদে দ্যাকে সদাগর
উটিয়ায় বসিলো,
বিদ্যাশী চেংড়ার হাত ধরি
ভাই কবার যে নাগিলো গো।
আহা রে মোর
সোন্দোর চেংড়া গো॥

ক্যামোন করি জানেন তুমি
মইরামতির খবোর,
কোন বা দ্যাশোত্ থাকে কইন্যা
কোন্ বা দ্যাশোত্ ঘর গো।

আহা রে মোর
সোনদোর চেংড়া গো ॥

কও দ্যাকি ওরে চেংড়া
মইরামতির খবোর,
ওরে মইরামতি কইন্যা আছিল
তার উপে মোন হইলো পাগোল গো।
আহা রে মোর
সোনদোর চেংড়া গো ॥

কনটই অইলো মইরামতি কইন্যা
হামাকে ছাড়িয়া,
আহা রে মোর
উপের মইরামতি কইন্যা গো ॥

ওরে বাণিজ্জোতে গেচন, মুই
ছাড়ি কইন্যার,
সেই কইন্যার আকে এ্যাক
ছাইন বোট ন্যাকিয়া গো।
আহা রে মোর
উপের মইরামতি কইন্যা গো ॥

ন্যাকিয়া কইন্যার ছাইন বোট
ফাটিয়া যায় মোর হিয়া,
কও নাগোর তোমার পায়ে ধরি
কনটই আচে মোর মইরামতি।
নিয়া হাটো মোক
কইন্যা যেটেই আচে।

শোনেক সদাগর কও তোরে
আচে তোমার মইরামতি ভাটিরাজ দ্যাশে,
ক্যামোন করি যাইবেন তুমি
কইন্যারো তল্লাশে।

যদিকেল সদাগর কইন্যাকে চাও
এ কলার গাচ কাটি ভুরা বানাও,
নিয়া যাইম তোকে
মইরামতির দ্যাশে।

সে কতা শুনিয়া সদাগর
মোনে খুশি হইলো,
যায় সদাগর আটিয়া কলার থোপে।
আটিয়া কাইটতে আসুন, তোমারে
তুই নাকি যাব, আটিয়া
কইন্যাক দ্যাকাইতে।

ও তোর জ্যাটোর গাড়িচে গাচ
নাম থুইচে মনুয়া,
মোকে বুলাইলে তোর
কইন্যা না আইসপে ঘরে।

সেটেই হোতে যায় সদাগর
জাহাজী কলার থোপে।
জাহাজী কাটিতে আসন, তোমারে,
তুই নাকি পাব, জাহাজী
মোর কইন্যাকু দ্যাকাইতে।

তোর বড় ভাইয়ে গাড়িচে গাচ
নাম আইকচে জাহাজী,
মোকে বোলাইলে তোর
ব্যাটা মারা যাইবে।

সেটেই হাতে যায় সদাগর
কামড়ি আটিয়ার থোপে,
কামড়ি কাটিতে আসন, তোমাকে,
তুই নাকি পাব, কামড়ি
মোর কইন্যাক আনিতে।

তোর মায়ে গাড়িচে কলা
মাম ভাইকচে কামারি,
সদাগর কাটেক আমারে
ছয় মাসের বেশী নুই
না ভাসিম জলে।

সেকতা শুনিয়া সদাগর
মহোলোত ফিরিলো,
বিশাশও কামেলাক সদাগরে
ছক্‌নে ডাকেয়া পটাইলো।

ডাক শুনিয়া বিশাশও কামেলা
সাজিয়া তইয়ার হইলো,
যাশ কামেলা মোর সদাগরের বাড়ী।
গাচ কাটি ভুরা বানাইলো
সদাগরোক খবোর দিলো,
যায় সদাগর মোর—
বিদেইশা নাগোরের আগে।

ওরে শোন শোন বিদেইশা নাগোর
কতা বা শোন মোরে,
হাটো এ্যালা যাই হামরা
ভাটিয়াল নগোরে।
ওরে এহি কতা নাগোর যক্‌নে শুনিলো
তকনে তাই সদাগরোক
ভুয়াত তুলিয়া নিলো।
যায় দেনো জোন
মইর:মহির খোঁজে গো সদাগর।

আর কতেক দুরে হাতে সদাগর
আর কতেক দুরে গ্যালো,
মানিক নালে ডাকেয়া কতা
কবার যে নাগিলো গো।
(ও সদাগর)

কিবা তোমার নামো সদাগর
কও তো আমারে গো।
(ও সদাগর)

এ্যাতেক কতা কয়া যা মানিক
খানিক কান্দে খানিক হাসে,
ওরে পুচ করে মানিক
দয়ার বাপের আগে গো।
(ও মানিক)

তোমার কইন্যা আনিয়া দেমো
তাতে কিবেন ভেটি পামো,
সেই কতা কও সদাগর
হামাকে খুলিয়া গো।
(ও সদাগর)

আইসো রে বিদেইশী নাগোর
খাও রে বাটার পান,
মইষামতির হাতের আংগুট
তোমাক করিমো দান।
(ও মানিক)

এ্যাতেক কতা যকনে মানিক
শুনিবারে পাইলো,
খুলিয়া হাতের আংগুট
বাপের হাতোত দিলো।
(ও সদাগর)

আংগুট দ্যাকিয়া সদাগর মোনে ভাবে
এই ছাওয়া মোর,
কিম মোনে হয় কইন্যা
নাই হয় পরবোধতি ও।

এ্যাতেক কতা ভাবিয়া সদাগর
মানিক বালোক বলে,
সইত্তো করি কও মানিক
বাপবেন কাই হয় তোরে গো।
(ও মানিক)

শোনেক শোনেক শোনেক বাপধন
বাপধন কও' বা তোমার সামনে গো,
তুমি হামার জলমোদাতা
এই জগোতের পরে গো।
(ও সদাগর)

মইরামতি মামোতে কইন্যা
হামারো জনোনী,
গরবে থাইক্‌তে দিচে বাপধন হামাক
যমের হাতোত্‌ তুলি গো।
(ও সদাগর)

মোর দুক্কের কতা কইলে বাপধন
কইলজা যায় ফাটি গো।
(ও সদাগর)

ও বাপধন গো বাপধন
হাটো এ্যালা যাই মায়ের সামোনে গো।
(ও সদাগর)

তোমার জন্যে আচে মাও মোর
আন্দার দিকি চায়া গো।
(ও সদাগর)

এইদ্যান করি কান্দিয়া মানিক
বাপের হাত ধরিয়া,
বাপ ব্যাটা যায় দোনজোন
এ ভুয়া বাহিরা গো।
(ও সদাগর)

বাপে ধরে হাইল খানি
        ব্যাটায় টানে বইটা,
সামনোতে ঘন্‌টা টাংগা
        পাইলো দ্যাকিবারে গো।
আহা রে মোর
        পানের বাপধন গো।

মানিকনালে ডাকেরা কতা
        বাপের আগোত্‌ কয়,
কিসের জন্যো ঘন্‌টা টাংগা
        বাপধন কও তো আমারে গো।
আহা রে মোর
        পানের বাপধন গো।

এই দ্যাশোতে আছে বাচা
        মালেকা ভান্‌ নাম
তিন ছওয়াল নিয়া সেই কইন্যা
        কচ্চে দ্যাকো পণ।
        (ও মানিক)

তিন ছওয়ালের জওয়াব বাচা
        যাই দিবারে পাইবে,
পতি বলিয়া সেই জোনোক কইন্যা
        এ্যালায় বুকোত্‌ তুলিয়া নিবে।

ও বাপধন গো বাপধন
        বিদ্যায় করো বাপধন যাই
অই না কইন্যার সামনোত্‌ গো।
দ্যাকিম যায়া মালেকা ভান্‌
        কিবেন ছওয়াল করে।

এই কতা শুনিয়া সদাগর
        ব্যাটার আগোত্‌ বলে,

তুই কি পারবু বাচা
        হওয়ালের জওয়াব দিতে।

বাপধন গো ও বাপধন
        নাহি দেও বাপা বাপধন
        বিদ্যায় দেহ মোরে গো।
নেশ্চয় যাইম মুই
        হওয়ালের জওয়াব দিতে গো।

এই না ভাবে দ্যাকো মানিক
        বিদ্যায় হয়া গ্যালো,
খাটোত্ আছিল ডাংকা বান্ধা
        নজোরোত্ দ্যাকিলো গো।

এ্যাক ডাংগো দুই ডাংগো
        তিন ডাংগো দিলো,
চাইরো ডাংগের কালে ডাংকা
        ফাটেয়া ফ্যালাইলো।

যকোন কালে দ্যাকো ডাংকা
        ফাটেয়া ফ্যালাইলো,
মহোলোত্ আছিল মালেকা বানু
        ডাক জানিয়া পাইলো।

চাইরজোন দাসীক পটেয়া দিলো
        খবোর বা জানিবারে,
খ্যাটা হাওয়া হইলে ডাক
        আনেন্ আচ্চা তারে বানধিরে।

নাটি হাত্তোত্ নিয়া চাইর বা দাসী
        দউড়াইতে নাগিলো
ভপাত হাত্তে অই না মানিকলাল
        ডাক দ্যাকিবার পাইলো।

ওরে দাসীয়া কয়
শোন বা খুয়ান হাটো মহোলোতে,
মালেকা ভানুর দাসী হামরা
আইনো তোমাক নিতে :

এ কতা শুনিয়া মানিক
বিদায় ভালা হইলো,
মালেকা ভানুর কাচোত্ যায়া
উপোনীত্ হইলো।

কও দ্যাকি ওহে কইন্যা
কি ছওয়াল তোমার,
কি বা ছওয়াল নিয়া কইন্যা
কষ্কেস তুই কড়াল।

এ কতা শুনিয়া কইন্যা
কবারে নাগিলো,
এ পুরবের না পাইলে ছওয়াল
তোমার গরদানো কাটিবো।

কও দ্যাকি ওহে কুমার
কও বা দ্যাকি আইজ,
আল্লার অসাপ্দো এই দুনিয়াত্
আচে কোন বা কাজ ?

সরবো শাইন্দো আচে খোদা
পোকাশ আর জাহির,
তাতে নাই কোন বা জিনিষ
কও দ্যাকি মহাবীর ?

কও দ্যাকি ওহে কুমার
কও দ্যাকি এখ্খোনে,
আল্লার বিনা হুকোতে
কোন বা জিনিষ চলে ?

শোনেক শোনেক ওহে কইন্যা
কও' বা তোমারে,
এইগ্‌লা সউগ কতা নিয়া
তুমি পোতিজ্ঞা করিলে।

হামার দ্যাশোত্ শোনেক কইন্যা
আকোয়ালেয়া মিলে,
দিনে আইতে দ্যাকেক কইন্যা
এইগ্‌লা হওয়াল করে।

যদিকেন পাও' ওহে কইন্যা
তোমার জবাব দিতে,
তে হইলে কি করব্ কইন্যা
সে কতা কও তো আমারে।

মুই হন্ কড়ার ভিকেরী
ঘোরো বা দ্যাশে দ্যাশে,
কইকরেনী হয়া যাব্ কিনা যাব্
কও তো আমারে।

কইন্যায় কয় শোনেক সায়েব
কতা বা শোনেক মোরে,
বেটি ছাওয়া হয়া পোতিজ্ঞা কচ্চো
অগ্‌ল কাইবেন করে।

পোত্তোম হইলো অসাইন্দো খোদার
দুইটি কামোতে,
শোনেক শোনেক আবার কইন্যা
কও' বা তোমারে।

নিজে আল্লা মেহেরান্‌জন
জীব জন্তু বানায় ধরে ধরে,
নিজের খেয়াল খোদা নাহি
আর এক জোন পারে বানাইবারে।

যদি কোন বান্দা দ্যাকো
পাপেতে যায় ভরিয়া,
গোস্বা করি আল্লায় দ্যাকো তাক
না ফ্যালায় মারিয়া।

যদিকেল দ্যাকো কোন বান্দা তার
নমাজ নাই রে পড়ে,
আপে আল্লা পাক খারী
চাবার নাই রে আইসে।

ওরে তার পাচে একটা জিনিষ
যিনি জিনিষে চলে,
খেয়াল করি দ্যাকো কইন্যা
আপোনায়ো দেলে।

চোউ:কর পলোক রে কইন্যা
হুকুম নাই রে মানে,
থিতি দেইকপার মানা
সিতি ক্যাবোল দ্যাকে।

এই তিন জবাব বকনে কুমার
এ্যাকে এ্যাকে দিলো,
শুনি জবাব দ্যাকো কইন্যা
ধনদো মারিয়া গ্যালো।

বাপের কাচে ন্যাকে চিটি
বিনোয় রে করিয়া,
ছওয়াল জওয়াবে বাপধন
গেইচো মুই হারিয়া।
খুশি হালে আসিয়া বাপধন
জামোতাক ন্যাও ধরিয়া।

মালেকার কয় লোকেক জনোনী
তোমার জামোতাক ন্যাও ধরি,

হওয়াগ জওয়াবে হারিয়া গেইচো
        এ্যালা উপায় কিবেন করি।

এ্যাতেক কতা কয়া মালেকা
        কান্দে ঝর ঝর কইরে,
হায় মোর আল্লা এই আছিল
        মোর কম্‌বকতার কপালে।
        (দারুণ বিদি)

এই কতা কইন্যার বাপে শুনিয়া
        জামোতাক ন্যায় আগবাড়িয়া,
যায় জামোতা মোর
        মালেকার মন্দিরে গো।
        (দারুণ বিধি)

ওরে কিছুদিন গতো হইলো
        মালেকার সাতে মেলোন হইলো,
থাকে মালেকা ক্যাবোল
        জাতারের নেকোটে গো।
        (দারুণ বিদি)

ওরে সদাগরে ডাকেয়া কয়
        শোন বাচা মোর কতা নাও,
কন্‌টেই জইলো মোর
        কইন্যা মইরামতি গো।
        (সোনার মানিকলাল)

তোমার বউ মালেকা জানু
        উদেশ করো তোমার জন্য,
দুই এ্যাজা চলি যাও
        মইরামতির ন্যাশোক্ গো।
        (সোনার মানিকলাল)

মানিকনালে শুনেবের পাইলো
খাড়া হয়া বাপোক কইলো,
তোমার বাপোক সাতে করি বাপজান
হাটো যাই নিজ দ্যাশে গো।
(সোনার বাপজান)

শইষরের আগোত্ খবর দিলো
মালেকার ডাক শুনবার পাইলো,
বাইরে এ্যালা মালেকা
শউড়ির চরোণ সেবিতে গো।
(সোনার মালেকা)

ও শশুর শউড়ি বিদ্যায় দিলো
তিনজোন তকোন বিদ্যায় দিলো,
বাইরোত্ আইল্চে মাওজান
হামার দয়ার বাপজান গো।
(মাও জান)

(হায় রে) এই কতা যুকোনে শুনিলো
খুশিতে মইরামতি নাইচ্পার নাইগলো,
যায় মইরামতি সোয়ামীর আগোত্ গো।
(পানের সোয়ামী)

ওরে শ্বামী শ্চীর মেলোন হইলো
ওরে ব্যাটা বউ চাইরজোন হইলো,
থাকে মইরামতি সুকের সাগোরে গো।
(মইরামতি)

সুকোতে থাকে মানিকনাল
মালেকাজানুর ধরা রে যয়,
কিয় দুক আসি দিলো দরোশনো গো।
(সোনার মানিকনাল)

ওরে দুইজোনে শুতি আছিল
আইতোতে তাঁই খোয়াব দ্যাকিল,
ওরে উপের মারী এ্যাক
বসিল তাঁই বোগলোতে গো।
(দারুণ বিদি)

গালার হার ওপোহার দিলো
বিনোয় করি এ্যাক চিটি ন্যাকিলো,
ওরে পাও ধরি সেই কইন্যা
কান্দে গুন গুন করি গো।
(দারুণ বিদি)

ওরে চিটি কোনা হাতোত্ দিয়া
চলি গ্যালো পরী কান্দিয়া কান্দিয়া,
হ্যান সোমে মানিকনালের
নি'দগ্যালো ভাংগিয়া গো।
(দারুণ বিদি)

ওরে কন্টই অইলো মোর পানেশ্বরী
করি গ্যালো মোক উদেশী,
কন্টই গেইলে পাইক মুই
কইন্যা বিদুম্মুকি গো।
(দারুণ বিদি)

ওরে বিশলা কতা মোনোত্ পড়িলো
হায় হায় করি মানিক টলি পইলো,
কান্দে মানিকনাল ধুলাতে পড়িয়া গো।
(দারুণ বিদি)

দ্যাকি দ্যাকি নাহি দ্যাকি
চইতোন হয়া ক্যানে তোমায় না দ্যাকি,
সপ্নোতে ফাঁকি দিয়া
গেইলেন তুমি কন্টই গো।
(দারুণ বিদি)

তোমরা হইলেন পরীরো জাত্
হামাকে করিয়া সাত্,
দ্যাকা দিয়া কইন্যা
মোন করিলেন চুরি গো।
(দারুণ বিদি)

ধুলাত্ পড়ি কানদে মানিক
শুনবার পাইলো মালেকা বিবি,
শুনিয়া সোয়ামীর কান্দোন
উটিলো চমকিয়া গো।
(পানের পতি)

হাত ধরি পতি পাওয়ে পড়ি
মোনের কতা পতি কহো খুলি,
না কইসে মুই গালাতে দেইম ছুরি গো।
(পানের পতি)

ধুলা ঝাড়িয়া কোলোত্ নিলো
চাঁদ মুকোত্ বিবি চুমা দিলো,
কাইন্দবার নাগিল মালেকা
ভাতারের হাত ধরিয়া গো।
(সোনাদোরী মালেকা)

মালেকা কাইন্দবারে নাইগলো
মইরামতি ডাক শুনবার পাইলো,
বউয়ের কান্দোন শুনিয়া মইরামতি
উটিলো চমকিয়া গো।
(শোন বউ মা)

শোনেক বউমা ক'ও বা তোরে
ক্যানে কাঁদেন তোমরা নিশা কালে,
কি হইচে কও মা
যাদুধন অইলো কনটাই গো।
(শোন বউ মা)

মালেকার কয় শোনেক জনোনী
তোমার খাদ্‌ধন আছে ক্যাহ্‌লোতে পড়ি,
পানি আনি শোনেক মা মোর
বাঁচেয়া দেও পতিক গো।
(মোর জনোনী)

এ্যাতেক কতা কনে জনোনী
পাইচে শুনিবারে,
পে'দনের কাপড়া ছাড়িয়া জনোনী
আইসে আউলা ক্যাশে গো।
(কি হইলো মোর দারুণ কপালে)

আচাড় খায়া দ্যাকো জনোনী
আইলো সেই দন্ডোতে
খাদু খাদু বলিয়া বাচাক্
তুলিয়া নিলো কোলে।
(কি হইলো মোর দারুণ কপালে)

ওরে খাদু ধনোক্ কোলোত নিলো
সরপোতের পানি খাদুর মুখোত দিলো,
কতো না কয় বাচা
পড়িলো লটিয়া গো।
(কি হইলো মোর দারুণ কপালে)

ওরে বাইরোতে শুতিয়া থুইলো
সোনার খাদু পড়িয়া আইলো,
যায় মইরামতি ক্যাবোল
সোয়ামীক ডাকপারে গো।
(পানের পতি)

ওরে মানিকচাঁদের হুঁশ হইলো
মালেকা জানুই ইঁদেরা কতো,
পানি দিবার মোক
জান যায় ধড়িকেল ছাড়ি গো।

পানি বুলি মালেকা কাঁদলো
সোনার বাপ, মোর এ্যাকলায় অইলো,
হ্যান কালে দ্যাকো পরী
কি মজা হাসিলো গো,
(সোনার কইন্যা)

ওরে কাল পরী নিদ্রা পরী
দুই পরী অতোত্ ভর করি,
যাবার নাগিল পরী ক্যাবোল
মাঝোঘেরো দ্যাশোত্ গো।
(শোন নিদ্রা পরী)

কাল পরী কয় নিদ্রাপরী
এ্যাতো আইতোত ক্যান আগুনের মশাল দ্যাকি,
দ্যাকিয়া যাইম মুই
কিসের আগুন জ্বলে গো।
(শোন নিদ্রা পরী)

ওরে দুইজনে বুদ্ধি করিলো
মানিকনালোক অতোত্ তুলিলো,
জামাই করিম মুই
এই না ব্যাটা ছাওয়াকে গো।
(শোন কাল পরী)

ওরে চিটি এ্যাকনা তাই ন্যাকিয়া দিলো
মালেকাক্ নিয়া তাই চলিয়া গ্যালো,
জলের ঝারি নিয়া মালেকা
উপোনীত্ হইলো গো।

ওরে জলের ঝারি হাতোতে নিয়া
সোয়ামীক তাই না দ্যাকে আসিয়া,
পাগলীর নাহান হয়া কইন্যা
পইলো তাই টলিয়া গো।
(গানের গতি)

আইসো পতি পানি খাও
　　সোনা মুখে সোয়ামী কতা কও,
কনটইর গেইলেন পতি
　　আমাকে ছাড়িয়া গো।
　　(পানের পতি)

পানির জন্যে পতি পটাইলেন মোরে
　　হাতের পানি পতি অইলো হাতে,
তাতে কল্লেন মোরে
　　পত্তের ভিকেরী গো।
　　(পানের পতি)

হাতের ঝারি কইন্যার ফ্যালেয়া দিলো
পেংদনের কাপড়া কইন্যার হোসকেয়া
　　　　　ফ্যালাইলো,
ছিঁড়িয়া মাতার চুল কইন্যা
　　হইলো পাগোলিনী গো।
　　(গো মালেকা ভানু)

পাগোলিনী হয়া কইন্যা
　　নাচিয়া ব্যাড়ায়,
নাচিয়া ব্যাড়েয়া কইন্যা
　　এনা গানো গায় গো।
　　(গো মালেকা ভানু)

দিন মানে নাচে কইন্যা
　　হয়া তাই পাগোলিনী,
মহোল ছাড়িয়া কইন্যা
　　গ্যালো তাই বাইরা বাড়ীত গো।
　　(গো মালেকা ভানু)

বদিকেন পতি হাজার হও
　　পাকা ন্যাপেয়া প্যাকা দেও

তোমার জন্যে হইচোঁ পাস্তি মুই
পেয়ের কলোংকিনী গো।
(পানের পতি)

এ্যালা দ্যাকো এইগুলা কতা
থাকে কইন্যার মনের বাতা,
মোন দিয়া শোন সগলে
দুই বা পরীর কতা গো।

নিদুরা পরীর ঘরোত এ্যাক বেটি
নামে ফুলেশ্বরী,
দ্যাকিয়া মানিকের উঁপ তাই
হইলা উদেশী গো।
(গো জনোনী)

এইনা ভাবে দ্যাকো কইন্যা
কোন বা কামো করে,
মাও জনোনীর পাওয়োত্ বা পাড়
তাই গড়াগড়ি করে।
(গো জনোনী)

(হায় হায় রে) শোন শোন জনোনী
মুই বা বলোঁ তোরে,
এই চেংড়া ছাড়া জনোনী
সোয়ামী নাই মোর ঘরে।

শোনেক জনোনী কও বা তোরে
বিয়া দে মোক এই চেংড়ার সাতে,
এই চেংড়ায় কইরচে চুরি
হামার মোন পান গো।

এই না ভাবে দ্যাকো জনোনী
কোন্ বা কামো করে,

আজার সাবনোতে বাদ্যা আনী
নাইখচেন বাদিবারে।

শোন শোন পানের আজা
মুই বলো তোমারে,
ঘরোত্ আছে শেয়ানা বেটি
চিন্তা নাই তোমারে গো।

ওকি দীননাত—
দিন গ্যালো মোর
দরবারোত্ বসিয়া গো।

আইজার আইত থ্যাম থাকেক আনী
নেরোলে বসিয়া,
কাইল বিয়ানা দেইম মুই
নোকজন পটেয়া গো।

(হায় রে) এই কতা শুনিয়া আনী
আজার আগোত্ কয়,
আইলচে ওপোযোক্তো চেংড়া
তোমরা শোন মহাশয়।

বিয়ানা উটিয়া বাদশা
মহোল বুলিয়ার গ্যালো,
দ্যাকিয়া মানিকের তরে
আজার মোনোত্ খাইলো গো।

যাযোন বেটি সেইদ্যান জামাই
খোদায় যোক মিলাইলো,
সকাল সকাল দেইম সাদী
বেলোম না করিবো গো।

এই না ভাবে থ্যাকো যে আজা
বুদ্দি করিবার নিলো,

সাগাই সোদোর সগাইকে তাই
জিয়াপোত্ করিলো।

এই না ভাবে দ্যাকো আজা
বন্দ করিয়ায় নিলো,
জিনিষ পাতি-যোগাড় করি আজা
মানিকের আগোত্ আইলো।

শোনেক বাওয়া ওরে মানিক
মুই বলোঁ তোমারে,
মোর বেটিক ফুলেশ্বরীক্
সপিন্ তোমারে।

এই না কতা শুনিয়া মানিক
হায় রে ভাবে বা মোনে মোনে,
কি বলিয়া দেইম মুই জবাব
হায় রে মালেকা জানুর আগে।
তাকে না পুচ কলে এই শাদী
মুই করিম বা ক্যামোনে।

ওরে হস্তো জোড়া হয়া খাড়া
আজার আগোত্ বলে,
সোনাদোরী বেটি ছাওয়া আছে ঘরোত্ মোর
মালেকা নাম হইল্ তারে।

যদি না দিনো নাই পাও মুই
মালেকাকো সাম্নে,
কচোম করিয়া কন্ কতা
শাদী না করিম আর এ্যাকজোনে।

এহি কতা শুনিয়া আজা
(হায় রে) কোন বা কামো করে,

কাল পরী আর নিদ্রো পরীক্
(হায় রে) নাইগছেন্ ডাকাইবারে।
ওরে মানিকের ঘরোত্ মালেকা জান্,
আনিয়া দ্যাহো তারে,
তাকে না হইলে মানিক রে
বিয়া তাই না করে।

এহি কতা শ্‌নিয়া কাল পরী
(হায় রে) বেলোম নাই যে করে,
ওরে মানিকের উপ ধরিয়া পরী রে
কইন্যার আগোত্ গ্যালো।
(রে মোন হায় হায়)

কোন দিন তাই বাজায় বাঁশী
মালেকারো আগে,
ধমকে ধমকে হাঁটি ব্যাড়ায় ইতিউতি
মালেকায় চায়া দ্যাকে।
(রে মোন হায় হায়)

এই কান্‌ডো দ্যাকিয়া মালেকা
ভাবে তাই মোনে মোনে,
আসিয়া কার বা ঘ্‌রি যায় পতি
না বইসে তাই কোলে।
(রে মোন হায় হায়)

মোনের দ্‌কে দ্যাকো মালেকা
(হায় রে) উল্ বা কুল্ করে,
এই দ্যাকিয়া শশুর
ভাবে বা মোনে মোনে,
অসতী হইচে ব্যাটিকেল বউ মা
ভাতার নাই তার ঘরে।

কতো ভাবে করে শাসন শইস্‌রে
না দ্যায় খাইয়া খাইতে,

কতো কতো মানুষ আইলে রে
কইন্যা দ্যাকে তাই সোয়ামীকে।

(গান)

মোর বন্দু শ্যামরায় রে
এ ঘোড়া দাবড়েয়া যান রে,
ওরে তকোন হামি অবোলা নারী
বসি বসি কান্দি রে।
কি ও সোনার বন্দু রে……

মোর বন্দু শ্যামরায় রে
এ বাঁশী বাজেয়া যান রে,
ও তকোন হামি অবোলা নারী
আনন্দেতে বসি হে।
কি ও সোনার বন্দু রে……

কিসের কি আন্দোন আঁদি
খাইয়া চায়া দ্যাকি রে,
শুকান কাটের খড়ি
ঝ্যাকা দিয়া নিবিয়া রে,
ও ধুম্মান ছলে বসি বসি কাঁদি।
কি ও সোনার বন্দু রে……

মোর বন্দু শ্যামরায় রে
এনা হাটোন জানে রে,
তকোন হামি গইল ঘরার পাচে
বসিয়া দ্যাকিরে—
এনা কমরের বিষের ছলেরে
কমোরে হাতো দিয়া
বনদুক দ্যাকি রে।

মোর বনদু আসিয়া রে

ভকোন হাসি অবোলা নারী
চুয়ার আড়ালোত্ বসিয়া রে
হাতের বদনা চুয়াতে ফালেয়ারে
বদনার ছলে বসিয়া বসিয়া কান্দি রে।
মোর বন্দু এনা ফালটুয়া রে
এনা পীরিত্ জানে রে,
পীরিত্ করিয়া বন্দু ছাড়িয়া যান রে।
কি ও সোনার বন্দু রে……

ঘুরিয়া আইসো বন্দু
মোর নারীর কোলোত্ রে,
বলিল বন্দ্ না আইসো রে
ওরে ব্যাটা ছাওয়ার সাজো ধরি
স্বামী তোমার খোঁজে রে।

চাপে চুপি দ্যাকো মালেকা
কোন বা কামো করে,
উকটিবার যায়
ব্যাটা ছাওয়ার ভ্যাসে।

ওরে আগোত্ যায় পরী
পাচোত্ যায় সোন্দোরী,
ওরে সামনোতে পাইলো কইন্যা
অকুলের নদী—ও।

পাতিক ধরিবারে মালেকা
নদীতে নামিলো,
আল্লার হুকুমোতে নদীত্
চর পড়িয়া গ্যালো ও।

কতো কাড় জংগোল নদী নালা
ছাড়ে থরে থরে,
কতো দিনে গ্যালো মালেকা
পরীস্থানের মাঝে—ও।

এই না ভাবে দ্যাকো মালেকা
নাইগ্‌চে দউড়াইবারে,
ভপাত্‌ হাতে দুই পরী তাক
পাইলো দ্যাকিবারে।
ওরে আকো আকো বুলি দুই পরীরে
নাইগ্‌চে ডাকাইবারে।

ওরে কাল পরীর ভাই এ্যাক আছিল রে
শা-জামাল নামে,
দ্যাকিল তাই মালেকার উপরে
খিড়্‌কির আউটাল হাতে,
ব্যাটা ছাওয়া দ্যাকি ব্যাটা ছাওয়া ভোলে রে
না পাও বুজিবারে।

ওরে নিদ্‌রা পরীর ঘরোত্‌ কইন্যা রে
ফুলেশ্বরী নামে,
মানিকনাল হইলো পাগোল
কইন্যার উপো দেইকে।

নিদ্‌রা পরীর ব্যাটা পাগোল
মালেকাক দ্যাকিয়া,
শালা বওনাই ওলোট পালোট রে
দ্যাকোনা বুজিয়া।

ফুলেশ্বরীর কতা এ্যালা
অইলো ভালে ভালে,
শা-জামাল মালেকার কতা
শুনিয়া ন্যাও সকলে।

ঘরোত্‌ আছিল শা-জামাল নাগোর
মালেকার পাগোল,
ওরে শা হইবে মালেকা তার, ব্যাটা ছাওয়া
তাই বেটি ছাওয়ার আমোল।

এ্যাকদিন দ্যাকো জামাল
মালেকাক্ ডাই বলে,
হাটো বন্দ্ যাই হামরা
বাগানোত্ ব্যাড়াইতে।

হাওয়া খানাত্ যায়া মালেকা
দুই জোনে বসিলো,
ওরে মুকামুকি বসিয়া কতা
কবার যে নাগিলো।

শোন শোন ওহে নাগোর
কয়া বুজাও তোরে,
বিয়া কি হইচে তোমার
কও বা সইত্তো করে।

তোমরা হইলেন কুলের কলি
মুই হনু তোমর চোর,
সইত্তো করি কও কতা
তুমি হইবে কি হামার।

জামালের কতা যকনে মালেকা
পাইচে শুনিবারে,
জ্বলি উটিলো মালেকা দ্যাকো
আগুন বরাবরে।

আহা সোয়ামী মোর নিদেরুণ রে
আইনুলেন ফাঁকি দিয়া,
ওরে এ্যালা ক্যানে পলেয়া অইলেন
পরার হাতোত্ দিয়া।

ওরে আহা রে দারুণ বন্দ্
এ্যাতই বাদিকেন আইচ্লো,
জে হইলে ক্যান আইনুলেন হামাক্
ক্যাটা হাওয়ার জাগে ও!

এই ব্‌লিয়া কান্‌বে ভান,
ধূলার ধূলমূল হইয়া,
কাইদবার নাগিল কইন্যা দ্যাকো
সেই জাগাতে পড়িয়া।

শা জামালে তাক দেইকপার পাইলো
হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলো,
কয় বা কতা ক্যাবোল
মালেকার হাত ধরিয়া গো।
(সোন্‌দোরী)

হামি হইনো পুরুষ জাত
ক্যানে করেন এ্যাতো চাতুরী,
ব্যাটা ছাওয়া হয়া ক্যামোনে কইরমো
ব্যাটা ছাওয়াকে শাদী গো।
(শা-জামাল)

শা-জামালে কান্‌দিয়া কয়
বেটি ছাওয়া হয়া ক্যানে করেন এ্যাত ছল
যইবোন দান করি মুছাও কইন্যা
হামার চউকের জল।
তোমরা হইলেন বেটি ছাওয়ার জাইত্‌
তাতো হামরা জানি।

দ্যাকিয়া মানিকনাল
হাইস্‌পারে নাগিলো গো।
(ও মোর মালেকা)

তাইসো মালেকা বইসো কাছে
মধু মাকা কতা কও মোকে,
শুনিতে তোমারো কতা
হাউস হইচে মোর মোনোত্‌ গো।
(ও মোর মালেকা)

নিন্দুরা পরী হুকুম দিলো
ফুলেশ্বরী বেটি আগোত্ আইলো,
স'পিয়া দিলো কইনাক্
মানিকনালের হাতোত্ গো।
(ফুলেশ্বরী)

মালেকা দ্যাকিতে পাইলো
খুশিতে তাই ভরিয়া গ্যালো,
সতীন হইলো আইজ মোর
পরীস্থানের পরী গো।
(ফুলেশ্বরী)

ওরে যখোনে স'পিয়া দিলো
ওরে ব্যালদার সেই জাগাতে আইচ্‌লো,
যায় ব্যালদার কাবোল
জামালের খোরাক নিয়া গো।
(শা জামাল)

জামালে আসিয়া কয়
আইজ ক্যানে এ্যাতো দেরী হয়,
ভোকের জ্বালাতে মুই
না পারো উটিতে গো।
(দারোয়ান)

কিসের দুকে এ দ্যাশ হইলেন
সে কতা কন খুলি।
এ্যাতেক শুনি মালেকায় দ্যাকো
কান্দে জারে জারে,
আহা রে দারুণ বিধি
এই আছিল কপালে রে।

ভুক্‌রিয়া কইন্যা কাঁদিবার নাগিলো
কালপরী তাক শুনবার পাইলো,

উড়িয়া আইলো পরী
সেই জাগার পরে গো।
(নীল পরী)

মালেকাক্ তুলিয়া নিলো
শা-জামাল ব্যাহুশোতে অইলো,
নিয়া গ্যালো মালেকাক্
নিদ্রা পরীর আগোত্ গো।
(শোন দিদি)

যদি:কল মানিকনালে শোনে এ কতা
পাষাণোত তাই ভাঙবে মাতা,
তোমার কইন্যা ফুলেশ্বরী
তাই হইবে কলোংকিনী গো।
(শোন দিদি)

ওরে নিদ্রা পরী শুনবার পাইলো
ব্যালদারোক্ তাই হুকুম দিলো,
বান্দি আনে জামালোক তাই
ঘুটঘুটা আঁদার ঘরোত্ গো।
(শা-জামাল)

ওরে মালেকাক্ নিয়া গ্যালো
মানিকনালের আগোত্ দিলো।

ব্যালদারে কয় শোনেক বাচা
তোমার বইন ফুলেশ্বরীর হইচে নেকা,
ওরে যে জন আইচলো তোমার
মানিকনালো গো।
(শা-জামাল)

এই কতা শুনবারে পাইলো
ব্যালদারের পাওয়োত্ পইলো,

সইতো করি কও ব্যালদার
মালেকা কন্টেই প্যালো গো।
(দারোয়ান)

ব্যালদারে ডাকিয়া কয়
মালেকা তোমার বইনের সতীন হয়,
আইজ হাতে তোমার আশা
বরবাদ হয়া যায় গো।
(শা-জামাল)

এই কতা শুনবারে পাইলো
বুকের পাতোর তুলি মাতাত্ মারিল,
মরিয়া প্যালো জামাল
মালেকারো শোকোতে গো।
(শা-জামাল)

বাপ পরী কয় শোনেক বাচা
বাড়ী ঘর তোমার কোন বা জাগা,
সোনা দিয়া বাড়ী সেরেই
দেমো যে গড়েয়া গো।
(নউতোন জামোহা)

ওরে কাকে যাকে পরী ছিলো
এ্যাক আইতে পুরী তইয়ার হইলো,
তইয়ার হইলো পুরী
কান চোনো শওরে গো।
(নউতোন জামোহা)

কতো দিনো সেরেই অইলো
বাপ মায়ের কতা মোনে পইলো,
বিদ্যায় চায় মানিক
শইবরেরো আগোত্ গো।
(জান্দাজান্)

শোনেক আম্মা কও' বা তোরে
তাড়াতাড়ি দেও বিদ্যায় করি,
চলিয়া যাইম মুই
বাপ-মাওয়োক দ্যাকিতে গো।
(আম্মাজান)

বেটি জামাইক বিদ্যায় দিলো
দাসী বান্দির ঘরোক্ সাতে নিলো,
যায় ফুলেশ্বরী ক্যাবোল
কান্চোন শওরোত্ গো।
(ফুলেশ্বরী)

কতো দিনো গতো হইলো
দুই কইন্যা নিয়া মাজি বাড়ীত্ গ্যালো
দ্যাকিয়া মাও বাপ তারে
কোলোত্ তুলিয়া নিলো গো।
(বউ মা)

দুই বউয়ে ছালাম করে
জোড় হাতে কত্তা রে বলে,
হ্যাটো যাই হামরা
আপনারো শওরোত্ গো।
(আম্মাজান)

———

চিনু ও মিনু

সংগ্রাহক
এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম
গ্রাম/ডাকঘর : বেলকা
জিলা : রংপুর
বর্তমান ঠিকানা :
ফোকলোর উপ-বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

যার কাছ থেকে সংগৃহীত
জনাব আবদুল জলিল
পিতা—আমিন উদ্দিন বেপারী
গ্রাম : জয়মনদী
ডাকঘর : সুন্দরগঞ্জ,
জিলা—রংপুর।

চিনু ও মিনু

কাহিনী সংক্ষেপ

ফারেশ শহরের রাজা ছিলেন হরেক রাজা। দুই মেয়ে চিনু ও মিনু ছাড়া সংসারে তার আর কেউ ছিল না। রাজার শিকারে যাবার সখ হলে একদিন তিনি এক সন্ন্যাসীর হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে কয়েকজন প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে বেরবোন জঙ্গলে গমন করেন। ওই জঙ্গলে একটি ময়ূর দেখে হরেক রাজা কৌশলে ময়ূরটিকে জালের মধ্যে আটকে ফেলেন। ময়ূরের মুখে কুঞ্জোটা নগরের রাজকন্যা রায়হান বালীর রূপের বর্ণনা শুনে হরেক রাজা অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং ময়ূরের পাখায় চড়ে রায়হান বালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এদিকে চিনু ও মিনুর ছবি দেখে সন্ন্যাসীর মন গলে যায় এবং তাদের পাবার জন্যে ব্যাকুল চিত্তে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে সন্ন্যাসী কুঞ্জোটা নগরে এসে উপস্থিত হয়। এসময়েই হরেক রাজা ময়ূরের পিঠে চড়ে কুঞ্জোট নগরে এসে নামেন। রাজা তো রায়হান বালীর অনুসন্ধানে শহরময় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। হঠাৎ করে সন্ন্যাসীর সাথে হরেক রাজার দেখা হয়ে যায়, কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারে না। সন্ন্যাসীর হাতে নিজ কন্যার ছবি দেখে তাদের পাওয়ার জন্যে রাজা নিজেও উন্মত্ত প্রায় হয়ে যান।

ঘটনাচক্রে রায়হান বালীর সঙ্গে চিনু-মিনুর সখ্যতা হয় এবং তারা রায়হান-বালীর সঙ্গে কুঞ্জোটা নগরে গমন করে। সেখানে রাজা ও সন্ন্যাসীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারেনা। কুঞ্জোটা রাজের সহায়তায় রায়হান বালীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর এবং চিনু-মিনুর সঙ্গে হরেক রাজার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে হরেক রাজার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। অতঃপর অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে পুনশ্চ চিনু ও মিনুর সঙ্গে সন্ন্যাসীর এবং রায়হান বালীর সঙ্গে হরেক রাজার বিয়ে সম্পন্ন হয়।

কাহিনী দুদু

ফায়েল শওরোত্ আছিল
হয়েক আজ্জা নাম,
দুই কইন্যা আছিল ঘরোত রে
শোনেন বন্দুগণ ॥

নামোতে চিনু কইন্যা
সেন্দুর বয়োন,
মাতার কালো ক্যাশ তারো
কপালোতে তিলকের ফোঁটা
দাঁতোতে নিশিরো চন্দোন ।'

আগা মোটা পাছা মোটা
মাঝাখানি সরু,
হাটপায় সোমে ঢুলিয়া পড়ে রে
য্যামোন কদলীরো তরু ॥

যার নাম আছিল মিনু
মেন্দি অংগের মোতোন,
ডগমগ করে কইন্যা রে
চান্দেরো মোতোন ॥

দুই কইন্যা ছাড়া হয়েক আজ্জার
ব্যাটা-বেটি নাই,
ফক্কিরেরো বর পাইলো রে
ফক্কির হইলো তার গোঁসাই ॥

বড় ধনবান সেই বা আজ্জা
দয়ালু হইলো তাই বেশী,
ওরে ফকির দেইক্লে আজার
ন্যায় বা চান্দোর পাতি ॥

দিনে দিনে দুইয়ো ছাওয়া
বাইড়ব্যার নাগিলো,

ওরে অবলা ছাড়িয়া গোন কইনা রে
যোযোতি যে হইলো ॥

ওরে যায় কপালোত যা ন্যাকিচে
আপে মালেক সাই,
পাষাণে মারিলে মোস্ত রে
তাই নংগোন হবার নয়।
কপালোত আছিল দুক্ক
কেলেংকায় জগতে,
ওরে নিজ যা হাতে হয়েক আজা রে
কেলেংকার নিলো কিনে ॥

আসিলো সইন্ন্যাসী এ্যাক রে
মালা নিয়া হাতে,
দিনে আইতে এলাহীর নামো রে
জপ করিয়ায় থাকে ॥

কতা দ্যাকো না কয় সইন্ন্যাসী
তাই না দ্যাকে চক্কু তুলে,
এ্যাক বইসনোতে সেই যা সন্ন্যাসী রে
সাত দিনো তাই থাকে ॥

মোনে মোনে ভাবে হয়েক আজা রে
সইন্ন্যাসী হইবে দরবেশ,
ওরে ইয়াক দিয়া না হইবে মোর
খায়াপী গোয়বেশ ॥

বহুদিন হইলো আইজ
না যাও শিকায়োতে,
ওরে শিকার কইরতে যাইম আইজ মুই
বেরবোন জংগোলে ॥

খাইকপে সইন্ন্যাসী ঠাকুর
হোজয়াতে বসিয়া,

ওরে বাড়ীর তত্ত্ব নিবে রে ঠাকুর
দুই ব্যালা করিয়া ॥

সকালে উটিয়া বাশ্‌শা
তক্‌তে দিলো বার,
হাজুর হইলো আসি
গোল্জা যে তাহার রে ॥

ভরা সবাত্‌ উটিয়া বাশ্‌শা
কবার যে নাগিলো
শিকার কইরবার যামো হামি
তোমরা সাতে চলো ॥

এই কতা শুনিয়া সগলে
সাজিয়া তৈয়ার হইলো,
শিকারোতে যাবার জন্যে হরেক আজারে
সাইজব্যারে নাগিলো ॥

ঢোল বাজে খোল বাজে
আরো বাজে নাকেড়া,
সাজো সাজো বুলিয়া শওরোত্‌
পড়িয়া গ্যালো সাড়া ॥

কাসি বাজে বাঁশী বাজে
আরো বাজে সানাই,
সাজিলো দ্যাকো এ্যাতো মানুষ
মাইনষের ওড় নাই ॥

বনদুক সাজে হাইতার সাজে
আরো সাজে ঘোড়া,
সাজিলো দ্যাকো কতো মানুষ
হিসাব নাই যায় কয়া ॥

সাজিলো দ্যাকো নগরবাসী
দাও বা নিয়া হাতে,
কুড়াল কয়থ্যান নিলো ভাই রে
সগলে মিলিয়া যাছে ॥

এই না ভাবে সগলে দ্যাকো
সাজিয়ায় তৈয়ার হইলো,
আজার দরবারোত্ যায়া
ওপোনীত হইলো।

হরেক আজা দ্যাকো ভাই রে
সাজিয়ায় তৈয়ার হইলো,
সইন্ন্যাসীর আগোত্ কতা
কবার যে নাগিলো।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় ওহে)

শোনেক বাওয়া, সইন্ন্যাসী ঠাকুর
কয়া বুজাও তোরে,
শিকারোত্ যাঁও বাওয়া মুই
বের'বান জংগোলে।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় ওহে)

তিন মাস কবিম মুই শিকার
থাকিয়া জংগোলে,
তিন মাসের বাদ্শা বাওয়া তোক
কমু ফারেশ শওরে।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় ওহে)

বসিয়া থাকো হোজরা ঘরোত্
আর তক্তোতে আমার,
বেটি হাওয়া মুলোর কইরবেন বাওয়া
অতি সুবিচার।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় রে)

বেটি ছাওয়া ছাড়া ব্যাটা ছাওয়া বাওয়া
        মোর মহুব্বোত্ নাই,
তোমাকে আকিয়া বাওয়া
        সগলোকে নিয়া যাই।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় রে)

সইন্ন্যাসী কয় শোনেক রে বাদ্শা
        কয়া বুঝাও তোরে,
কি করিম বাদ্শাই বাওয়া
        ফইকরে কি বাদ্শাই করে।
(হায় মোর আল্লা হায় হায় রে)

কি কইরব্যার পারে আজা
        যায় আজা বিদায় হয়া
যায় আজা মোর শিকার করিবারে হে।।

সৈন্য-সেনা নিয়া হরেক আজা
        হাতির পিটিত্ সোয়ার হয়া,
যায় আজা মোর দক্ষিণো মলুকে হে।।

দিনে আইতে হাঁটিয়া যায়
        কতো মাস চলিয়া যায়
এ্যাক বচ্ছোর হইলো তার ঘাটাতে হে।।

গ্যালো আজা জংগোলোত্ চলি
        মোনের সুকে ব্যাড়ায় শিকার খ্যালি
কপালের দুক্ক তাই নাহি গণে হে।।

এ্যাকদিন দ্যাকো হরেক আজা
        সুম নিয়া ধরে ঘাটা
যায় আজা মোর জংগোলে জংগোলে হে।।

জংগোলের মাজোতে গ্যালো
        সামনোতে দ্যাকিবার পাইলো
মইয়োর পকি ধরে ফ্যাকোয় হে ॥

যেই মইয়োর দেইকপ্যায়ে পাইলো
        আজার মোনোত্ সাদো হইলো
দেওয়ানের আগোত্ পকি ধরিয়া চায় হে ॥

চইতোর পাকে ঘিরাও দিলো
        বোরমোজাল পাতিয়া নিলো
তীর নিয়া দ্যাকো আজা মইয়োর যায় ধরিতে হে ॥

মইয়োরে দেইকপ্যায় পাইলো
        জংগোল ছাড়ি উড়াও দিলো
বন্দী হইলো অই না মইয়োর অই না বোরমো জালে হে ॥

নিজ হাতে মইয়োর ধরে
        ডাকেয়া কয় আজাক্
        কয়া বুজাও তোরে হে ॥

ওরে পচ্চিমো শওর আছে
        কুচেজাটা নগোর ধরে
সেই নগোরোত্ আছে দ্যাকো আয়হান কইন্যার বাড়ী হে ॥

সেই কইন্যায় পুষিলো মোরে
        দুদ-ভাত খায়া থাকো ঘরে
এ্যাক দেবোসে কয় যা কইন্যায় মোর আগে হে ॥

শোন পকি ক'ও তোরে
        আল্লার কি মোর জোড়া নাই ন্যাকে
এ হ্যান কয়োনে পকি ক্যাই মোর ঘরে হে ॥

সেই কইন্যার যোক বিদ্যার দিলো
যে দ্যাশোত্ তার সোয়ামী ছিলো
সেই কুমারোক মুই ব্যাড়াও উটকিয়া হে ॥

শোন আজা কইন্যার কতা
চইন্দো কোশ জুড়িয়া ঘাটা
আশে পাশে বাতি নাহি নাগে হে ॥

দিনে দ্যায় বালার তাপ
আইতোতে কইন্যার জ্বলে উপ,
তার উপোতে হয় চইন্দ কোশ আলো হে ॥

এই কতা শুনব্যারে পাইলো
হরেক আজা টলিয়ায় পইলো
দ্যাকিয়া মইয়োর ফুলিয়া বসাইলো হে ॥

তকোন আজা উটিয়ায় বইসলো
চউকের পানিত্ বুক ভিজিলো
মইয়োরের আগোত্ কয় যে কান্দিয়া হে ॥

হাটো পকি আর না সয় দেরী
কন্টই আচে আয়হান নারী
কুন্‌টো নগোরোত্ হাটো মোকে নিয়া হে ॥

পকি এ্যাকবার উড়াও দ্যাকি হে
উড়িয়া যায় রে মইয়োর পকি ॥

সুম্ন সেনা যতো আচিল
অইলো তব্দো হয়া,
পিটিত্ নিয়া মইয়োর পকি
যায় বা উড়াও দিয়া ॥

এ্যালা দ্যাকো এইসব কতা
অইলো ভালে ভালে,

ওরে ক্যাকো যে সইন্নাসী ঠাকুর
কোন বা কামো করে রে ॥
(আরে হায়)

ওরে তক্‌তোতে বার দিলো হায় রে
সইন্ন্যাসী ঠাকুর,
সংকোতে আইন্সো চালায় ক্যাবোল
না করে জুলুম ॥
(আরে হায়)

এই না ভাবে কতো দিনো
কত্তোন হয়া যায়,
আপনারো ধরমো সইন্ন্যাসী
আকিলো বজায় ॥
(ও, ওহে)

দিনে দিনে দুই বা কইন্যা
যোবোতি হইলো,
পেমের জ্বালাতে দোন
উতালা হইলো ॥
(আরে হায়)

চিনুমিন, দুই বা কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে,
বাপ নাই কাহিবেন মোকে
সঁপিয়া দিবে কারে ?
(ও, আরে হায়)

ওই শওরোত্‌ আচিলো এ্যাকো
যুগী ও সইন্ন্যাসী,
ওরে আচিলো কইন্যার দোন
পরোম বিশ্বাসী ॥
(ও, আরে হায়)

এ্যাকদিন ডাকেয়া তারে
চিন্ মিন্ দুই বইন,
নেয়োলে বসিয়া দোন
ছবি তুলিয়া নইল্।
(আরে হায়)

ওরে যুগীকে কয় শোন বাওয়া
বাপেয়ো সোমান,
বিনা পইসোতে এই ছবি তোমরা
শওয়োত বিলিয়া দ্যান।
(আরে হায়)

যে জোন হইবে আগেক
ওপোয়েতে আমার,
মোনোতে নাইগ্লে শাদী
করিমো তাহার।
(আরে হায়)

এতেক শুনিয়া যুগী
বেলোম নাই যে করে,
যাবার নাগিলো দ্যাকো যুগী
শওয়ে বন্দোরে।
(হায় হায় হায় ওহে)

শওরে শওয়ে ছবি
বিলি করিয়া দ্যান,
সইন্যাসী দ্যাকিলে ছবি
ধিয়ান ভঙ্গ হন।

এ্যাক দেবোসে দ্যাকো সইন্যাসী
আনীর আগোত বলে,
হামি এ্যালা যাই আনী মা
শওর দ্যাকিবারে।
(হায়, হায়, হায় ওহে)

হাতির পিঠিত সাজিয়া সইন্যাসী
বিদায় ভালা হইলো,
পাচোত টাংগা আছিল ছবি
নজোরোত প্যাকিলো।
(হায়, হায়, হায় ওহে)

ওরে কইনার ছবি দ্যাকিয়া সইন্যাসীর
মোন গ্যালো রে ভুলিয়া,
আরোধনা করে সইন্যাসী
দুই হাতো তুলিয়া।
(ওরে হায়)

এই দোয়া কবুল করো
ওহে মেহেরবান,
মিলিয়া দেও কইন্যা
ওহে দয়াবান।
(ওরে হায়)

আইজ হাতে হামার দোয়া
আর নাহি নিবে,
দয়া করি অই বা কইন্যাক
মিলিয়া দিবে মোরে।
(ওরে হায়)

কবুল হইলো দোয়া
অই যে এলাহীর দরবারে,
দ্যাকো যে নেমোকহারাম
কোন বা কাম্যে করে।
(ওরে হায়)

ছবি হাতোত্ নিয়া সইন্যাসী
পাগোল ভালা হইয়া,
দ্যাশে দ্যাশে উটকায় কইন্যা
পাগোল হইয়া।।
(আরে হায়)

যেটেই সেটেই সইন্ন্যাসী
উট্‌কিয়া ব্যাড়ায়,
পাগোলেয়ো হালোতে তার
কতো দিনো যায়।
(আরে হায়)

কতো দ্যাশ কতো নগোর
ব্যাড়ায় যে উট্‌কিয়া,
কুন্‌জোটো নগোরোত্‌ শ্যাষে তাই
গ্যালো রে চলিয়া।
(আরে হায়)

শওরোতে ব্যাড়ায় সইন্ন্যাসী
হয়া যে পাগোল,
অচিনা হইচে সইন্ন্যাসীর ভ্যাস
হইচে রে বদোল।
(আরে হায়)

হ্যান কালে হরেক আজা
পাকেরো পিটিতে,
নামেয়ায় দিলো যে তাক
কুন্‌জোটো নগোরে।
(আরে হায়)

মইয়োরে কয় শোন আজা
আমার নেবেদন,
কনটই আচে আরহান কইন্যা
উটকিয়া যায়া ন্যান।

এ্যাতেক কয়া পকি
উড়িয়ায় চলিলো,
ওরে নিরুপায় হয়া আজা
ভাইবায়ে লাগিলো।

কনটই আছে আয়হান কইন্যা
না জানে খবোর,
শওরোতে ব্যাড়ায় আজা রে
হয়া তাই পাগোল।

ওরে হ্যানকালে দ্যাকো ভাই রে
সইন্ন্যাসীর দ্যাকা পাইলো,
সইন্ন্যাসীর হাতোত দ্যাকিয়া ছবি
পাগল হয়া গ্যালো।

দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
ভাবে মোনে মোনে,
এই হইবে বুঝিকেন আয়হান কইন্যা
বুঝিনু অতোরে।
(অই আহা রে)

ছবি দ্যাকিয়া আজা
পাগোলোকে কয়,
কোন্ বা দ্যাশোত্ বাড়ী কইন্যার
কিবা নামো হয়।
(অই আহা রে)

সইন্ন্যাসী কয় না জানো মুই
কইন্যারো খবোর,
দ্যাকিয়া কইন্যারো ছবি
হনু মুই পাগোল।
(অই আহা রে)

ওরে দুইজোনে ভাবে ভাবনা
বসিয়া গাছের তলে,
আহা রে সোনাখোজী কইন্যা
রইলেন কোন পুরেতে

বাউরা হয়া দেখি ব্যাকো
উট্‌কিয়া ব্যাড়ায়,
কতো কতো কোশ জোন
হাঁটিয়া ব্যাড়ায়।

এ্যাক দেবোসে আয়হান কইন্যা
অত্তে ভর করিয়া,
পরীস্তানে যাবার নাগিলো
শোন মোন দিয়া।
(অই আহা রে)

আছিলো চিনু মিনু
কইন্যা তিনো জোন,
ফুলবাগান বুলিয়া তিনো
করিলো গমোন।
(অই আহা রে)

বাগানোত্‌ বসিয়া হায় রে
কইন্যা তিনো জোন,
ওরে নিজের পরিচয় দিবার নাগিলো
অবিয়াত্তা আয়হান।
(অই আহা রে)

তিনোজোন পরিচয় পায়া
সই করিয়ায় নিলো,
অত্তোতে চড়িয়া তিনো
কুন্জোট নগরোত গ্যালো।
(অই আহা রে)

নামিলো তিনো কইন্যা
কুন্জোটা নগোরে,
আয়হানের মহোলোত কইন্যা
থাকে বন্দী হালে।
(অই আহা রে

এই না ভাবে কতো দিনো
গতো হয়া যায়,
দ্যাকোনা তামোশা পরদা
করিলো খোদায়।
(অই আহা রে)

এ্যাক দেবোসে মংপোর রাজা
বসিয়া দরবারে,
দেওয়ানের আগোত্ কতা
নাইগাচে বলিবারে।
(অই আহা রে)

আচে যতো পাত্তরো মিত্ত্রো
দেওয়ান নাজির উজিরগণ,
কইম মুই এ্যাক কতা
শোন দিয়া মোন।
(অই আহা রে)

ঘরের মইদোত এ্যাক কইন্যা
আয়হান বালী নাম,
বিয়া দেওয়া নাইগবে বেটিক
বর আনিয়া দ্যান।
(অই আহা রে)

দেওয়ানে কয় শোন বাদ্শা
আপে মহুরেকদার,
দ্যাশে দ্যাশে পরোয়ানা
জারী করিয়া দ্যান।
(অই আহা রে)

ওরে এ্যাতেক কতা যকোন রাজা
বলিতে নাগিলো,

বাইর হাতে আরহান কইন্যা
        ডাক শুনিবার পাইলো।
        (অই আহা রে)

গোপোনে ন্যাকিয়া পত্‌রো
        বাপের আগোত্‌ দিলো,
শোন শোন দয়ার বাপধন
        কতা শোন মোরে।
        (অই আহা রে)

না উট্‌কা নাইগবে বাপজান
        কয়া দিন্‌ তোরে,
ওরে ছাড়িয়া দিচো মইয়োর পকি
        এলাহীরো নামে।
        (অই আহা রে)

ওরে এ্যালা ও ক্যানে না আইসে
        বলিন্‌ তোমারে—ও।
ওকি আরহান মোর বালী,
ক্যানে কান্‌দিস তুই পকির কতায় ভুলিয়া—ও।
এ্যাকে তো বোনের পকি
        আর কি ঘুড়িয়া আইসে—ও।

এই কতা শুনিয়া আরহান
        কান্‌দে জারে জারে,
আহা রে কমবক্‌তার কপাল
        এই আছিল কপালে—ও।

গয়না গাট্টি পিন্‌দিয়া আরহান
        শিংগায়ো করিয়া,
ঘাটার দিকি চায়া অইলো আরহান
        পকিরো লাগিয়া—ও॥

হ্যান কালে আইলো পকি
হুড়াগো ছাড়িয়া,
পাওয়োত্ পড়ি কয়ে হালায়
ডাকায় মাও বুলিয়া—ও।

ওকি আরহান মোর জনোনী
তোমার সোয়ামী আইল্চে মাও মোর,
নাহি জানো তুমি—ও।

তিনো দিনো বাদে জনোনী
আইস্পে মহোলে,
নামোতে হয়েক আজা
কারেশ শওরে—ও॥

এই কতা শুনিয়া আরহান
হাসিয়া উটিলো,
আহা মোর মইয়োর পকি
কি কতা বলিলো—ও।

এই কতা শুনিয়া আরহান
মহোলোত্ চলি গ্যালো,
বাপের আগোত কোক্ড়া লাগিয়া
কবার যে লাগিলো—ও।

ওকি বাপধন মোর জনোনী
তোমার জামাতা আইল্চে বাপধন
কইনো সইত্তো বাণী—ও।

তিনো দিনো বাদে আরহান
দ্যাকে যে চাহিয়া,
আইলো দুই পাগোল কাঙাল
হাতি হয়েতোত্ চড়িয়া—ও।

(হায় হায় রে) হ্যানকালে মইয়োর পাঁক
কইন্যার আগোত বলে,
হাজুর হইলো তোমার সোয়ামী গো
ও মোর আয়হান তোমার বাপের আগোত গো।

পত্‌য়ো ন্যাকে বাপের আগোত্‌
যেনোয় রে করিয়া,
পাগোল নোয়ায় তোমার জামাতা
ন্যাহোনা বরিয়া—ও।

(হায় হায় রে) এই কতা শুনিয়া আজা
বেলোম নাই যে করে.
হাস্তিঘোড়া সাজেয়া গো মোর বিদাতা
আগ বাড়েয়া আনে গো।

ওরে গাও ধোয়া দুই পাগোলোক
কাপোর বা পেন্‌দাইল,
চাঁদ সুরুজের নাহান উপ
জ্বলিতে নাগিলো গো।

(হায় রে হায়) খুশী হয়া দ্যাকো আজা
বেলোম নাই যে করে,
আয়হানের আগোত্‌ কতা গো ও মোর কইন্যা
নাইগ্‌চে বঁলবারে গো॥

সাজো সাজো ওরে কইন্যা
দাসীর ঘরোক্‌ নিয়া,
আইত দোপোরে তোমার বিয়া
দেমো পড়াইয়া গো॥

আয়হানে কয় শোন বাপজান
আরোজো আমার,

সিয়ানা হইলো দুইয়ো সঁকি
কি কইরবেন তারো গো ॥

এই কতা শুনিয়া আজা
হ্যাট মাতাতে থাকে,
ওরে দুই পাগোলোক তিনো কইন্যা
সঁপিমো এ্যালায় গো ॥

(হায় রে হায়) যার কপালোত যা ন্যাকিচে
আপে মালেক সাঁই,
মুরুক ছাড়িয়া গেইলে ও মোর বিদাতা
অদুল হবার নয় গো ॥

চিনু মিনু দুই বা কইন্যাক
হয়েক অ জাক দিলো,
নিজের কইন্যা আয়হান বালীক
সইন্যাসীক সঁপিলো গো।
ও দারুণ বিদাতা
বিদির এই আছিল কপালে গো।

আহা রে কমবকতার কপাল
কপাল নৌয়ার রে ভাল,
অচিনাতে বাপো-বেটির
বিয়া হয়া গ্যালো রে।
ও দারুণ বিদাতা
বিধির এই আছিল কপালে গো।

ওরে মোনোতে আদ হাউস আজার
কইন্যার সাতে এ্যাকান্তর নাইসুবে
ওরে আরোন হাতে আল্লা ন্যাকো
তাক জানিবার পাইলে।
ও কি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে।

দিন গ্যালো সইন্জা হইলো
হাসে খোলে খোলে,

ওরে নউতোন ফুলে মধু আইছে
নউতোন ঘরে খাইবে রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবকতার কপালে॥

সইনকালে কোন দাসী
দোন কইন্যাক নিগা,
হরেক আজার কোশলাত কইনাক
দিলো বসাইয়া রে।
ও কি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবকতার কপালে॥

ওরে এ্যামোন সোমে হক আল্লাজী
হক কাজো করে,
ফেরেস্তা পটাইল তাই
জাতি বাঁচাইবারে রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবকতার কপালে॥

যাও তরে আসিয়া ফেরেস্তা
বসিলো ওপোরে,
আও কাড়ে অইনা রে জিবরিল
চিন্দ মিন্দুর তরে রে।
ও কি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবকতার কপালে॥

এ্যাকে তো যোবতী নারী
তাতে অকুমারী,
বসিয়া পতিরো কোলে
মোনের আগুন জ্বলে রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবকতার কপালে॥

দাউ দাউ করি জ্বলে আগুন রে
গাও বা ভেজে যায়ে,
মুচকি মুচকি হাসিয়া কইন্যা
সাপ্টে ধরে পতির গালা রে।
ওকি হায়রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে॥

পাগলার নাহান হইচে হরেক আজা
তাতে তাই ওপোবাসী,
টানিয়া খসিয়া ফ্যালার আজা
অই না কইন্যার পে'দোনের শাড়ী রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে॥

ওলোংগ হইলো কইন্যা হায় রে
শরোম নাই যে করে,
তা দ্যাকিয়া সপ্তো জমিন
দল দল করি কাঁপে রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে॥

আল্লায় কয় শোনেক রে ফেরেস্তা
কার বা মুকের দিকি চাও,
বেলোম না করিয়া তুমি
দইবোবাণী কও রে।
ওকি হায় রে
এই আছিল মোর কমবকতার কপালে॥

হুকুম পায়া অই না ফেরেস্তা
ডাকে বারে বারে,
শোন শোন চিন্, মিন্,
কও' বা তোমার আগে রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবকতার কপালে॥

গাও ছিলকিয়া উটিল চিন্‌র
ভাতায়েক নিয়া কোলে,
ক্যামোন যেন হালে আচে তোমার বাপ
খোঁজ ন্যাও তোমরা আগে রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে।।

যাই হইচে তোমার ভাতার
তাই তোমার বাপের খবোর জানে,
পুছ করো তাকে তোমার বাপধন
আচে কোন্ বা হালে রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে।

বাপের কতা শুনিয়া চিন্‌মিন্‌র
এ্যামোন ভালো হইলো,
আগুন যেন পানির ভেতরোত
কাইহবেন নাগেয়া দিলো রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে।।

এ্যাকেবারে নিবিল কাম জ্বালা
না অইলো শরীলে,
অবোশ হয়া টাঁলিয়া পড়ে
অই না ধুলার পরে রে।

খানিক বাদে দুই কইন্যা
উঠিলো জাগিয়া,
পেঁদনোত আছিল পাচা পাইড়া শাড়ী
পেন্দে যে কাঁদিয়া রে।
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে।।

শোন শোন পানের পতি
কও বা সইত্যা করি,
কি নাম তোমার ওগো পতি
কোন শওরেত্ বাড়ী ?
ওকি হায় রে—
এই আছিল মোর কমবক্তার কপালে ॥

ওরে কিবা কাম করো তুমি
থোরেন ক্যান অংগোলে,
কি নাম তোমার আইজের আজার
থাকো কোন আইজ্জোতে ?

শোন কইন্যা চাঁদমুখি
কও তোমার আগে,
সারাদিন ওজা থাকিয়া
এপতার করাও আগে।

পাছে হইবে দুক্কের কতা
আপোন পরিচয়,
ভোগের সময় অই না কতা
ভালো নাহিন হয়।

না খাইটপে ওগো পতি
উগ্লো নটপটি,
পরিচয় না দিলে তোর
গালাত্ দেইম মুই ছুরি।

ওরে বাড়ী হইল্ মোর
কারেণ শওর কইন্যা,
আজা যে নাই মোরে
নিজে হন্ আজা কইন্যা হবেক মাথো মোরে।

এই কতা শুনিয়া চিন্‌মিন্
        বসিল যায়া দূরে,
কও দ্যাকি ওরে আজা
        তোমার ব্যাটা বেটি কয়জোন আচে ?

কি নাম তোমার আনীর আজা
        বংস হেন কতো তার ?
তাকে থুইয়া এই বয়সোতে
        কিসোক আইলেন জংগোলের মাজার ?

ব্যাটা মোরে নাহি ঘরে কইন্যা
        দুইজোন বেটি মোর,
চিন্‌মিন্ নাম গো তাহার
        চোরে নিয়া গেইচে।

ওরে শিকার কইরবার আনু কইন্যা
        সইন্ন্যাসীক আকিয়া,
তোমার ছবি দ্যাকিয়া মুই
        গেনু যে ভুলিয়া।

আইসো আইসো ওগো কইন্যা
        বইসো মোর কাচে,
উতি সরিয়া গেইলে ক্যানে
        মোর মোনের আগুন জ্বলে।

শুনিয়া দুই সতী কইন্যা
        গ্যালো বাহির হয়া,
তওবা তওবা করে কইন্যার
        দুই কানো ধরিয়া।

আচিলো যে আরহান বান্দী
        সইন্ন্যাসীক নিয়া কোলে,

কাইন্‌তে কাইন্‌তে ডাকায় আয়হালোক,
দুয়ারোত খাড়া হইয়ে।

আছিলো মহেশ্বেরাত খুবে
অই না চিন্‌য়ো ওপোরে,
পতিক কয়া আইসে আরহান
অই দোপোর আইতে।

দ্যাকে দুই বোন কাইদবার নাইগ্‌ছে
মাটিতে পড়িয়া,
ডাকাইলে না শোনে ডাক রে
তোলে তাই টানিয়া।

ডাক দ্যাকিয়া সইন্ন্যাসী ঠাকুর
উটিলো জাগিয়া,
চিন্‌মিন্‌ক দ্যাকিয়া সইন্ন্যাসী
পুচ করে বসিয়া।

শোন শোন চিন্‌মিন্‌,
ক'ও তোমার আগে,
তোমরা দুইজোন কি হরেক আজার কইন্যা
ডাক ভাংগিয়া কও মোরে।

হরেক আজা আছে কি নাই
ভাতার হয় তোরে,
সইত্তো সইত্তো হয় গো পতি
না পোচেন মোরে।

এই কতা শুনিয়া সইন্ন্যাসী
কাঁপে বা দলে দলে,
পাতারোতে বাবার ছলে
সইন্ন্যাসী আলো রে পলে।

ওপোনীত হইলে সইন্ন্যাসী
কারেণ শওরে,
হরেক আজার আনী কয় তাক
এদ্দিন আচল্‌ কোন শওরে ?

চিন্দুমিন্‌ দুই বা কইন্যা
মোর গেইচে রে হারে,
কোন বা চোরায় নিয়ে গেইচে কইন্যাক
আনিয়া দেও রে মোরে।

কান্দি কাটি থাকে আনী
সইন্ন্যাসীক নিয়া আইলেক,
হরেক আজার কতা ভাই রে
শোন না সক্‌কলে।।

ওরে আচিলো আয়হান বালী
গ্যালো সাতে সাতে,
দুই কইন্যাকে পাচোত্‌ আকিয়া
আয়হান যায় আজার কাচে।

হাসি মুকে কয় কতা
শোন হে পানের পতি,
ক্যানে তুমি ভাবো মোনে
কও বা সইত্তো করি।

শোন কইন্যা আয়হান বালী
দুই কইন্যা কনটই গ্যালো,
কাটা ঘাওয়োত ক্যানে কইন্যা
নুন লাগেয়া দিলো।

এ্যাকে হন্‌ মুই দ্যাশ ছাড়া
তাতে পেমের জ্বালা,
দ্যাকা দিয়া দুইয়ো কইন্যা
গ্যাল্যো রে চলিয়া।

আইজার আইত খ্যান থাকো পানের পতি
বুকে পাষাণ দিয়া,
প্যাটের বিষোতে তোর দোন কইন্যা
আছে ব্যাহাল হইয়া।

দোন কইন্যা ফিরিয়া গ্যালো
আয়হানের মহোলে,
দ্যাখো এ্যাক পত্তরে ন্যাকা
বালিশের ওপোরে।

শোন রে আয়হান বান্দী
তোকে দিনু ছাড়ি,
ফাকি দিয়া আইজকা আইতোত্
গেনু নিজের বাড়ী।

মোর আজা হরেক নাম
তাঁই হইলো চিনু মিনুর পতি,
তার ভয়ে ওগো আয়হান
থাইকপ্যারে না পারি।

সইত্তো সইত্তো করাইবেন আয়হান
হরেক বাশশার আগে,
দুই কইন্যা তার চিনু মিনু
বেন্দ বান্দিকেল মোরে।

তে হইলে তুই এ্যায়হান বান্দী
যেবোন দিমু তাকে,
মোনের কেরাহিত বাদ দিয়া ওগো আয়হান
বিদ্যায় দিনু তোকে।

এই কামকোনা করো বান্দিকেল
মোর দিকি সদয় হইয়া,

মোর সইম্যাসীর যাত্তা খাও রে
শোন মোন দিয়া।

এই না ন্যাকা দ্যাকিয়া আয়হান
কপালোত্ চড়ো দিলো,
বিয়ার আইতে ওগো পতিধন
বিদুয়া সাজাইলো।

কি করি আইজ পতিহারা
পতি নাই মোর ঘরে,
দ্যাকি সে হয়েক আজা
কোন্ বা বুদ্ধি করে।

দুকের সাতে গ্যালো আয়হান
আতরি দোপোর কালে,
নি'দ হাতে ডাকেয়া নিয়া রে
বসাইলো বোগোলে।

শোন বাণ্‌শা দুক্‌কের কতা
কিবা কামো আর,
দুই বা কইন্যা মেইচে মারা
জলে যমুনার।

ওরে প্যাটের বিষের জ্বালায়
গ্যালো কইন্যা যমুনারো জলে,
কুমিরে ধরিয়া খাইচে
কলসী আচে ঘাটে।

আর নাহি পামো দ্যাকা
দুই কইন্যারো ওরে,
মোর পতি গেইচে ছাড়ি
বাঘে খাইচে ধরে।

দুইজোন হইলো বিদুরা
        এই আছিলো কপালে,
কি কইরবে হরেক আজা
        বুন্দি না হয় মোরে।

হাত ধরিয়া কয় আজার
        শোন অসের কইন্যা আয়হান,
তোমার যৈবোনখানি
        মোকে তুলিয়া দ্যান।

দুই জোনে করিমো গুজরান
        ঢুকুতোতে বসিয়া,
তোমরা হামরা খেইলমো খ্যালা,
        এ্যাক বিচনাত শুতিয়া।

শোনেক শোনেক অচেনা আজা রে
        কও বা তোমার আগে,
আইজ আইতোতে দেকনু সপোন
        বিচনাতে না শুতে।

তোর ঘরোত আছে আনী
        দুই চেংড়ি তার ঘরে,
সইন্যাসীক আইন্‌ছো বিয়া
        আইলচেন শিকারে।

পাগলের হাতোত দ্যাকিয়া ছবি
        মইয়োমের কতা শুনিয়া,
কুন্‌জোটে নগোয়োত্ মইয়োমোক
        দিচো মুই পাঁচাইয়া।

ঠিক করিয়া কও আজা রে
        তোর কইন্যা নাহিন আচে,
চিনু, মিনুক সঁপিয়া দেও
        অই সইন্যাসীর হাতোতে।

মুই কইন্যাক দেম্ বান্দিকেন তুই
        সইন্যাসীর হাত্তোত তুলিয়া,
তামার পত্রোতে ন্যাকিয়া ওকা
        ফারেশোত্ দে পটেয়া।

তে হইলে তোক যৈযোন দেইম মুই
        শোন মোন দিয়া,
তোর সাতে যাইম রে আজা
        যইরাগিনী হইয়া।

আগোত নাহি বোজে বাদ্শার
        সইন্যাসীর চাতুরালী,
নিজ বা হাতে ধরিয়া কলোম
        চিন্ মিন্ক দ্যায় ন্যাকি।

খাম করিয়া অই না পত্রো
        হরেক আজার নামো দিয়া,
চিন্ মিন্র হাত্তোত পত্রো
        আরহানে দেয় তুলিয়া।

ডাইভরকে হুকুম করে
        অত বা সাজাইতে,
যাও ভরে থুইয়া আইসো কইন্যাক
        ফারেশ শওরে।

এই বা পত্রো দিয়্ গো চিন্
        সইন্যাসী রো আগে,
দুইদিন বাদে যামো হামি
        তোমার গুলার আগে।

চলিয়া গ্যালো চিন্ মিন্
        মাওয়েরো বা আগে,
ছালাম করিয়া অই না কইন্যার
        পত্রো দ্যায় মাওয়ের হাতে।

পতরো পায়া অইনা গো আনী
বিয়া পড়েয়া দিলো,
জামাই করিয়া সইম্যাসীক
তক্‌তোতে বসাইলো।

এ্যালা দ্যাকো অইনা রে কইন্যা
ছিনু আরো মিনু,
সুকের থ্যালা থ্যালায় দুই জোনে
সইম্যাসীক নিয়া কোলে।

শোনো ভাই রে মোছোলমান
আল্লা ডাকো রে মোনে,
কোন সোমে দুক্ক না দ্যায় আল্লা
অবিচার নাই তারে।

আইতে দ্যাকো আরহান বালী
হরেক আজার আগোত বলে,
মুই ন্যাকিনু পত্‌রো পতিধন
দরায় বাপের আগে।

পত্‌রো ন্যাকি আয়হান কলী
গোপোন নাই যে আকে,
আদি জান্‌তো দুক্কের কতা
কয় বা বাপের আগে।

হরেক আজা নামে গো বাপধন
আছে মোর ঘরে,
তোমার জামাইক কাইল্‌কা গো আইতে
খাইচে বোনের বাগে।

ছিন্‌ মিনু তিন বইন জেন্‌
বাগানোত্‌ ফুল তুলিয়া,
দুই বা দ্যাও আসিয়া তামাক
নিয়া গেইছে ধরিয়া।

দয়া করো ওগো বাপধন
যদিকেল করেন দেরী,
আইত দোপোরো তুলিয়া দেইম গালাত
কুলাদের ছুরি।

পত্তুরো পায়া দয়ার বাপধন
আইতোতে আইলো চলি,
মুন্সীর ঘরোক ডাকেয়া তাক দ্যায়
হরেক আজার হাতোত তুলি।

এ্যাক মাস থাকে আজা
আয়হানেরো ঘরে,
শশুর শউরিক কয়া আজা যে
যাবার চায় নিজ বাড়ী।

হাতি ঘোড়া নর বা নফর
আরো দ্যায় উপোহার,
আয়হানোক নিয়া গ্যালো হরেক
যারেক শওর।

দুই বোনেরো আগোত হায় রে
দুইজোর হালাল হইলো,
সইন্যাসী জামাই নিয়া হরেক দ্যাকো
সুকের গুজরান করিলো।

— — —